মজ্‌লিস।

আশালতা, ভ্রমর, সোণার-সংসার, স্বর্ণবাই, বেদিনী,

শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাল প্রণীত।

PRINTED AND PUBLISHED

J. N. BOSE.

WILKINS PRESS, 28. BEADON [illegible]OW

CALCUTTA.

1905

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।
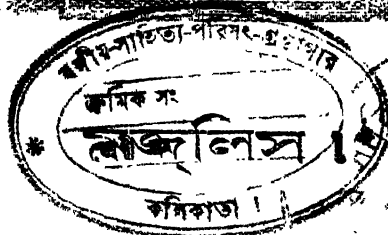
প্রথম পরিচ্ছেদ।

এটর্ণীর আফিস। সুবিখ্যাত এটর্ণী বাবু রমণীরঞ্জন বসু মহাশয় মহা আড়ম্বরে আফিস সাজাইয়া বসিয়া আছেন। দুই লাইন কেরাণী বসিয়া বড় বড় দলিল নকল করিতেছে। একটী সুন্দর সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ মধ্যে রমণীরঞ্জন বাবু বসিয়া লিখিতেছেন। এই সময় একজন আরদালি আসিয়া সংবাদ দিল, "বিজন বাবু দেখা করিতে চান।"

রমণী। আসিতে বল।

একটী সুপুরুষ বিংশ বর্ষীয় যুবক, রমণীরঞ্জন বাবুর আফিসে প্রবিষ্ট হইলেন। এটর্ণী বাবু মহা সমাদরে তাঁহার হস্ত বিলোড়ন করিয়া তাঁহাকে পার্শ্বে বসাইলেন। তৎপরে বলিলেন, "আজ কি মনে করে, বিজন?"

বিজন । বাবার উইলখানা একবার দেখ্‌তে চাই ।

এটর্ণী । সে উইল তো আমিই লিখেছিলাম, সবই আমার মনে আছে । তুমি কি জান্‌তে চাও ?

বিজন । উইলটা ঠিক কি, তাই আমি জান্‌তে চাই ।

এটর্ণী । তিনি আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন ; এই আফিসে বসেই তিনি যেমন বলেছিলেন, আমি ঠিক তেমনি লিখে-ছিলাম । আমি জান্‌তেম না, তিনি পরদিনই মারা যাবেন ।

বিজন । উইলটা ঠিক কি, তাহাই আমায় বলুন ।

এটর্ণী । তুমি বোধ হয় জান যে বিষয় তোমার পিতার স্বোপার্জ্জিত নয় । তাঁহার বিশেষ বন্ধু বিনয়ভূষণ ঘোষ মহাশয় কণ্ট্রাক্টরী কার্য্য করিয়া প্রায় ৫০,০০০ হাজার টাকা বাৎসরিক আয়ের বিষয় করিয়াছিলেন । তাঁহার সমস্ত কার্য্য কর্ম্ম তোমার পিতাই দেখিতেন । এইজন্য তিনি তাঁহাকে মাসিক ৫০০ শত টাকা দিতেন । তাঁহার কোন পুত্র সন্তানাদি ছিল না । তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তোমার পিতার নামে উইল করিয়া দিয়া যান । কিন্তু তোমার পিতা ৫০০ শত টাকার অধিক ঐ সম্পত্তি হইতে কখনও লন নাই । সমস্ত টাকাই ব্যাঙ্কে জমা হইয়া আসিতেছে । তোমার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন তোমার মাতার মৃত্যু হয় । আমরা সকলেই জানিতাম যে তোমার পিতা মিত্র মহাশয় আর দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন নাই । কিন্তু যখন তোমার বয়স ১০ বৎসর, তখন তিনি সুশীলাকে বাড়ী লইয়া আসিয়া বলেন, যে পাছে পুত্রের মনে কষ্ট হয় বলিয়া তিনি বিবাহের কথা কাহাকেও বলেন নাই । অন্যত্র স্ত্রীকে রাখিয়াছিলেন । এক্ষণে সে স্ত্রীও

বিয়োগ হইয়াছে। তাঁহার দুইটী কন্যা হইয়াছিল, একটী সুশীলা ও অপরটী খোয়া গিয়াছে। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন আমার এই আফিসে বসিয়া এইরূপ উইল করিয়া গিয়াছেন। "তাঁর পুত্র যদি কোন দিন সেই কন্যাকে খুঁজিয়া পায়, তখন তাঁহার বিষয় সমান তিন অংশে বিভাগ হইবে এবং তিন ভাগ ঐ তিন জনে লইবে। আর যদি ঐ কন্যাকে খুঁজিয়া না পায়, তবে সুশীলার বিবাহের পরদিন হইতে ছেলে কেবল মাসিক ১০০ শত টাকা মাত্র পাইবে। সুশীলাও ১০০৲ শত টাকা করিয়া পাইবে। আর যতদিন সুশীলার বিবাহ না হয়, ততদিন মাসিক ৫০০ শত টাকা করিয়া পাইবে। আর যদি ঐ কন্যার কোন সন্ধান না হয়, তবে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রীত হইয়া একটী অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবে।" যদি তুমি ঐ কন্যাকে খুঁজিয়া না পাও, তাহা হইলে তুমি কেবল মাসিক ১০০ শত টাকা আজীবন পর্য্যন্ত পাইবে। তিনি আমাকে এই উইলের একজিকিউটার করিয়া গিয়াছেন।

বিজন। এই, না আর কিছু আছে?

এটর্ণী। হাঁ, আর একটু আছে। তিনি তোমাকে এক খানি পত্র লিখিয়া গিয়াছেন; ঐ পত্র হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রারের নিকট আছে। যদি তুমি কখন ঐ কন্যাকে খুঁজিয়া পাও, আর উইলের প্রোবেট লইতে পার, তবে সেই সঙ্গে ঐ সিলমোহর করা পত্র পাইবে। বোধ হয় তাহাতে সকলই জানিতে পারিবে।

বিজন উঠিলেন। তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া রমণীরঞ্জন বাবু বলিলেন, "যাচ্ছো?"

বিজন। এখন চল্লেম। তবে আমার ভগিনীর সন্ধান না হ'লে আমার বিষয় পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই?

এটর্ণী। কিছুই না।

বিজন। এই কন্যার নাম কি আপনি জানেন?

এটর্ণী। না। তিনি কখনও আমাকে তাহার নাম বলেন নাই। তবে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, যে এ কন্যাকে তোমার ছেলে কেমন করিয়া চিনিবে? তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন যে, সে বিষয়ে অধিক কষ্ট করিতে হইবে না। চিনিবার সহজ উপায় আছে। বিজন কখন যদি তাহাকে দেখে, তবে নিশ্চয়ই তাহাকে চিনিতে পারিবে।

বিজন। তবে বসুন, আজকার মত চলিলাম।

এটর্ণী। সুশীলা মন দিয়া লেখা পড়া করছে তো?

বিজন। হাঁ।

এটর্ণী। তুমি এই বৎসরেই কি তার বিয়ে দেবে?

বিজন। এই রকম ইচ্ছা করেছি তো।

এটর্ণী। বেশ, বেশ, ভাল করে লেখা পড়া কর। কাল যদি সকাল সকাল আফিস থেকে বেরুতে পারি তো সুশীলাকে দেখে যাব।

বিজন। বেশ তো, যাবেন। কাল নিশ্চয়ই একবার যাবেন।

এটর্ণীর আফিস হইতে বাহির হইয়া বিজন অন্যমনস্ক ভাবে বহুক্ষণ রাজপথে ঘুরিলেন। সহসা তিনি দেখিলেন যে তিনি বিডন ষ্ট্রীটে আসিয়াছেন। সেদিন শনিবার; থিয়েটারে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। তিনি কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া একখানি টিকিট কিনিয়া থিয়েটারে প্রবেশ করিলেন।
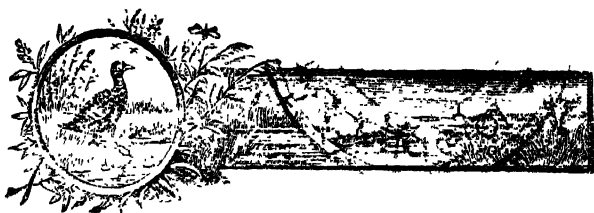
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

একদিন নিশীথ রাত্রে, একটী দশম বর্ষীয়া ক্ষুদ্র বালিকা কাতরে বলিতেছিল, "মা—আজ আমায় মের না। দেখ আমার জ্বর হয়েছে, আমাকে আজ দাঁড়াতে বল না। আজ আমি মদ খেতে পার্ব্বো না,

মা উত্তর করিল, "পোড়ার মুখী—আবাগী—টাকা উপার্জ্জন কর্ত্তে পারবে না—তোকে রোজ রোজ খাওয়ায় কে ?"

বালিকা কাতরে কহিল, "মা, আমায় কি তুমি খেতে দাও ? এই তিন দিন কেউ আসে নি, তুমি তো আমায় কিছুই খেতে দাও নি !"

রাক্ষসী-জননী বালিকার মুখে সবলে এক চপেটাঘাত করিয়া কহিল, "আবার মুখের উপর কথা ! যা—দরজায় গিয়ে দাঁড়া, —মেরে হাড় গুঁড় কর্‌বো।"

বালিকা কাঁদিল না, বালিকা দ্বিরুক্তি করিল না, ধীরে ধীরে কম্পিত কলেবরে সে বাহিরে গেল।

কলিকাতার একটী রাজপথপার্শ্বস্থ একখানি খোলার ঘরের ভিতর এ দৃশ্য অভিনীত হইতেছিল। বালিকা আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। শীতকাল; তাহার উপর আকাশ মেঘে আবরিত; মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিত হইতেছে; কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; পথে জল দাঁড়াইয়াছে; ফুটপাত কর্দ্দমে আবরিত; তখনও বৃষ্টি একেবারে থামে নাই—একটু একটু পড়িতেছে।

পথে একটাও লোক নাই, এ শীতে ও এ দুর্য্যোগে কে কবে বহির্গত হইতে পারে? আজ যেরূপ শীত, এমন শীত কেহ কখন দেখে নাই। বালিকা সামান্য একখানি বস্ত্র পরিধানে এই শীতে দ্বারে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল। তখন প্রায় একটা বাজিয়াছে। শীতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে, নিদ্রায় তাহার চক্ষু অর্দ্ধ নিমিলিত হইয়া আসিতেছে; সে যে আর দাঁড়াইতে পারে না!

সে একবার ব্যাকুল-নেত্রে রাজপথের চারিদিকে চাহিল, তৎপরে কম্পিত পদে গৃহে প্রবিষ্ট হইল। তাহার মা তখন সুখে নিদ্রা যাইতেছিল। সে যত সাবধানে যাইতে চায়, তাহার দ্বারা ততই গোলমালের সৃষ্টি হয়। বালিকা ভয়ে নিঃশব্দে গৃহে প্রবিষ্ট হইতেছিল,—কিন্তু কেমন করিয়া তাহার হাত লাগিয়া একটা ঘটী নিম্নে পতিত হইয়া, শব্দে চারিদিক প্রকম্পিত করিল। তাহার মা চমকিত হইয়া চক্ষু মেলিল,—তৎপরে বলিল, "কে—কেউ এসেছে?"

বালিকা কাতরে কহিল, "না মা"।

মা। তবে পোড়ারমুখী তোকে কে শুতে আস্‌তে বল্লে?

কন্যা। মা রাস্তায় একটীও লোক নেই।

মা। বটে, দিন দিন তোমার আস্পর্দ্ধা বাড়্‌ছে! আজ টাকা চাইই চাই, না হলে কাল খাবি কি হারামজাদি!

এই বলিয়া সেই নারীরূপিনী রাক্ষসী কম্পিত কলেবরা বালিকার হস্ত ধরিয়া সবলে টানিয়া লইয়া চলিল। দ্বারের নিকট আসিয়া কুৎসিত গালি দিয়া তাহাকে ধাক্কা মারিয়া দ্বার হইতে একেবারে রাজপথে নিক্ষেপ করিল।

বালিকা নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইত। সেই সময়ে এক ব্যক্তি দ্রুত পদে সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন; বালিকা সবলে গিয়া তাঁহার উপর না পড়িলে নিশ্চয়ই সে ফুটপাতে পতিত হইয়া আঘাতিতা হইত। তিনি দুই হস্তে ত্রস্তে বালিকাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

বালিকা ব্যাকুল নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিল। তিনি বিংশ বর্ষীয় যুবক। তাঁহাকে দেখিলে বালক বলিয়া বোধ হয়। দেখিতে সুন্দর, তাহার বেশ-ভূষাও সুন্দর,—বৃষ্টিতে মস্তক ভিজিবে বলিয়া তাঁহার বহুমূল্যবান শাল মাথায় বাঁধা। তাঁহার পরিধানে উৎকৃষ্ট বনাতের কোট সম্পূর্ণ জলে ভিজিয়াছে। তিনি বালিকাকে ত্যাগ করিয়া যাইবার উদ্যম করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভীত হইয়া দাঁড়াইলেন,—দুই হস্তে তাহার মুখখানি তুলিয়া অনিমেষ নয়নে দেখিলেন; তৎপরে যেন চিন্তিত হইলেন। বালিকা কম্পিত স্বরে কহিল, "আসুন না?"

যুবক। কোথায়?

বালিকা। আমাদের বাড়ী।

যুবক। কেন?

বালিকা কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, "আমরা বড় দুঃখী।"

যুবক আবার দুই হস্তে বালিকার মুখ তুলিয়া অনিমেষ নয়নে দেখিলেন, তৎপরে বলিলেন, "তোমার নাম কি?"

বালিকা। আমার নাম মজ্‌লিস।

যুবক। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? তোমার কি বাড়ী নেই?

বালিকা। এই আমাদের বাড়ী।

যুবক। তবে এখানে কেন? তোমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল কে? তোমার কি মা বাপ নেই?

এই সময় বালিকার মা অগ্রসর হইয়া কহিল, "মশাই, আমরা বড় গরিব। আমার মেয়ে বেশ গাইতে পারে, আসুন না।"

এক্ষণে যুবক কতক বুঝিতে পারিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ নিরবে ভাবিলেন, একবার বালিকার মলিন মুখের প্রতি চাহিলেন, আবার একবার নিজ জলসিক্ত বেশের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; তৎপরে বলিলেন, "চল"।

তিন জনে গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। যুবকের এই প্রথম বারবানিতালয়ে প্রবেশ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দীপালোকে বালিকার মুখ দেখিয়া যুবক চমকিত হইলেন। সেই গৃহ সহসা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া স্তম্ভীত হইয়া দাঁড়াইলেন। বালিকার অবস্থা বুঝিতে তাঁহার ক্ষণবিলম্ব হইল না, তিনি তাহার বিছানায় বসিলেন। পরে পকেট হইতে দুইটা টাকা বাহির করিয়া রমণীর দিকে ফেলিয়া দিলেন, বলিলেন, "আমার জন্য এক বোতল মদ ও কিছু খবার নিয়ে এস।"

একেবারে দুই টাকা। খদ্দের ভাল দেখিয়া রমণী আনন্দিত হৃদয়ে সত্বর খাবারাদি আনয়ন করিতে প্রস্থান করিল। তখন যুবক হাত ধরিয়া বালিকাকে নিকটে বসাইলেন, তৎপরে আদরে বলিলেন, "তুমি এঁর মেয়ে"?

বালিকা। না, আমার মা নেই। ইনি আমাকে মানুষ করেছেন।

যুবক। উনি কি তোমাকে মারেন?

বালিকা সভয়ে চারিদিক চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "টাকা না আন্‌তে পাল্লে বড় মারেন"।

যুবক। আজ মেরেছেন, কেমন—না?

বালিকা। হঁা।

যুবক। তুমি বসতে পার্চ্চ না? তোমার অসুখ করেছে। আমার বুকে মাথা দিয়ে একটু শোও।

বালিকা এমন আদর পূর্ণ স্বর জীবনে কখন শোনে নাই। তাহার হৃদয়ে কি যেন এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপজিত হইল। সে যুবকের বুকে মস্তক রাখিয়া চক্ষু নিমিলিত করিল। তখন যুবক তাহাকে নিজ শাল ঢাকা দিলেন, তাহার হস্ত পদ শীতে বরফের ন্যায় টাণ্ডা হইয়াছিল, তিনি সযতনে নিজ হস্ত দ্বারা তাহা ঘর্ষণ করিয়া উষ্ণ করিতে চেষ্টা পাইলেন। ততক্ষণে রমণী আসিয়াও দেখা দিল। সে যুবককে মহাসমাদর করিয়া নানা মিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা পাইল। কিন্তু যুবক তাহার কথায় একটীও উত্তর দিলেন না। সে যাইবামাত্র স্বয়ং উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

তিনি বালিকাকে অল্প পরিমাণ সুরা পান করাইলেন, তৎপরে অতি যত্নে তাহাকে আহার করাইলেন। তখন বালিকা বল পাইয়া উঠিয়া বসিল, বলিল, "আপনি খান।"

যুবক। আমি মদ খাই না।

বালিকা। তবে আনাইলেন কেন?

যুবক সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "তোমার মা নাই বলিলে না?"

বালিকা। মাকে আমি হয়ে পর্য্যন্ত দেখি নাই। শুনেছি আমি যখন ছেলে মানুষ, তখন তিনি মারা গিয়েছেন।

যুবক। তোমার বাবাকে কখন দেখেছ?

বালিকা মস্তক অবনত করিল, তৎপরে ধীরে ধীরে কহিল, "আমার বাপ নেই।"

যুবক অন্য কথা পাড়িলেন। বলিলেন, "তুমি এ বাড়ীতে কতদিন আছ?"

বালিকা। এই এক বৎ[illegible]

যুবক। আগে কোথায় [illegible]

বালিকা। সেই ও পাড়ায়।

যুবক। তোমার আর কোন বোন [illegible]?

বালিকা। না।

যুবক আর কোন কথা কহেন না দেখিয়া বালিকা বলিল, "আপনি খাবেন না?"

যুবক। আমি এই নিমন্ত্রণ খেয়ে আস্‌ছি।

বালিকা। তবে এত খাবার আন্‌তে বল্লেন কেন?

যুবক। কেন? তুমি কাল খেও।

এই বলিয়া যুবক উঠিলেন, বলিলেন, "আবার কাল আস্‌বো, আজ অনেক রাত হয়েছে। এই পাঁচটা টাকা নাও, তোমার মাকে দিও।"

পাঁচ টাকা এক সঙ্গে বালিকা কখন দেখে নাই, সে কি বলিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। যুবক বালিকার হাত ধরিয়া বলিলেন, "তোমার আর ভয় নাই, আমি রোজ আস্‌বো।"

এবারও বালিকা কোন কথা কহিল না। যুবক ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

তিনি বাটী হইতে বহির্গত হইতে না হইতে রমণী ছুটিয়া বালিকার নিকট আসিল; বলিল, "কি দিয়ে গেল?" বালিকা রমণীর হস্তে পাঁচটা টাকা দিল। পাঁচ টাকা দেখিয়া রমণীর মুখে হাসি ধরে না। সে বলিল, "বাবুকে খুব যত্ন করিছিস্ তো? এত শীঘ্র চলে গেল কেন?"

বালিকা। কাল আবার আস্‌বেন।

রমণী। বটে, বটে। বেশ, বেশ। দেখলি সাধে তোকে বকি?

বালিকা কোন উত্তর না দিয়া শয়ন করিল। কিন্তু তাহার নিদ্রা হইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বলা বাহুল্য যুবক বিজনকুমার। বাটী আসিয়া বিজন দেখিলেন বাটীতে ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছে; সুশীলা পীড়িতা হইয়া স্কুল হইতে বাটী আসিয়াছে; মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহার পীড়া বৃদ্ধি পাইতেছে। ভৃত্যগণের কেহ বা কোন চিকিৎসক ডাকিতে গিয়াছে, কেহ বা তাঁহার অনুসন্ধানে গিয়াছে।

প্রিয় ভগিনীর সঙ্কটাপন্ন পীড়া দেখিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে বিজনের মস্তিষ্ক হইতে বারবনিতা বালিকা বিদূরিত হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ রমণীরঞ্জন বাবুকে সংবাদ দিলেন। তৎপরে একজন ইংরাজ ডাক্তার আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন।

পর দিবস চিকিৎসকগণ পরামর্শ দিলেন, যদি সুশীলার প্রাণ রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে অনতিবিলম্বে তাহাকে নৌকায় করিয়া গঙ্গায় বেড়াইতে লইয়া যাউন। অন্ততঃ ১৫ দিবস জলের হাওয়ায় থাকিলে সুশীলার পীড়া আরোগ্য হইতে পারে।

বৃহৎ বজরা ভাড়া করা হইল। সুশীলাকে ও একজন চিকিৎসক লইয়া বিজন নৌকায় উঠিলেন। সেই দিনই তাঁহারা কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

বিজনের মা নাই, বাপ নাই, সংসারের এক মাত্র অবলম্বন সুশীলা। সুশীলাকে বিজন যেরূপ ভাল বাসিতেন, ভগিনীকে ভ্রাতা বোধ হয় এত ভাল কখনও বাসে না। সুশীলার প্রাণ রক্ষার জন্য বিজন নিজ প্রাণ অনায়াসে দিতে পারিতেন।

১৫ দিবসের জন্য কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন ভাবিয়া বিজন নৌকায় উঠিলেন; কিন্তু তিন মাসের মধ্যে তিনি কলিকাতায় ফিরিলেন না। যত দিন পর্য্যন্ত সুশীলা সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইল, ততদিন চিকিৎসকগণ তাঁহাকে ফিরিতে দিলেন না। তাঁহারা নৌকা যোগে কাশী পর্য্যন্ত গেলেন। কাশী উপস্থিত হইলে সুশীলা বৃন্দাবন দেখিতে চাহিল; তিনি তাহাকে রেল যোগে বৃন্দাবন, আগ্রা, দিল্লী, এলাহাবাদ দেখাইলেন। তৎপরে আবার নৌকা যোগে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তাঁহার হৃদয় হইতে মজ্‌লিস কি একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল? বিজন মজ্‌লিসকে ভুলেন নাই। যে দিন তিনি কলিকাতায় পৌছিলেন, সেই দিনই তিনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। "আজ আমার নিমন্ত্রণ আছে" বলিয়া তিনি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাটী হইতে বাহির হইলেন।

কিন্তু তাঁহার জানা উচিত ছিল, যদি মজ্‌লিসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ নির্ব্বন্ধ হইত; তাহা হইলে তিন মাস পূর্ব্বেই, পর দিবসেই, তাহার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত,—তাহা হইলে

সুশীলার পীড়া হইত না; তাঁহাকে কলিকাতা হইতে তিনমাস অনুপস্থিত থাকিতে হইত না।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরেই তিনি মজ্‌লিসের বাড়ীর দ্বারের নিকট আসিলেন; দুই চারি বার সেই বাড়ীর সম্মুখ দিয়া পদচারণ করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় তাহাকে দ্বারে দণ্ডায়মান দেখিবেন ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু দেখিলেন সে দ্বারে নাই—অন্য দুই একটী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে বা তাহাদের সম্মুখ দিয়া গৃহে প্রবিষ্ট হইতে তাঁহার বড়ই লজ্জা বোধ হইল। তিনি চারি পাঁচ বার চেষ্টা করিয়াও প্রবেশ করিতে পারিলেন না। এইরূপ পদচারণে প্রায় আটটা বাজিল। তখন তিনি একবার সাহসে ভর করিয়া দ্রুতপদে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রমণীগণ পথ ছাড়িয়া দিল।

মজ্‌লিস যে গৃহে থাকিত, তিনি সেই গৃহ বিস্মৃত হন নাই; তিনি সবেগে সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন; সে গৃহে মজ্‌লিস নাই। তথায় আর একটী স্ত্রীলোক ও কয়েকটা পুরুষ সুরাপান করিতেছে। তিনি এই দৃশ্য দেখিয়া লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইয়া স্তম্ভীত হইয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া রমণী তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে খুঁজ্‌ছেন"?

বিজন বলিলেন, "মজ্‌লিস্‌কে"।

রমণী। মজলিস্ বলে কেউ এ বাড়ীতে থাকে না।

এই সংবাদে বিজনের মস্তকে কে যেন গুরুতর আঘাত করিল, তিনি কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া পরে বলিলেন, "এই বাড়ীতে এই ঘরে সে থাকিত; একটী ছোট মেয়ে।

রমণী। আপনার কি ছোট মেয়ে না হলে পছন্দ হয় না?

বিজন লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "তা নয়, তার সঙ্গে আমার আলাপ ছিল ; সে কোথায় আছে, জানেন ?"

রমণী। না মশাই।

এই বলিয়া রমণী গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। তখন বিজন মহা বিপদে পড়িলেন। অপরিচিত স্থানে অন্ধকারে তিনি দণ্ডায়মান, বাটীর মধ্যে কাহারও সহিত তাঁহার আলাপ নাই,—তিনি কি করিবেন, কোথায় যাইবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এ বাটীর যদি কেহ মজলিসের সংবাদ তাঁহাকে না দেয়, তাহা হইলে তিনি আর কোথায় তাহার সন্ধান পাইবেন ? তিনি ব্যাকুলিত হইলেন। ক্ষুদ্র বালিকার মুখ তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল।

এই সময় আর এক প্রকোষ্ঠ হইতে আর একটী স্ত্রীলোক বাহির হইয়া অন্ধকারে তাঁহাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা" ?

বিজন সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, "আমি মজ্‌লিসকে খুঁজ্‌ছি।"

রমণী। মজ্‌লিস ত আর এ বাড়ীতে থাকে না মশাই।

বিজন। এখন কোথায় আছে বল্‌তে পারেন ? যদি আপনি তার সংবাদ দেন, তাহা হলে আমি আপনাকে একটা টাকা দিব।

টাকার নাম শুনিয়া রমণী বিজনের নিকটে আসিল ; বলিল, "প্রায় ছ মাস হল—তারা এখান থেকে উঠে গেছে। বোধহয় বাড়ীওয়ালি দিদি জানে"।

এই বলিয়া সে "বাড়ীওয়ালি দিদি, বাড়ীওয়ালি দিদি" বলিয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিল। তখন আর একটা রমণী বহির্গত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি গা"!

রমণী কহিল; "এই বাবুটী মজ্‌লিসদের খুঁজ্‌ছেন। তারা এখন কোথায় আছে জান দিদি?"

বাড়ীওয়ালী। তারা কি তা আমায় বলে গেছে।

রমণী। তবু তুমি শুননি কি আর?

বাড়ীওয়ালী। শুনিছি নাকি তারা কোথায় মেছোবাজারে আছে।

বিজন মজ্‌লিসের কোন সংবাদ পাইলেন না,—তবুও তিনি রমণীর হস্তে টাকাটী দিয়া বলিলেন, "যদি আপনি আমাকে তার খবর দিতে পারেন, তা হলে আমি আপনাকে পাঁচ টাকা দিব।"

রমণী। আপনি পরশু একবার আস্‌বেন, আমি চেষ্টা করে দেখ্‌বো।

বিজন হতাশ হৃদয়ে সে দিন বাড়ী ফিরিলেন।
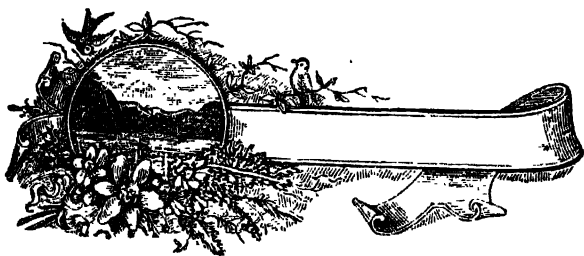
পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরদিবস বিজন নিজ প্রকোষ্ঠ মধ্যে বসিয়া পাঠ করিতেছেন; এমন সময়ে সুশীলা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "দাদা আজ বড় মজা হয়েছে।"

বিজন। কি মজা সুশীলা?

সুশীলা। সে তুমি বল্‌লে বিশ্বাস কর্‌বে না।

বিজন। বল্ না। এমন কি যে বিশ্বাস করবো না?

সুশীলা। আমাদের স্কুলে একটী মেয়ে ভিক্ষা কর্ত্তে এসেছিল।

বিজন উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, "তারপর?"

সুশীলা। সে বড় মজা!

এই বলিয়া সুশীলা হাসিয়া আকুলা। বিজন তাহার হাসিতে বিরক্ত হইলেন; বলিলেন, "কি হয়েছিল বল না?" না বলিস তো যা, থেগে যা। স্কুল থেকে এসে সুধু গোল কর্‌ছে।"

সুশীলা। তবে শুন্‌বে না দাদা ?

বিজন। বল্ না, আমি কি বল্‌তে বারণ কর্‌চি ?

সুশীলা। কই তুমি তো শুন্‌চ না।

বিজন। বল্‌লেই শুনি।

সুশীলা। সে ভারি মজা।

এই বলিয়া সুশীলা আবার হাসিয়া উঠিল এবং নিজ অঞ্চল দিয়া হাসি ঢাকিবার জন্য মুখে কাপড় দিল। বিজন কুপিত স্বরে বলিলেন, "সব সময় ছেলেমান্‌ষি !"

সুশীলা। দাদা বল্‌তে গেলে যে আমার হাসি পায়।

বিজন। তবে এখন থাক, অন্য সময় ব'লিস্।

সুশীলা। আমি স্কুলে যাবার আগে আমাদের স্কুলে আর একজন আমি এসেছিল।

বিজন। তারপর, তারপর ?

সুশীলা। আমি নই ; ঠিক আমার মত একজন। দাদা তুমি বল্‌লে বিশ্বাস কর্‌বে না, ঠিক আমার মত, তুমি দেখ্‌লে আশ্চর্য্য হতে।

বিজন। বল্‌না, তারপর ?

সুশীলা। সে ভিক্ষে কর্ত্তে এসেছিল। ছেঁড়া কাপড় চোপড় পরা, না হলে সকলে তাকে ঠিক আমি বলেই ঠাওরাত।

বিজন। আচ্ছা সুশীলা, তুমি কি তোমার কথা শিগ্‌গির শিগ্‌গির বল্‌তে পার না ?

সুশীলা। স্কুলের লোকেরা তাকে দেখে ভাব্‌লে আমি। কিছুতেই চেন্‌বার যো নেই। তারা তাকে সুশীলা বলে ডাক্‌লে ;

সে বল্‌লে, "আমি সুশীলা নই, সুশীলাকে আমি চিনিনে। আমি গরীব ভিকিরি।

বিজন। তারপর? তারপর?

সুশীলা। দাদা ওকি? তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? তুমি কি সেই মেয়েটাকে চেন?

বিজন। চিনি,—না,—তা ঠিক নয়; আমি তাকে দেখেছি বলে বোধ হয়। তারপর সে কোথায় গেল?

সুশীলা। তারা যখন তাকে নিয়ে গোল কর্‌ছে, সেই সময় আমি গেলেম। তারা একবার আমার দিকে চায়, আর একবার তার দিকে চায়। সে ভারি মজা। এই বলিয়া সুশীলা আবার হাসিয়া উঠিল। এবারও বিজন বিরক্ত হইলেন, বলিলেন, "সে কোথায় গেল? আমাকে শিগ্‌গির করে বল না সে কোথায় গেল।"

সুশীলা। তাকে দেখে আমার কেমন মায়া হল। আমি হাত ধরে তাকে আমার পাশে বসালেম। তার নাম জিজ্ঞাসা কর্‌লমে।

বিজন। সে কি বল্লে—কি বল্লে?

সুশীলা। সে কিছুতেই তার নাম বল্লে না। তার মা বাপ আছে কি না জিজ্ঞাসা কর্‌লেম, বল্লে তার বাপ মা নেই। দাদা মেয়েটা বড় দুঃখী।

বিজন। সে কোথায় গেল, তাই বল্‌না?

সুশীলা। সে বাড়ী গেল, আর কোথায় যাবে?

বিজন। তার বাড়ী কোথায়?

সুশীলা। ঐ যা!

বিজন। কি রে?

সুশীলা। তাতো আমি জিজ্ঞাসা করি নি।

বিজন আজ প্রথম ভগিনীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন; বলিলেন, "তুই ভয়ানক গাধা তা আমি জান্‌তেম না।" দাদার নিকট ভৎ-সিত হইয়া সুশীলার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইল, সে বলিল, "আমি কি জান্‌তেম যে তুমি তাকে চেন, আর তুমি তার জন্য এত ব্যস্ত হবে?"

বিজন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া সুশীলা ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট হইতে পলায়নের উদ্যম করিল। কিন্তু বিজন সত্বর তাহার হাত ধরিলেন; বলিলেন, "তারপর?"

সুশীলা। কিসের পর?

বিজন। না তুই ভারি গাধা। সেই যে তারপর সে কোথায় গেল?

সুশীলা। তা দাদা, আমি কেমন করে জান্‌ব? আমরা একটা টাকা স্কুল থেকে তুলে দিলাম, সেই টাকা নিয়ে সে চলে গেল।

বিজন আর কোন কথা কহিলেন না; সুশীলাও তথা হইতে পলাইল।
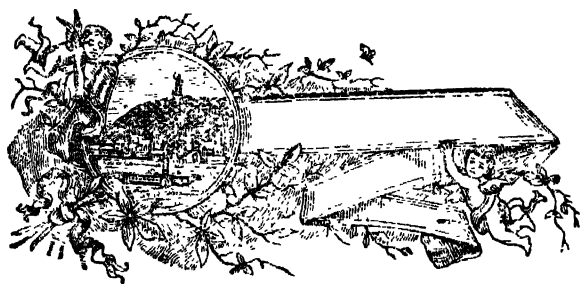
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিজন বিষয়ের লোভে প্রলোভিত হয়েন নাই। তাঁহার ব্যয় অল্প ছিল, তাঁহার অভাব কিছুই ছিল না। তাঁহার বাবুগিরি নাই, গাড়ী ঘোড়া নাই, বাড়ী বাগান নাই, অতি সামান্য গৃহস্থের ন্যায় তিনি বাস করিতেন। তাঁহার বন্ধু বান্ধব কেহ ছিল না বলিলেই হয়। তিনি কদাচিৎ বাটী হইতে বহির্গত হইতেন, সর্ব্বদাই বই লইয়া পড়া শুনা করিতেন; সুতরাং অর্থের প্রয়াসী তিনি নহেন।

তবে সেই বালিকার সেই মলিনতা-মাখা মুখখানি দেখা পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয়ে শান্তি নাই;—কি যেন তাঁহার হয় নাই, কি যেন তাঁহার করিতে আছে, কি যেন না করিলে তাঁহার হৃদয় ফাঁকা ফাঁকা বোধ হয়। এতদিন তিনি নিশ্চিন্ত বসিয়াছিলেন, এতদিন তিনি পড়া শুনাকেই জীবনের একমাত্র কার্য্য বলিয়া জানিতেন,—সেইদিন হইতে তাঁহার যেন কি এক গুরুতর

কার্য্য করিতে আছে বলিয়া বোধ হইতেছে। এতদিন যে তিনি সেই কার্য্য কেন করেন নাই, তাহা তিনি ভাবিয়া পান না। তাঁহার প্রশান্ত হৃদয়ে এ ঝড় কোথা হইতে উঠিল? তাঁহার চির প্রফুল্লিত হৃদয়ে এ যন্ত্রণা কোথা হইতে আসিল?

কিন্তু এ সংসারে কিছু করিতে চাহিলেই যদি করা যাইত, তাহা হইলে সংসারে অর্দ্ধেক দুঃখ কষ্ট একেবারেই থাকিত না। বিজন যাহা করিবেন ভাবিলেন, তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। মজলিসের সহিত দেখা করিবেন ভাবিয়াছিলেন কিন্তু তাহা পারিলেন না—তাঁহাকে কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি তাহার অনুসন্ধান করিবেন ভাবিয়াছিলেন তাহাও করিতে পারিলেন না। এইরূপে তিনি যাহা করিতে চাহেন, প্রতিপদে তাহাতে প্রতিবন্ধক পড়ে। তিনি যে কি করিবেন তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

তাঁহার আদরের পুস্তকগুলি হতাদর হইতে লাগিল। পূর্ব্বে তিনি কদাচিৎ বাড়ীর বাহির হইতেন। এক্ষণে তিনি অষ্টপ্রহরই বাড়ীর বাহিরে। সকাল সকাল দুটী আহার করিয়া বাহির হইয়া যান, কোন দিন সন্ধার পূর্ব্বে বাটী ফিরিয়া আসিয়া আবার বাহির হন; কোন দিন বা সন্ধ্যার সময় একেবারে বাটী আইসেন না। কোন দিনই রাত্রি ১২ টা ১ টার পূর্ব্বে বাড়ী প্রত্যাগমন করেন না। তাঁহার কার্য্যকলাপের পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহার ভৃত্যেরা ভাবিল তাঁহার চরিত্রেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সুশীলাও ভাবিতে লাগিল, "দাদা কোথা যান, আর এত রাত্রেই বা আসেন কেন?" সে একদিন দাদাকে বলিল, "তুমি এত রাত করে এস কেন, আমার যে ভয় করে।"

বিজন। ভয় কি সুশীলা, এত লোকজন রয়েছে। তোমার ঝিমা আছেন।

সুশীলা। আমার জন্যে কি বলি? তোমার জন্যে বলি। অত রাত জাগ্‌লে যে তোমার অসুখ হবে।

বিজন। পাগল আর কি। আমি কি কোন রকম অত্যাচার করি?

সুশীলা মনে করিয়াছিল যে অনুরোধ করিয়া দাদাকে রাত্রি জাগরণ বন্ধ করিবে, কিন্তু তাহা হইল না। বিজন সে দিগ দিয়াও গেলেন না, অগত্যা ক্ষুদ্র সুশীলা হার মানিল, সে কি করিতে পারে?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

একদিন রাত্রি ১১টার সময় একটী সন্ন্যাসী নারকেল ডাঙ্গার পথ দিয়া আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে একটা পোড়ো বাটীর রোয়াকের উপর একটা বালিকা নিদ্রা যাইতেছিল।

জ্যোৎস্নালোক। সেই আলোকে সহসা সন্ন্যাসীর দৃষ্টি সেই বালিকার মুখের প্রতি পড়িল। তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। বালিকার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমি যাকে দেশদেশান্তর খুঁজিয়া আসিতেছি সে নিকটে থাকায়ও আমি তাহাকে পাইতেছিলাম না।" এই বলিয়া, তিনি বালিকার মুখের প্রতি বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তাহার মস্তক ধরিয়া নাড়া দিলেন। সে চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিল, দুই হস্তে চক্ষু ডলিতে লাগিল। তখন সন্ন্যাসী তাহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "এস"। বালিকা বলিল, "আমি ভিকিরী"। সন্ন্যাসী বলিলেন "তাহা আমি জানি। আর তোমার কোন কষ্ট থাকবে না, আমি তোমাকে যার নিকট রাখ্‌ব, তিনি তোমায় খুব ভাল-

বাস্‌বেন, যত্নে রাখ্‌বেন” “এস”। বালিকা মন্ত্রমুগ্ধ হরিণীর ন্যায় সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

তখন সন্ন্যাসী সেই বালিকাকে সিমলায় একটী বাটীর নিকট লইয়া আসিলেন ও সেই বাড়ীর কড়া সজোরে নাড়িতে লাগিলেন।

তখন কে ভিতর হইতে বলিল, “এঁত রাঁত্রে কে মঁর্‌তে আঁসে? যঁত লোঁকের এঁই ভাঁগাড়ে মঁরণ; জ্বাঁলাতন কঁরলে”। আর একজন বল্‌লে, “তা—ত—দে—দে—খা—যা—যা—যা—গ—কে। কে—হে—বা—বা—পু—তু—তু—তু—মি—হে? এ—এ—ত—রা—রা—ত্রে—এ—এ—সে—জ্বা—জ্বা—লা—লা—ত—ত—ন—ক—ক—র—র—হে।”

তখন বাহির হইতে সন্ন্যাসী বলিলেন, “ওহে পিতাম্বর, দরজা খোল—আমি।” তখন পিতাম্বর বলিল, “গু—গু—র—রু—জী—আ—আ—প প নি।” এই বলিয়া সে সত্বর দরজা খুলিতে উঠিল। তখন অপরে কহিল, “চোঁর, চোঁর; এঁত রাঁত্রে গুঁরুজী আঁসে নাঁ। সঁব মেঁরে খুঁন কঁরে নিঁয়ে যাঁবে।”

তখন সন্ন্যাসী আবার বলিলেন, “না কালঝি—আমি, আমি।” তখন পিতাম্বর আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

সন্ন্যাসী বাড়ীর ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া বলিলেন, “গজাননকে ডাক। বিশেষ দরকার আছে”। পিতাম্বর বলিল, “তা—তা—এ—এ—খ—খ—নি—নি—ডা—ডা—ক—ক—ছি, তি—তি নি—নি—ঘু—ঘু—মু—মু—ছে—ছে—ন। তি—তি—নি—নি—ঘু—ঘু—মু—মু—লে—স—স—হ—হ—জে—তো—তো তো—উ—উ—ঠে—ঠে—ন—না—তা—তা—তো—আ—আ—প—প—নি—জা—জা—নে—নে—ন”।

এই বলিয়া পিতাম্বর গজানন বাবুকে ডাকিতে গেল। এই সময় কালঝী আসিয়া বালিকাকে দেখিয়া বলিল, "মেঁয়েটী তোঁ বেঁশ, এঁটী কেঁ"?

সন্ন্যাসী বলিলেন, "এটী তোমারি মেয়ে।" "কালঝি বলিল, "অঁা আঁমার পোঁড়া কঁপাল, আঁমার কিঁ তেঁমন ভাঁগ্‌গী হঁবে।"

এই সময় পার্শ্ববর্ত্তি গৃহ হইতে অত্যাশ্চর্য্য ভয়ানক হাইয়ের শব্দ উঠিল। গজানন বাবু চক্ষু উন্মিলন করিয়া বলিলেন, "কে রে বেটা"। পিতাম্বর বলিল, "গু—গু—রু—রু—জী—এ—এ—সে—সে—ছে"। গজানন বাবু বলিলেন, "কে বেটা সিধে করে ঠেলে তুলে বসিয়ে দে। ডাক গুরুজীকে। এখানে পাঠিয়ে দে। একে রাত্রি তাতে গজানন। আমি কি বেটা উঠে যেতে পারি?"

পিতাম্বরকে আর গুরুজীকে ডাকিতে হইল না, তিনি স্বয়ং বালিকাকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গজানন বাবু বলিলেন, "গুরুজী, প্রণাম হই। এত রাত্রে কি আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে পদার্পণ"? গুরুজী বলিলেন, "এই মেয়েটাকে তোমার লালন পালন কর্ত্তে হবে, যত দিন না আমি একে ফেরত চাই, ততদিন তুমি একে তোমার নিকট রাখিবে; এর জন্যে যা খরচা পড়বে, তা আমি দিব।" "কি!" বলিয়া গজানন এরূপ ভাবে ও এরূপ শব্দে এই কথা বলিয়া বালিকার দিকে চাহিলেন যে বালিকা তাঁহার দিকে ব্যাকুল নেত্রে চাহিয়া রহিল। তখন সন্ন্যাসী বলিলেন, "রাজী আছ?" "ব্যাপার খানা কি?" বলিয়া গজানন বাবু সেইরূপ ভাবে বসিয়া

রহিলেন। তখন সন্ন্যাসী আবার বলিলেন, "তোমাকে এই বালিকাকে রাখ্‌তে হবে।" "তবে থাক্"। এই বলিয়া গজানন বাবু আদরে তাহার হাত ধরিয়া নিকটে বসাইলেন, বলিলেন, "আজ থেকে আমি তোমার ঠাকুর দাদা,—দাদা বাবু।"

সন্ন্যাসী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া দ্বারের নিকট আসিয়া কালঝিকে বলিলেন, "কালঝি, তুমি মেয়েটীকে বিশেষ যত্নে রেখো।" কালঝি বলিল, "তাঁ বলতে হবে না।" পিতাম্বর বলিল, "তা—তা—আ—আ—প—প—না না—র—আ—আ—শী—শী—র্ব্বা—র্ব্বা—দ।

সন্ন্যাসী বাহির হইয়া গেলে দ্বার রুদ্ধ করিয়া উভয়ে গজানন বাবুর নিকট আসিল। দেখিল, বালিকার দুই চক্ষু দিয়া অবিরলধারে জল পড়িতেছে। গজানন বাবু তাহাকে নানারূপে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। অবশেষে তিনি তাহাকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আমি ভিকিরী। আমার নাম মজ্‌লিস্"। "মজ্‌লিস"! এই কথা গজানন বাবু এরূপ শব্দে বলিলেন, যে পিতাম্বর ও কাল ঝী উভয়েই লাফাইয়া উঠিল। তখন গজানন বাবু বলিলেন, "কালঝি ও পিতাম্বরে আমার মজ্‌লিস পুরো; আর মজ্‌লিসে দরকার নাই। তোমার চক্ষে অনেক জল, তাই আজ থেকে তোমার নাম হইল "সলিলা" এই বলিয়া তিনি কালঝিকে তাহাকে কিছু আহার করাইয়া, পাশের ঘরে তাহার বিছানা করিয়া দিতে বলিলেন। কালঝি সলিলাকে লইয়া অন্য গৃহে গেল।

তখন গজানন বাবু হা হা শব্দে এরূপ বিকট হাস্য করিয়া

উঠিলেন, যে রাজপথে পাহারাওলা "কেয়া হায় রে" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। তখন তিনি বলিলেন, "শালা আমাকে পেড়োর মোষ পেয়েছে। যা শালা হরুনের কাছে যা, এখানে বাবা কিছু হচ্ছে না। যা হোক, বেটা অন্য কোন মদমাইসের হাতে মেয়েটাকে না দিয়ে, আমার কাছে রেখে গেছে, খুব ভালই হয়েছে। শালার কিছু না কিছু বদমতলব আছেই আছে।" এই বলিয়া গজানন বাবু শয্যাশাই হইলেন; তৎপরমুহূর্ত্তেই তাঁহার ভয়াবহ নাসিকা গর্জ্জন শ্রুত হইতে লাগিল।
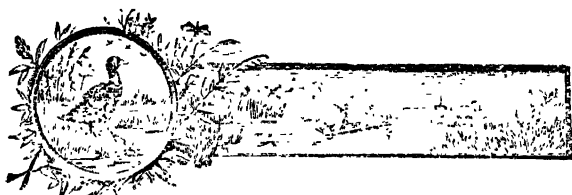
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গজানন বাবুর পরিচয় পাঠকগণ ক্রমেই পাইবেন। তবে আমরা জানি তাঁহার কলিকাতায় সিমলায় একটা নিজের বাড়ী আছে। বোধহয় হাতে কিছু টাকা কড়িও আছে। তাঁহার স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন কখন ছিল কিনা তাহাও কেহ জানে না। বহু-কাল হইতে কালঝি ও পিতাম্বর তাঁহার বাড়ীতে আছে। কালঝি ও পিতাম্বর পল্লি গ্রাম হইতে আসিয়া তাঁহার বাড়ীতে আশ্রয় লয়। কালঝির কিছু টাকা ছিল, কালঝি কায়স্থের মেয়ে, পিতাম্বর তাহার স্বামী; তাহারা এইরূপ পরিচয় দিয়াছিল, সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন। তবে ভাব গতিকে গজানন বাবু বুঝিয়া ছিলেন যে, পিতাম্বর কালঝির ঠিক স্বামী নহে। সেই পর্য্যন্ত কালঝি গজানন বাবুর ঝি ও রাঁধুনি, পিতাম্বর তাঁহার চাকর, সরকার, দরওয়ান প্রভৃতি সকলই।

গজানন বাবুকে চিনিত না এরূপ লোক কলিকাতায় কেহই ছিল না। অধিকাংশ লোকের সহিত তাঁহার আলাপ। বিশে-

যত তাঁহার পল্লীস্থ বড়লোক হরেন্দ্র বাবুর সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

হরেন্দ্র বাবু এক সময়ে বিশেষ ধনীষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু এক্ষণে বাবুগীরিতে বহু অর্থ নষ্ট করিয়াছেন। সকলেই বলে তাঁহার আর কিছুই নাই, কিন্তু তাঁহার বাবুগীরি কমে নাই, সমান জাক জমকে আমোদ প্রমোদ চলিতেছে।

গজানন বাবুর বয়স ষাট বৎসরের কম নহে। কিন্তু তিনি তাঁহার বয়স জিজ্ঞাসা করিলে, সকলকেই বলিতেন ৩২ বৎসরে পড়িয়াছেন। এই বৃদ্ধ বয়সে গজানন বাবুর প্রেমের উদয় হইয়াছিল। তিনি একদিন পল্লীতে কোন এক সুন্দরীকে ছাদে বেড়াইতে দেখিয়া, তাহাকে ভাল বাসিয়া ছিলেন। তিনি এ কথা গোপন রাখেন নাই। হরেন্দ্র বাবু প্রভৃতি সকলকেই বলিয়া ছিলেন। তাঁহারা সকলেই এ বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত কৌতুক করিতেন। হরেন্দ্র বাবু তাহাকে এক দিবস মিছামিছি বলিয়াছিলেন, "ওহে গজানন, আমি অনেক খুঁজে তার নাম জান্‌তে পেরেছি। তার নাম লবঙ্গলতা।" গজানন বাবুও তাহা বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্ব দিবসের যে ঘটনা উল্লেখ করিয়াছি তাহার পর দিবস প্রাতে গজাননবাবু তাঁহার বাটীর রোয়াকের উপর বসিয়া, গড়গড়াতে তামাক সেবন করিতেছিলেন। তিনি পিতাম্বরকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ পিতাম্বর, ঐ মেয়েটাকে যদি কেউ দেখতে পায়, তা হলে তোমার হাড় এক ঠাঁই, আর মাস এক ঠাঁই কর্ব্বো।" পিতাম্বর বলিল, "তা—তা—তা—বা—বা—বা বু—বা—খা—বা—র—র—ন—ক—ক—র—ছে—ন। কে—

কে—ন, আ— আ—প—প—প—না—না—র—ক—ক—থা—ক—ক—বে—অ—অ—ন্য—ন্য—থা—হ—হ—য়ে—য়ে—ছে।” পিতাম্বর গৃহে প্রবিষ্ট হইলে গজানন বাবু এক ব্যক্তিকে দেখিয়া অত্যদ্ভুত স্বরে, “নমস্কার, নমস্কার” বলিয়া উঠিলেন। তিনি স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তখন গজানন বাবু বলিলেন, “আসুন, আসুন; বিজন বাবু, বসুন, অনেক দিন দেখা হয় নাই, তারপর এখন আছেন কেমন।” বিজন বাবু বলিলেন, “এখন একটু বিশেষ ব্যাস্ত আছি। অন্য আর এক দিন আস্‌বো।” এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি যাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিতেছিলেন; তিনি জানিতেন না যে, সে তাঁহার নিকটেই আছে। তিনি তাহাকেই নিকটে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।
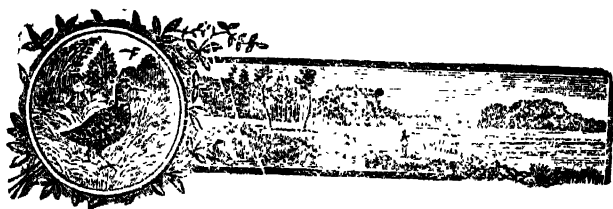
নবম পরিচ্ছেদ।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাকপিয়ন গজানন বাবুর হস্তে এক খানি পত্র দিয়া গেল। পত্র খুলিয়া পড়িয়া গজানন বাবু এরূপ বিকট অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন যে, পিতাম্বর ছুটিয়া বাহিরে আসিল, কিন্তু গজানন বাবুর ধমক্ খাইয়া তৎক্ষণাৎ আবার ভিতরে গেল। তখন গজানন বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কি আমোদ, আমার প্রাণ যে আমোদে আট খানা হয়ে পড়্‌লো।— আমার পেটের ভিতর হাসির যে ঢেউ খেলতে আরম্ভ করেছে। আর একটু আমোদ হলে আমি নিশ্চয়ই পানচাল হব।" এই বলিয়া গজানন বাবু নিজের ভুঁড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "তবে কে বলে গজানন রসিক নহে। ভোলে, ভোলে মেয়ে মানুষ ভোলে,—গজাননকে দেখে ভোলে। হরেন ছোঁড়া একবার এসে দেখুক। ছোড়া মনে করে তাঁর জন্যেই দুনিয়ার মেয়েমানুষ পাগল। ওরে গাধা, সে তোর রূপে নয়—তোর টাকায়—টাকার জন্যে। একবার চিঠিখানা পড়ে দেখুক,

তখন হাঁ করে থাকবে। বোড়া সাপের মতন হাঁ (মুখব্যাদন করিয়া) করে থাকবে। এ যে কেউ কেটা মেয়ে মানুষ নয়, কুলবধূ—পরম রূপবতী—বাঙ্গালা দেশের সেরা। লবঙ্গলতা, লবঙ্গলতা।”

এই সময় তথায় হরেন্দ্র বাবু আসিলেন, বলিলেন, “কি হে গজানন, এত হাসি কেন?”

গজানন। হাসির মতন হলে অনেক শালাই হাসে।

হরেন। কেন! কি হয়েছে, বলই না ছাই?

“এই দেখ্‌গে যা, সাত পুরুষে এমন হবে না, জুটবে না— ঘটবে না,” এই বলিয়া গজানন বাবু হরেন্দ্র বাবুর দিকে সেই চিঠিখানা ফেলিয়া দিলেন।

হরেন্দ্র। কার চিঠি হে, এ যে লবঙ্গলতার হাতের লেখা দেখছি, লবঙ্গতার চিঠি তোমার হাতে কেন?

গজানন। কেন বল দেখি বাপু—আমি কি মানুষ নই। আমাকে কি মেয়েমানুষে ভালবাস্‌তে নেই? তোমরা কি মনে কর মেয়ে মানুষ সব তোমাদেরি একচেটে? ওহে বাপু— টেরি কাটলে, ল্যাবেণ্ডার মাখলেই যদি মেয়ে মানুষ ভাল বাসতো, তবে আর কোনই দুঃখ ছিল না। তোমরা আমার ভুঁড়ি দেখে হাস, তোমরা আমার পাকা চুল দেখে ঠাট্টা কর, কিন্তু অনেকে তা করে না।”

হরেন্দ্র। চিঠিখানা পড়েই দেখি।

গজানন। কে বারণ করে। তোর জীবনে এমন এক খানাও পাস্‌নি—এ জীবনে পাবিও না।

হরেন্দ্র বাবু চিঠি খুলিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন,

"প্রিয়তম প্রাণেশ্বর, প্রাণকান্ত, জীবনের জীবন গজানন! লিখিতে লজ্জা করে, কিন্তু না লিখিলেও নয়! প্রাণের আগুন চাপিয়া রাখিলে, প্রাণ যে পুড়ে ছাই হয়। নাথ আর কি স্পষ্ট করে বল্‌তে হবে?—তোমায় আমি ভালবাসি, তোমার জন্যে আমি পাগল। যদি নারী হত্যা কর্ত্তে না চাও, তবে কাল সন্ধ্যার পর হরিহর বাবুর পোড়ো বাড়ীতে আমার সঙ্গে দেখা করিও। ইতি—

তোমার জন্য পাগলিনী,

লবঙ্গলতা।

গজানন। পড়্‌লি,—দেখ্‌লি।

হরেন্দ্র। তাই তো।

"হা হা শব্দে গজানন বাবু বিকট হাস্য করিয়া বলিলেন, "ভোলে—রস থাকলে অনেক শালীই ভোলে। আমোদে আমার প্রাণ উথলে উঠছে, আহ্লাদে একটু নাচি।" এই বলিয়া গজানন বাবু উঠিয়া নৃত্য করিবার উদ্যম করিলেন।

হরেন্দ্র। এ নৃত্যটা প্রণয়নীর সম্মুখে হলে ভাল হয় না।

গজানন। ঠাট্টা, ঠাট্টা? বটে, বটে! ওরে তোর চখে যা বিষ—আর এক জনের চখে তাই সোণা। এই যে বাপের অগাধ বিষয় আছে, এই যে রোজ এত খরচ করিস।—লবঙ্গলতার মত মেয়ে মানুষ কটা তোর জুটেছে।

হরেন্দ্র। তুমি প্রকৃতই ভাগ্যবান।

গজানন। গুণ থাকা চাই—রস্ থাকা চাই। রসেই মেয়ে মানুষ ভোলে।

হরেন্দ্র! তোমার কাছে এখন থেকে আমার অনেক শিখতে হবে।

গজানন। এতক্ষণে পথে এস। এখনও যাদু গজাননকে চিনলে না, এই দুঃখ! এ ভূঁড়ী সাধারণ ভূঁড়ী নয়।

হরেন্দ্র। তার পর কাল যাচ্ছ?

গজানন। যাব না কেন? তোমাকে মোক্তার নামা দিয়ে পাঠাতে হবে নাকি?

হরেন্দ্র। সঙ্গে না হয় নিও।

গজানন। দেখা যাবে। এ সববিষয়ে অনেক বিবেচনা কর্ত্তে হয়—চল্লেম।

হরেন্দ্র। এত ব্যাস্ত কেন। কেন—কোথায়?

গজানন হুঁ, হুঁ, তোদের এসব কায়দা কারণ জান্‌তে এখন ঢের দেরি আছে। এই বলিয়া গজানন বাবু বেগে সত্বর গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

তখন হরেন্দ্র বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বেটা ঠিক জালে পড়েছে। শালা মনে করে ভারি চালাক। কি মজাই হবে। এই যে এদিকটাও দেখা যাক। এই সময় কালঝি দ্বার রুদ্ধ করতে আসিল; তাহাকে দেখিয়া হরেন্দ্র বাবু বলিলেন "কালঝি ভাল আছ তো গা? তুমি আছ বলেই গজানন বাবুর বাড়ী যা সময়ে সময়ে একটু তামাক টামাক পাওয়া যায়।

ঝি। সেঁ কিঁ বাঁবু আঁপনি হঁলেন বঁড় লোঁক। আঁমি তাঁমাক আঁনি।

হরেন্দ্র। না তোমাকে তামাকের জন্য আর ব্যস্ত হতে হবে না। সে কথাটার কি হল?

ঝি। বাঁবুর যেঁমন কঁথা। আঁমার কিঁ আঁর সেঁ বঁয়স আঁছে?

হরেন্দ্র। নিজের বয়স কি কেউ আর নিজে বুঝতে পারে। সে তোমার জন্ম পাগল হয়েছে। আমার বিশেষ বন্ধু; তাই তার হয়ে দুটো কথা বলি।

ঝি। তাঁওকি ইঁর বাঁবু?

হরেন্দ্র। হবেনা কেন, আচ্ছা আমার একটা কথা না হয় রাখ। তার সঙ্গে একবার দেখা কর।

ঝি। কোঁথায়?

হরেন্দ্র। সে একটা জায়গা ঠিক কল্লেই হতে পারে। এই মনে করনা কেন হরিহর বাবুর পোড়া বাড়ীতে দেখা করতে পারো।

ঝি। নাঁ বাঁবু, ওঁ সঁব আঁমাকে বঁল্‌বেন নাঁ।

হরেন্দ্র। দশটা টাকা দেব বলিয়াছিলাম, এই নাও কুড়িটে টাকা নাও। তারপর কানাই বাবু সোণা দানায় তোমায় ডুবিয়ে রাখ্‌বে। কালঝি টাকা কয়টী হাতে লইয়া মনে মনে বলিল, "তাঁ, আঁমার বঁয়স ওঁ বঁড় বেঁশি তাঁও নঁয়, এঁখনও আঁমার কাঁচা বঁয়স আঁছে বঁলতে হঁবে। তাঁ নাঁ হঁলে লোঁকে আঁমার জঁন্যে পাঁগল হঁবে কেন? প্রকাশ্যে বলিল, বাঁবু আঁমি যাই, বাবু যেঁন এঁসব কঁথা না শুঁন্‌তে পান।

হরেন্দ্র। তুমি কি আমায় পাগল ঠাউরিয়েছ।

কাল ঝি প্রস্থান করিলে হরেন্দ্র বাবুর দক্ষিণ হস্ত কানাই বাবু তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "কি হরেন এত আমোদ কিসের?"

হরেন্দ্র। খুব মজা হয়েছে।

কানাই। কি হে বলই না?

হরেন্দ্র। এখন না। সব দেখতেই পাবে। গজাননভায়াকে কিছু শিক্ষা দেবার বন্দোবস্ত হয়েছে।

কানাই। ওর ও রকম কিছু হওয়া বড়ই দরকার হয়ে পড়েছে। এই বলিয়া উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

দুই প্রহরের সময় কালঝি ও গজানন বাবুতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল।

গজানন। আমার লক্ষীটী ;—আজ আর ৫৲ টাকা দাও, কাল তোমার সব টাকা কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দেব।

ঝি। আঁবার টাঁকা। তোঁমার আঁক্কেল কিঁ গা? এঁই এঁক টাঁকা, দুঁ টাঁকা কঁরে আঁমার ২৫ গঁণ্ডা টাঁকা নিঁলে, এঁক পঁয়সা দেঁবার নাঁম গঁন্ধ নেঁই।

গজানন। 'ওরে পাগলী, আর ভয় নেই। আমার এই যে কপাল এত দিন পাথর চাপা ছিল, এখন সেই পাথর বিধাতা সরিয়ে নিয়েছেন। লবঙ্গলতা আমাকে প্রেম-লিপি লিখেছে। জানিস্ তো হাবী তার কত টাকা।

ঝি। টাঁকা পাইলেও তোঁ তুঁমি আঁমায় এঁটা সেঁটা কঁরে

ভুঁলাতে চাঁও।—নাঁ আঁমি আঁর তোঁমার কঁথা শুঁনিনে, আঁমার টাঁকা নিঁয়ে এঁস।

গজানন বাবু এই কথা শুনিয়া হা হা শব্দে হাসিয়া উঠিলেন।

ঝি। আঁবার দাঁত বাঁর করে হাঁস। আঁমি গঁরিব লোঁক, আঁমার সঁমস্তগুঁলি টাঁকা নিঁয়ে ঐ মোঁটা পেঁটের ভিঁতর পুঁরেছো। তাঁতে এঁকটা টাঁকা দেঁবার নাঁম নেঁই; চাঁইলে আঁবার হাঁসি। ভাঁল চাঁও তোঁ টাঁকা দাঁও।

গজানন। তোকে কত বোঝাব রে হাবি, বল্লেম আজ পাঁচটা টাকা ধার দে, কাল সুদে আসলে কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দেব।

ঝি। আঁর আঁমি তোঁমার কঁথায় ভুঁলিনে।

গজানন। বটে তোমার দিন দিন বড়ই অস্পর্দ্ধা বাড়্‌ছে। আমি কে জানিস্‌।

ঝি। তুঁমি মোঁটা মাঁংসের ঢিঁপি, ভাঁল চাঁও তোঁ টাঁকা দাঁও বঁলছি।

গজানন। আমি তোর মনিব, তুই কি বলে আমার সঙ্গে এমনি করে কথা কস্‌?

ঝি। তুঁমি আঁমার মাঁনব! এঁই এঁক বঁৎসর ধঁরে এঁক পঁয়সা মাঁইনে দেঁবার নাঁম নেঁই। তাঁর উঁপর ২৫ গঁণ্ডা টাঁকা ধাঁর নিঁয়েছেন, তাঁর এঁক পঁয়সা দেঁবার নাঁম নেঁই—উঁনি মঁনিব। অঁনেক দিঁন থেঁকে রঁয়েছি, তাঁই মাঁয়া বঁসে গেঁছে, তাঁ নাঁ হঁলে আঁমার চাঁকরির ভাঁবনা কিঁ?

গজানন। যাক্‌—ঝগড়া আপোসে মিটিয়ে নাও, এখন

লক্ষীটীর মত পাঁচটা টাকা আন দেখি। দেখ পাগলামি কর না। এই পাঁচ টাকা দিলে, কাল সুদ শুদ্ধ সমস্ত টাকা পাবে; আর লবঙ্গলতাকে বলে তোমার সোণার অনন্ত তয়েরি করে দিব। আজ এ পাঁচ টাকা না হলে নয়। তার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে হবে, কাপড় চোপড় না কিনলে কেমন করে হয়। তুমি তো সব বোঝ—যাও—লক্ষীটী আমার।

ঝি। হাঁ, তুঁমি আঁমার সঁব টাঁকা শোঁধ কঁরে দেঁবে। এঁনে দিঁ, যাঁ তোঁমার ধঁম্মে হঁয় কঁর। এই বলিয়া কালঝি অন্যত্র প্রস্থান করিল। তখন গজানন বাবু উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, "কে বলে গজানন রসিক নয়। গজাননের আর কোন্ গুণ থাক্ আর না থাক্ মেয়ে মানুষ ভোলাতে পারে। তার সাক্ষী কালঝি। এ আবার কোন্ শালা আস্‌ছে? এক বেটা তাগিদ্-দার যে। সংসারে তাগিদ্‌দার না থাক্‌তো! টেঁকে একটা কাণা কড়িও নেই, আর এই সকাল থেকে সাড়ে বাহান্ন জন তাগিদ্‌দার এল। এ বেটাকে কি বলে জবাব দিই।

তাগিদ্‌দারের ভয়ে গজানন বাবুর দরজা সর্ব্বদাই বন্ধ থাকিত, আজ দুর্ভাগ্য বশতঃ খোলা থাকায় একজন আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বলিল, "গজানন বাবু আমাদের বিষয়টা কি কল্লেন? দেখুন প্রায় এক বৎসর হয়ে গেল।"

গজানন। তোমাদের দোকানে আজ কাল খুব বিক্রি হচ্ছে? তা বেশ বেশ।

তাগিদ্। সে কথা বলবার জন্যে আমি আসিনি। আমা-দের টাকা কটা দিন।

গজানন। হরেন বাবু মহারাজ লোক, মস্ত জমিদারের

ছেলে, বিষয় অগাদ, তোমাদের দোকান থেকে জিনিস পত্র নেবেন বই কি!

তাগিদ। হরেন বাবুর কথা বলছি না। টাকা কটা দেবেন কি? না দেন, তাও বলুন। আমরা পারি টাকা আদায় কর্‌বো।

গজানন। হাঁ, আজ কাল নেবু বাজারে খুব সস্তা। কিন্তু আমার খাবার যো নেই। এই কাণে কি রোগ হয়েছে, একটু কম শুনতে পাই, অনেক বড় বড় সাহেব ডাক্তার দেখ্‌ছে।

তাগিদ। এখন আমাদের টাকার কি কর্‌বেন বলুন?

গজানন। হাঁ, তাদের অনেক টাকা ভিজিট দিতে হচ্ছে। তাগিদ্‌দার ইহাতে অতিশয় বিরক্ত হইয়া কাণের নিকট যাইয়া উচ্চৈস্বরে বলিল, "আমাদের টাকার কি কল্লেন? কবে দেবেন,—না দেন তো আমরা নালিশ কর্‌বো।"

গজানন। ও বাবা! তুমি ভূত না দানব, পাহারাওয়ালা, পাহারাওয়ালা। "মশাই টাকা আর থাক্‌বে না" এই বলিয়া সে ক্রোধে বাহির হইয়া গেল।
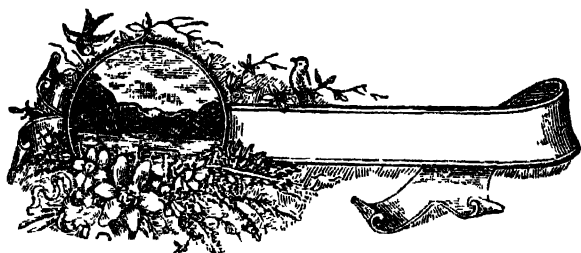
একাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার সময় হরেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে আজ মহা ধুম। তিনি কয়েকজন বন্ধু বান্ধব নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আজ তাঁহার বাড়ীতে নাচ হইবে। কানাই বাবু আসিয়া হরেন্দ্র বাবুকে বলিলেন, "শুধু তাই কল্লে হবে না, সকলের সামনে হওয়া চাই। তা না হলে গজানন পরদিন ভূশো দিব্বি করে সব অস্বিকার কর্ব্বে।"

হরেন্দ্র। তারও বন্দোবস্ত করেছি। আজ এখনি এখানে নাচের বন্দোবস্ত করেছি অনেককে নিমন্ত্রণও করেছি, তাতে ছুটো মজা হবে।

কানাই। কি রকম?

হরেন্দ্র। সন্ধ্যার পরই গজানন লবঙ্গলতার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে যাবে, সেই সময় যদি তাকে আট্‌কে রাখতে পারা যায়,

তা হলে বেটা খুব ছটফট করবে। তারপর যখন আর নেহাত থাক্‌বে না, তখন যেতে দেওয়া যাবে। গজানন ছুটলে যে বাহার হয়, বোধ হয় জান। কানাই বাবু হা হা শব্দে হাসিয়া বলিলেন, "ঠিক যেন ঢাকাই জালা গড়াতে গড়াতে যাচ্ছে।"

হরেন্দ্র। তারপর ভায়া যে আজ পোষাক পরেছেন! কালা পেড়ে ধুতি, তার উপর গঞ্জিফ্রক, তার ওপর লিলেন সার্ট, গলায় উঁচু কলার, গায়ে হল্‌দে রংয়ের এক ফোতুয়া; তার ওপর এক সাহেবি লম্বা কোট। পায়ে পামসু, পকেটে লাল রেসমি রোমাল, হাতে ছড়ি।

কানাই। খুব বাবু!

হরেন্দ্র। তা আর বল্‌তে। পাড়ার ছোড়া গুলো ভায়াকে দেখে খুব এক হাত নিয়েছে। তারা সব পেছনে পেছনে চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল, "ওরে এক খানা ইস্কাবনের টেক্কা চলে যাচ্ছে, দেখবি আয়।

কানাই। এই যে সব আসছে।

এই সময় বন্ধুগণ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন হরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "এস এস তোমাদের জন্যেই দেরি, না হলে আমার বন্দোবস্ত সব ঠিক। যদি তোমরা বলতো এখনিই নাচ আরম্ভ হোক।

বন্ধু। কই গজানন বাবু কই?

কানাই। সে এখনই আসবে।

নর্ত্তকীগণ আসিল, হরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "ভাই, তোমরা একটু সরে সরে বসো। এদের যায়গা দাও।" তখন নৃত্য গীত আরম্ভ হইল। এই সময় গজানন বাবুও তথায় আসিয়া

উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, "একি বাবা এখানে যে রূপের হাট বসে গেছে ?"

কানাই। গজানন, এতক্ষণ ছিলে কোথায় ? বোস, বোস।

গজানন বাবু মনে মনে বলিলেন "কি জ্বালা! আমাকে এখনই যেতে হবে, শালারা বলে কি! এখন উপায় ? এদের হাত থেকে পালাতে হচ্ছে, -দাঁড়াও। তৎপরে বলিলেন, "বাবা আমার আজ বড় নেসা,—ওয়াক—ওয়াক।

বন্ধুগণ। সর্ব্বনাশ কল্লে, নেকার করে বুঝি। সকলে শশব্যাস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একজন বলিলেন, "গজানন নেকার কল্লে এ বৈঠকখানা একেবারে ভেসে যাবে।"

নর্ত্তকীদ্বয়। ওমা যাবো কোথা !

. গজানন। ভয় নেই প্রাণ কাম্‌ড়াব না—চল্লেম।

হরেন্দ্র কানাই বাবুর কাণে কাণে বলিলেন. "পালায় যে ? ভারি বদমাইস্।"

কানাই বাবু গজানন বাবুকে ধরিয়া বলিলেন, "কোথায় যাও, এ অবস্থায় কে তোমাকে ছেড়ে দেবে ? আমাদের লোকে বলবে কি ? শোও, এখানে শোও।" গজানন বাবু কানাই বাবুর গায়ে নেকারের উদ্যম করিয়া বলিলেন, "ছেড়ে দাও না বাবা"। তারপর মনে মনে বলিলেন, "শালারা দেখছি কিছুতেই ছাড়বে না, চাল বদ্‌লাতে হল।"

হরেন্দ্র। গজানন, শুয়ে একটু জিরোও ; এখনি সব সেরে যাবে।

কানাই। ওকি সহজে শোবে। খানিকটা জল মাথায় দাও

তখন গজানন বাবু মনে মনে বলিলেন, ' শালারা আমা

সখের পোষাকটায় এখনি জল ঢেলে দেবে, না, আর না শুলে নয়।" তৎপরে বলিলেন, "বাবা নেহাত ছাড়বে না, তোমরা বড় বেরসিক, এই আমি শুলেম।" এই বলিয়া গজানন বাবু শয্যাশায়ী হইলেন।

কানাই। ও। যেন একটা পাহাড়ে হাতি পড়লো। তোমরা এর পেটের উপর উঠে বেশ নাচতে পার।

হরেন্দ্র। ও ঘুমুক আমাদের গান বাজনা চলুক। গজানন বাবু মনে মনে বলিলেন, "হঁা—তা বলবে বই কি!"

তখন নর্ত্তকীগণ আবার গান ধরিল, কিন্তু সহসা এক অত্যদ্ভুত শব্দে স্তম্ভীত হইয়া গান বন্ধ করিল। তখন কানাই বাবু বলিলেন, থামলে কেন? গজাননের নাক ডাকছে।

বন্ধু। শালার কি ভয়ানক নাক ডাকে!

হরেন্দ্র। আবার মজা দেখ, থেকে থেকে ডাকে। এই দেখ এখন আর ডাকছে না।

নর্ত্তকীগণ আবার গান আরম্ভ করিল, কিন্তু গজানন বাবুর অনৈস্বগিক নাসিকা ধ্বনি শুনিয়া তাহারা সহসা আবার নিরব হইল। তখন কানাই বাবু বলিলেন, "না, বেটাতো ভারি জ্বালালে, চল বেটাকে ধরাধরী করে আর এক ঘরে রেখে আসি।"

বন্ধুগণ। সেই বেশ কথা।

তখন সকলে মিলিয়া গজানন বাবুকে ধরাধরি করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এক বাবু বলিলেন, "ও! শালা কি ভারি!"

কানাই। টান টান—নড়ছে, এইবার জোরে।

বন্ধুগণ। হবে না হবে না, ছেড়ে দাও।

নর্ত্তকী। ওগো বাবা গো—আমি গেলুম।

সকলে। কি হয়েছে কি হয়েছে?

নর্ত্তকী। মিন্‌সেটা আমার পায়ে পড়েছে। আমার পা গুঁড় হয়ে গেছে। তখন সকলে গজাননের শরীরের নিম্ন হইতে নর্ত্তকীর পা টানিয়া বাহির করিলেন। হরেন্দ্র বাবু বলিলেন, একে অন্য ঘরে নিয়ে যেতে কপি কলের দরকার হবে। থাক বেটা এইখানে। চল আমরা অন্য ঘরে যাই।

বন্ধুগণ। সেই বেশ কথা।

কানাই। বেটা যেন মরেছে। বোধ হয় আজ এক পিপে মদ খেয়েছে।

সকলে প্রস্থান করিলে গজানন ধীরে ধীরে মস্তক তুলিয়া বলিলেন, "এক পিপে মদ মেরেছে, না! শালারা নিজেরাও যেমন মাতাল, পরকেও ঠিক সেই রকম ভাবে। গেছেতো সব বেটা? দেখ দেখি বেটাদের পেজমি। আমার জন্যে লবঙ্গলতা সেখানে বসে আছে, আর আমি শালাদের সঙ্গে বসে এখানে খেনটানাচ দেখবো। আস্পর্দ্ধা দেখ, দেখি। আর তিলার্দ্ধ দেরি করা নয়—আবার কোন শালা এখনই এসে পড়বে।" এই বলিয়া গজানন বাবু আস্তে আস্তে উঠিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।
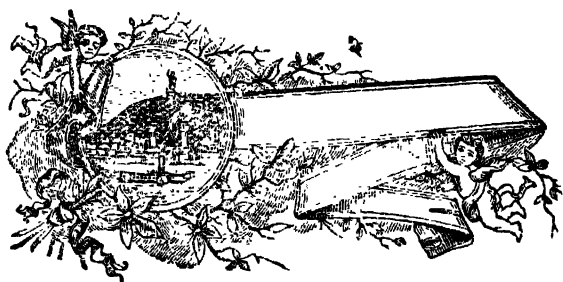
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হরেন্দ্র বাবুর দ্বারে পিতাম্বরের সহিত কালঝির দেখা হইল। সে বলিল "তা—তা—তা—তো—তো—মার—যা—যা—যা—অ—অ—ভি—ভি—রুচি—হ—হ—য়—তা—তা—তাই—ক—ক—কর।

ঝি। বড় লোকের বাড়ী, বড় লোকের কথা, আমি কি অগ্রাহ্য কত্তে পারি?

পিতাম্বর। তো—তো—মা—মা—মায়—কে—কে—বা—বা—রণ—ক—ক—ক—করে।

ঝি। তুমি রাগ কর কেন?

পিতাম্বর। রা—রা—রা—রাগ—ক—ক—কল্লেম—আ—আ—র—আর—ক—ক—কই,—ত—ত—তবে—আ—আ—আমি—চ—চ—চল্লেম।

ঝি। আঁমি কাঁল সঁকালেই এঁখান থেঁকে যাঁব। আঁমি এঁখন চঁল্লম। এই বলিয়া কালঝি চলিয়া গেল।

পিতাম্বর। "যা—যা—যা—চু চু—চু—লো—লোয়—দো —দো—রে—যা—যা।

এই সময় হরেন্দ্র বাবু তথায় আসিয়া পিতাম্বরকে দেখিয়া বলিলেন, "কেমন আছ পিতাম্বর"।

পিতাম্বর। তা—তা—সে—ব—ব—বড়—বা—বা—বাবু —আ—আ—প—প—না—না—দে—দে—দের—অ—অ—মু —গ্র।

হরেন্দ্র। ভাল কথা মনে পড়েছে, পিতাম্বর! গজানন বাবুর বাড়ীতে যে মাগী চাকুরি করে তার স্বভাব কেমন বলতে পার?

পিতাম্বর। ঐ—ঐ—য—যা— যাকে—কা—কা—ল—ঝি —বলে।

হরেন্দ্র। মাগীর স্বভাব বড় খারাপ আমি তা জানতেম না। আজ শুনলেম নাকি, মাগী একটা ছোঁড়া নিয়ে ঐ পড়ো বাড়ীতে আমোদ কচ্চে। গজাননকে আমার নাম করে বলতো। এই কথা বলিয়া হরেন্দ্র বাবু বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করলেন।

পিতাম্বর। দে—দে—খ—তে—হ—হ—হবে। য—য— দি—দে—দে—খ—তে—পা—পা—পাই—ত—ত—তবে—তা —তা—তার—হাড়—এ—এ—ক—যায়—গায়—মা—মা— স—এ—এ—ক—যা—য়—গা—গায়—ক—ক—কৰ্ব্বো।

পাশ্বে ই পড়ো বাড়ী। কিছুক্ষণ পরে হরেন্দ্র বাবু, কানাই

... আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। হরেন্দ্র বাবু ... "কেউ হেস না। সব চারিদিকে আসে পাসে লুকিয়ে, ... সময় বুঝে সব বেরুন যাবে।

...। সব চুপ করে থাক।

...ন্দ্র বাবু নর্ত্তকীদ্বয়কে বলিলেন, "তোমরা আমার পাশে ..., যা কত্তে বল্‌বো তাই কর্ব্বে।

...। কি অন্ধকার! আমায় ভয় করছে।

...। ভয় কি? তখন সকলে অন্ধকারে লুক্কাইত হইলে... একটু পরেই কালঝি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া ... এই তোঁ বাড়ী। হঁরেন্দ্র বাঁবু কঁই? আঁমার ভঁয় কঁ... আজ কিঁ অঁন্ধকার হঁয়েছে। এঁখানে যঁদি আঁর কেঁউ ...। নাঁ, এঁ বাঁড়ীতে কেঁউ আঁসে নাঁ। কাঁনাই বাঁবুর ... দিঁন আঁমি কঁথা কঁই নিঁ, সঁত্যি সঁত্যি আঁমার ...। কেঁমন কঁরে কঁথা কঁব? কিঁন্তু অনন্ত চাঁবই চাঁব, ... কঁপালে। ওঁ বাঁবা এঁ কেঁ?

...ন্দ্র বাবু আসিয়া বলিলেন, ভয় নেই। আমি ভূত নই, সর্ব্বনাশ হয়েছে।

...। সেঁ কিঁ কিঁ হঁয়েছে? আঁমার যেঁ ভঁয় কঁরছে।

...। গজানন এই বাড়ীতে ঢুকেছে।

ঝি। এঁ্যা এঁ্যা! তঁবে আঁমি কোঁথায় যাঁব?

...। ভয় নেই, তুমি এইখানে এই অন্ধকারে লুকিয়ে থাক, একটা কথাও কও না।

ঝি। সেঁ এঁখানে কিঁ কঁর্ত্তে এঁল?

হরেন্দ্র। কেমন করে জানবো? বোধ হয় কোন মেয়ে

মানুষের সন্ধানে এসেছে। তোমার কাছে যদি কোন মেয়ে মানুষের কথা কয় তো ভয় পেওনা। আমি কাছেই আছি। কানাই এখনও এসে পৌঁছায় নি।

ঝি। আঁপনি যাঁ ইঁয় কঁরুন। আঁমার ভঁয়ে পেঁটের নাঁড়ী পর্য্যন্ত কাঁপছে।

হরেন্দ্র। তবে শীগ্‌গির এই দিকে এস। এই বলিয়া হরেন্দ্র বাবু কালঝিকে লইয়া অন্ধকারে লুকাইত হইলেন।

তখন পিতাম্বর তথায় আসিয়া বলিল, দে—দে—খ—তে—তে—পা—পা—ই—তো—তো—মা—আ—জ—এ—এ—ক—ক—টা—খু—খু—ন—হ—হ—হবে,—এ—এ—ই—ডা—ডা—ণ্ডা—ডু—ডু—ঘা—মা—মা—থায়—মা—মা—র—বো। তখন সেও আস্তে আস্তে অন্ধকারে লুকাইল।

সেই সময় হরেন্দ্র বাবু বৈদেনিক নর্ত্তকীকে নিকটে লইয়া বলিলেন, ঐ যে মোটা মাগী ওখানে বসে আছে, তুমি ঠিক ওর পিছনে গিয়ে বস।

নর্ত্তকী। কই কাকেও তো দেখতে পাই নে?

হরেন্দ্র। মাগী কি কাল! অন্ধকারে মিশিয়ে গেছে। এস এস আমার সঙ্গে এস, ওর পিছনে বসে আমি যা যা বলতে বলবো ঠিক তাই তাই বল্‌বে।

নর্ত্তকী। সে সব পারবো। এত দিন থিয়েটারে এক্টো করে এলেম তবে কিসের জন্যে?

হরেন্দ্র। বেশ বেশ। তুমি পারবে, যখন খোনা কথা কইতে বল্‌বো তখন খোনা কথা কবে।

নর্ত্তকী। পেতনীর মতও ত পারবো।

সকলে লুক্কাইত হইলে গজানন বাবু তথায় আসিয়া আবির্ভূত হইলেন ; বলিলেন "ছুটতে ছুটতে আসছি। ও! দম বন্ধ হয়ে আসছে, এক পা হাঁটতে হলে, আমার বোধ হয় প্রাণটা বেরুয়ে গেল। ও! কি ঘেমেছি। সমস্ত জামাগুলো ঘামে ভিজে গেছে। না, এ মূর্ত্তি নিয়ে কি বলে প্রিয়তমা লবঙ্গলতার নিকট যাব। না ঘামটা একটু মরুক ; এখানে একটু টওলান যাক্। এই বলিয়া গজানন বাবু পদচারণ করিতে লাগিলেন তৎপরে বলিলেন, কই লবঙ্গলতা কি এসেছে। এই তো সেই বাড়ী, তার আর ভুল নেই। গজাননের হিসেবে ভুল হয় না। আমার বুকটা ধড়াস্ ধড়াস করছে, প্রাণটা আমোদে যেন ভেসে যাবার মতন হয়েছে। হি হি হি! জীবনে কি আমার এত সুখ ছিল। হুঁ হুঁ এ পয়সায় হয় না। চেহারায় হয় না। গুণ চাই, গুণ চাই—একটু আদ্‌টু রসিক হওয়া চাই। যাক্ আর দেরি করে কাজ নেই। যদি প্রিয়তমা জিজ্ঞাসা করেন, প্রাণকান্ত জামাজোড়া ভিজে কেন।" বল্‌বো তোমারি জন্য গোলাপজল মেখেছি। কিন্তু ঘ্রাণ লইয়া—হু, হু, দুর্গন্ধ! একে ঘামের গন্ধ—তাতে মোটা মানুষের ঘাম। কি করি? উচিত ছিল একটা ল্যাবেণ্ডার পকেটে করে আনা। যা থাকে কপালে আর ভেবে কি হবে? লবঙ্গলতা, লবঙ্গলতা প্রাণেশ্বরী তোমার বিরহে প্রাণ যে যায়।

নর্ত্তকী অন্ধকার হইতে বলিল "নাথ, এতক্ষণে এলে কি? তোমার বিরহে প্রাণ আমার অস্থির ; নতুবা নারী হয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে পত্র লিখ্‌ব কেন?

গজানন। কি মধুর স্বর। আমার প্রাণ একেবারে ঠাণ্ডা

হয়ে গেল। প্রিয়সি, তোমায় আমি দেখতে পাচ্চিনে ; কোন দিকে আছ, এ দিকে এস।

নৰ্ত্তকী। এই যে দাসী চরণেই আছে।

গজানন। আমি প্রায় পাগল হয়েছি। কই কাকেও তো দেখতে পাইনে। কেউ দেখতে পাবে ভয়ে আলো আনিনি। কই! আমার জীবনের জীবন, জীবনাধার লবঙ্গলতাকে অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না। প্রিয়সি, আমার বুদ্ধিমতি কিনা, কেউ পাছে দেখতে পাবে ভেবে কাল নিলাম্বরী প'রে এসেছেন। এই যে প্রাণেশ্বরী আমি।

ঝি। ছি ছি ছি! কি ঘেন্না! আঁমি, আঁমি কাঁলঝি।

গজানন। হৃদয়ে এস, হৃদয়ের ধন।

ঝি। আঁমি আঁমি, এঁ কিঁ ঘেঁন্না, ছেঁড়ে দাঁও। আঁমি আঁমি কাঁলঝি। তোঁমার দুঁখাঁনি পাঁয়ে ধঁরি, ছেঁড়ে দাঁও। আঁমি আঁর কঁখন এঁমন কাঁজ কঁরবো নাঁ।

"ও বাবা! এ কে? বুঝেছি শালাদের বজ্জাতি, এই বলিয়া গজানন বাবু গড়াইতে গড়াইতে সত্বর তথা হইতে অন্তর্হৃত হইলেন।

এই সময় তথায় পিতাম্বর আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, পা—পা—পা—লা। তো—তো—তো—মা—মা—র—এ—এ—ই—কা—কা—জ। ব—ব—ব—লি—তো—তো—মা—মা—র—এ—এ—ই—কা—কা—জ।

দুর্ভাগ্য বশতঃ একজন চোর অনেক লোক দেখিয়া অন্ধকারে এইখানে লুকাইয়া ছিল। পিতাম্বর তাহারই উপর যাইয়া পড়িল। দুর্ভাগ্যের উপর দুর্ভাগ্য, এই সময় একজন নৰ্ত্তকী

নাকি সুরে বলিয়া উঠিল, "প্রাণনাথ!" পিতাম্বর চোরকে প্রহার করিতে করিতে বলিল" ডা—ডা—ডা—ক—শা—শা—লা—তো—তো—র—প্রা—প্রা—ণ—না—থ—বা—বা—বা—কে।" চোর মার খাইয়া কাতরে বলিল, "দোহাই তোমার। আমার নাম শামা চোর। আমার চৌদ্দ পুরুষ প্রাণনাথ নয়। দোহাই বাবা মাপ কর।" এই সময় হরেন্দ্র বাবু প্রভৃতি আলো লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। হরেন্দ্র বাবু বলিলেন "কি হয়েছে, এখানে গোলযোগ কিসের।" কানাই বাবু বলিলেন "ব্যাপার খানা কি?"

পিতাম্বর বলিল, ম—ম—ম—শাই—এ—এ—ই—বা—বা বা—বুর—আ—আ—ক্কেলটা কি, দে—দে—খু—খু—ন; চোর বলিল, "দোহাই মহাশয়দের, 'বাবু' আমার চৌদ্দ পুরুষে নয়, আমি শামা চোর, আর কখনও এমন কাজ করবো না।"

তখন হরেন্দ্র বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "গজানন কোথায়।" কানাই বাবু বলিলেন, "বেটা ভারি পালিয়েছে।" তখন চোরকে ছাড়িয়া দিয়া সকলে গজানন বাবুকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে খুজিয়া না পাইয়া অগত্যা গৃহেরদিকে প্রস্থান করিলেন। তখন গজানন বাবু অন্ধকার হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, থাকো শালারা, দেখা যাবে" এই বলিয়া তিনিও ধীরে ধীরে গৃহেরদিকে চলিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে বিজনকুমার, এটর্নী রমণী রঞ্জন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রমণীরঞ্জন বাবু তাঁহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কিছু নূতন খবর আছে কি।" বিজনকুমার বলিলেন, "এই মাসেই সুশীলার বিবাহ দিব স্থির করিয়াছি।" শুনিয়া রমণীরঞ্জন বাবু বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এ কথা তো পূর্ব্বে বল নাই, এত শীঘ্র বিবাহ দিবার ইচ্ছা করিয়াছ কেন?" বিজনকুমার বলিলেন, "সুশীলা বড় হইয়াছে। তাহার এক্ষণে বিবাহ দেওয়া উচিত," রমণীরঞ্জন বাবু বহুক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে জেনে রেখ তোমার মাসিক আয় কেবল ১০০৲ শত টাকা হইবে।"

বিজন। আমার নিজের স্বার্থের জন্য তাহার বিবাহ দিতে দেরি করিব, এই পরামর্শ কি আপনি দেন?

রমণী। না, তা বলিতেছি না। পাত্র কি স্থির করিয়াছ?

বিজন। হাঁ। হরিশ বাবুকে তো আপনি চেনেন, তাঁহার ছেলে সরোজের সহিত বিবাহ দিব স্থির করিয়াছি।

রমণী। হাঁ, হরিশ বাবুকে বেশ চিনি। তাঁহাদের বংশ খুব ভাল, উত্তম কুলিন, কিছু পয়সা কড়িও আছে। তাঁহার ছেলে না বিয়ে পাশ করিয়া ডান্‌কানির বাড়ী কেসিয়ারি করিতেছে?

বিজন। হাঁ।

রমণী। পর্য্যায় মিলিয়াছে কি?

বিজন। হাঁ।

রমণী। তাঁহাদের মত হইয়াছে?

বিজন। হাঁ, এখন আপনার মত হইলেই হয়।

রমণী। এ সম্বন্ধে আমার অমত নাই। সম্বন্ধ খুব ভাল, শুনিয়াছি হরিশ বাবুর ছেলেও খুব ভাল। সুশীলা মাসে ৫০০৲ টাকা করিয়া পাইবে সুতরাং তাহার টাকার অভাব নাই, ছেলেটী ও ঘর ভাল হইলেই হইল।

বিজন। তা হইলে আপনি সন্ধ্যার সময় যাইয়া সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিবেন। এই বলিয়া বিজনকুমার উঠিলেন। রমণীরঞ্জন বাবু বলিলেন, "তুমি কি সে কন্যার কোন সন্ধান করিতেছ?"

বিজন। না।

রমণী। কেন? তোমার করা উচিত।

বিজন। যাহার কিছুই জানি না, তাহাকে সন্ধান করিয়া বাহির করা অসম্ভব। বৃথা চেষ্টা করিয়া কি করিব?

রমণী। তোমার পিতার আজ্ঞা, সুতরাং তোমার চেষ্টা করা উচিত।

বিজন। সুশীলার বিবাহের পর নিশ্চিন্ত হইয়া সন্ধান করিব মনে করিয়াছি।

রমণী। আচ্ছা, সন্ধ্যার সময় আমি যাইব।

বিজনকুমার যাইতে উদ্যত হইলে রমণীরঞ্জন বাবু বলিলেন, "দাঁড়াও। সুশীলাকে তাড়াতাড়ী বিবাহ দিবার যদি কোন কারণ থাকে তবে তাহা আমার নিকট গোপন করিও না। আমি তোমার পিতার বন্ধু এবং তোমাদের অভিভাবক।" বিজনকুমার শত চেষ্টা করিয়াও নিজ হৃদয়ের ভাব সম্পূর্ণ গোপন করিতে পারিলেন না, রমণীরঞ্জন বাবুর তিক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহা দেখিল। বিজন বলিলেন "আর কি কারণ থাকিতে পারে? কিছুই নয়।" রমণীরঞ্জন বাবু বলিলেন, "তোমার শীঘ্র বিবাহ করা উচিত। সুশীলা শ্বশুর বাড়ী চলিয়া গেলে তোমার গৃহে থাকিবার কেহই থাকিবে না। বলতো আমি তোমার সম্বন্ধ দেখিতে পারি।"

বিজন। না।

রমণী। কেন?

বিজনকুমার বিষাদ হাসি হাসিয়া বলিলেন 'বোধ হয় আমার অদৃষ্টে বিবাহ নাই," এই বলিয়া তিনি সত্বর সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

রমণীরঞ্জন বাবু বহুক্ষণ তাঁহার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে বলিলেন, "এই ছোকরা দেখিতেছি ইহারই মধ্যে কাহাকে ভাল বাসিয়াছে। ইহার আর বিবাহ দিতে দেরি করা কর্ত্তব্য নহে।"

সেই মাসের মধ্যেই হরিশ বাবুর পুত্র সরোজকুমারের সহিত সুশীলার বিবাহ হইয়া গেল। এক মাস এই গোলযোগে কাটিল। তৎপরে সুশীলাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিয়া বিজন-কুমার "দিন কতক বেড়াইয়া আসি" বলিয়া পশ্চিম অঞ্চলে চলিয়া গেলেন
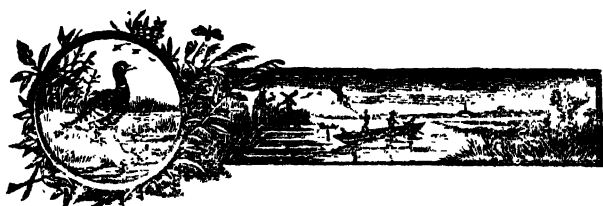
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার পর তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। একদিন কানাই বাবু হরেন্দ্র বাবুকে বলিলেন, "সেই সন্ন্যাসীকে নিয়ে এসেছি," হরেন্দ্র বাবু হাসিয়া বলিলেন, "এইখানেই নিয়ে এস। দেখা যাক্ তোমার সোণা তৈয়েরির ব্যাপার।"

কানাই বাবু বলিলেন "এখন হাস্‌চ এরপর হাসবে না। দেখছ তো ব্যাপার। আর কেউ তোমায় টাকা ধার দিতে চায় না। এর প'র ?"

হরেন্দ্র। সেই জন্যইতো সোণা তৈয়েরির দিকে ঝুঁকেছি।

কানাই।, বাবা, যদি লেগে যায়, তবে আর আমাদের পায় কে ?

হরেন্দ্র। বাপ পিতামহের খাটী সোণা, তাই কোথায় উড়ে গেল, আর সন্ন্যাসীর ফাঁকা সোণা সত্যি হ'লেও কদিন থাকবে ?

কানাই। যাক বাজে কথা, এখন্ বাবাকে এখানে ডাকি।

কানাই বাবু আমাদের পরিচিত সন্ন্যাসীকে তথায় লইয়া আসিলেন। হরেন্দ্র বাবু তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সমাদরে বসাইলেন। নানা কথার পর কানাই বাবু সোণা তৈয়েরির কথা তুলিলেন। হরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "স্বামীজি, আপনাকে বল্‌তে কি, সোণা তৈয়েরি টয়েরির উপর আমার বিশ্বাস নাই। সত্যি কি হয়?" সন্ন্যাসী বলিলেন, "বিশ্বাস অবিশ্বাস দেখিলেই মিটিতে পারে। না হইলে এ কথা সংসারে উঠিবে কেন? নিশ্চয়ই হয়, তবে বড়ই কঠিন। সহজে কেহ পারে না।"

কানাই। বাবা আমাদের জন্যে এ কাজ কর্ব্বেন বলেছেন।

হরেন্দ্র। এতে যা ব্যয় পড়ে, তা দিতে আমি রাজি আছি।

সন্ন্যাসী। ব্যয় ইহাতে অধিক নাই, তবে ইহা প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে ঘোর সাধনার প্রয়োজন। মায়ের পূজা আবশ্যক। সে পূজা সাধারণ নয়।

হরেন্দ্র। পূজার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন সবই কিনিয়া দিতেছি। সন্ন্যাসি একটু হাসিয়া বলিলেন, "সংসারে সব দ্রব্য কিনিতে পাওয়া যায় না।"

কানাই। কি কি প্রয়োজন বলুন।

সন্ন্যাসী। এই পূজার জন্য একটা জীবিত দেবী মূর্ত্তির প্রয়োজন।

কানাই। সে কি রকম?

সন্ন্যাসী। এ পূজায় মায়ের মূর্ত্তি মাটীতে গড়িলে হয় না। একটী স্ত্রীলোকের প্রয়োজন। তিনি মাতৃস্থানীয়া হইবেন, তাঁহারই পূজা হইবে।

হরেন্দ্র। স্ত্রীলোকের অভাব কি ?

সন্ন্যাসী হাসিলেন, বলিলেন, "যে সে স্ত্রীলোকে হয় না!"

হরেন্দ্র। তবে কিরূপ স্ত্রীলোকের প্রয়োজন বলুন।

সন্ন্যাসী। প্রথম তিনি পরম সতী হওয়া প্রয়োজন।

হরেন্দ্র। আমার স্ত্রী কিম্বা কানায়ের স্ত্রী হইতে পারেন।

সন্ন্যাসী। ঘাড় নাড়িলেন। হরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "তাঁহারা কি সতী নন ?"

সন্ন্যাসী। তাঁহারা পরম সতী। আপনাদের ন্যায় উচ্ছৃ-ঙ্খল স্বামীকে তাঁহারা প্রাণ মন দিয়া ভাল বাসেন,—তাঁহারা সতী নয় তো সতী কে ? তবে এ সাধনায় যাঁহার পূজা হইবে, তাঁহার কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকা আবশ্যক।

হরেন্দ্র। আপনি আমার স্ত্রীকে দেখিয়াছেন কি ?

সন্ন্যাসী। এতকাল এত কষ্ট করিয়া সাধনা করিলাম কেন! আমাদের দেখিবার আবশ্যক হয় না।

কানাই। তবে এরূপ স্ত্রীলোক কোথায় পাইব বলুন ?

হরেন্দ্র। হাঁ, তা হ'লে চেষ্টা করা যেতে পারে।

সন্ন্যাসী। একটী মাত্র আছে।

হরেন্দ্র। কে বলুন।

সন্ন্যাসী। হরিশ বাবুর পুত্র, সরোজকুমারের স্ত্রী।

হরেন্দ্র। সে তো ছেলেমানুষ। সতী, অসতীর সে কি বুঝে।

সন্ন্যাসী। ছেলে মানুষই প্রয়োজন, পূজার জন্য বালিকার বয়স ত্রয়োদশ বর্ষ প্রয়োজন। যে যে লক্ষণ আবশ্যক, সকলই সেই বালিকাতে আছে।

হরেন্দ্র। সরোজের সহিত আমাদের পরিচয় আছে, ঘনিষ্ঠতা নাই। তাহার স্ত্রীর সম্বন্ধে কোন কথা বলার ন্যায় আলাপ তাহার সঙ্গে আমাদের নাই।

কানাই। আলাপ করে নেওয়া যাবে। একটু মেশামিশি হলে সোণা তৈয়েরির কথা বল্লে সেও রাজি হয়ে পড়্‌বে। সোণা বড় জিনিস।

সন্ন্যাসী। যদি আপনারা আমার দ্বারা সোণা প্রস্তুত করিতে চান, তবে সেই বালিকাকে পূজায় রাজি করুন; অন্যথা সোণা হইবার উপায় নাই।

এই বলিয়া সন্ন্যাসী উঠিলেন, "যদি যোগাড় হয়, আপনাকে সংবাদ দিব।"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলে হরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "কানাই, বাবা এ সব মতলব ছেড়ে দাও—পরের স্ত্রী যোগাড় করে সোণা তৈয়েরী কর্ত্তে আমি রাজি নই।

কানাই। পরের স্ত্রী কেন? সরোজ যদি আমাদের সঙ্গে মেশে, সেও সোণা পাবার জন্য ব্যস্ত হবে, তখন সেই নিজেই তার স্ত্রীকে দিবে। মোণ্ মোণ সোণা হবে, তাতে আর এক-জনকে বকরা দিতে ভয় কি?

হরেন্দ্র। সরোজ ছেলেমানুষ,—আমাদের দলে মিশবেই না।

কানাই। সে ভার আমার। একদিন একটু টানাতে পার্‌লেই সব মিটে যাবে।

হরেন্দ্র। কেন তার মাথাটা খাবে?

কানাই। আজ না হয় দুদিন পরে খাবে! মদ খেলে বয়ে যায় না।

হরেন্দ্র। বয়ে যায় কি না ভগবান জানেন, তবে টাকায় পাখা হয় তা নিশ্চয়।

কানাই। আচ্ছা, তাই তাই। বাবা, মোণ মোণ সোণা জন্মালে তখন বোঝা যাবে। টাকাই জগতের সব। টাকায় সব ঢাকা পড়ে, বাবা সব ঢাকা পড়ে।

কানাই বাবু চলিয়া গেলে হরেন্দ্র বাবু বহুক্ষণ অন্য মনস্ক হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার চিন্তার অভাব ছিল না। বড় লোকের ছেলের টাকার অভাব হইলে, চারিদিকে দেনা হইলে, তাঁহার ন্যায় দুঃখী ত্রিসংসারে আর কে আছে? হরেন্দ্র বাবুর অনিচ্ছা ও অবিশ্বাস সত্ত্বেও কানাই বাবুর জেদাজেদিতে হরেন্দ্র বাবু সোণা তৈয়েরির ব্যাপারে লিপ্ত হইলেন।

ক্রমে সন্ন্যাসী তাঁহার বাটীতেই বাসা লইলেন,—তাঁহার দিন দিন সন্ন্যাসীর প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দুর্ব্বল চিত্ত হরেন্দ্র বাবু শীঘ্রই সন্ন্যাসীকে গুরু বলিয়া মানিলেন,—তিনি একরূপ তাঁহার দাসানুদাস হইলেন। এরূপ গুরুর ও এরূপ চেলার আজকাল এ দেশে অভাব নাই।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আরও তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। কানাই বাবুর চেষ্টায় সরোজ বাবু হরেন্দ্র বাবুর দলে মিশিয়াছেন। খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। আমরা হরেন্দ্র বাবুর বৈঠক খানায় এক দিনের একটী দৃশ্য দেখাইয়াছি, আর একদিনের আর একটা দেখাইব।

আজ হরেন্দ্র বাবুর বৈটকখানায় অনেক বন্ধুবান্ধবের সমাগম হইয়াছে; রাত্রি প্রায় ৮ টার সময় সরোজ বাবুও তথায় উপস্থিত হইলেন। হরেন্দ্র বাবু তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে সরোজ! এত লেট কেরে আস্‌তে হয়?"

কানাই। তোমাকে আমরা ভয়ানক এক্সপেক্ট কচ্ছিলেম।

সরোজ। আজ অফিস থেকে আস্‌তেই একটু দেরি হয়েছিল।

জনৈক বন্ধু। তুমি টায়ার্ড হয়েছ. একটু রিফ্রেসড্‌ হও।

এই বলিয়া তিনি মদের গ্লাস সরোজ বাবুর মুখের নিকট ধরিলেন।

সরোজ। আমাকে মাপ কর; আমি তো মদ খাই না?

বন্ধু। মদ খাও না? নাইন্‌টিন্‌থ সেন্‌চুরির শেষ ভাগে তুমি মদ খাও না! ছি সরোজ, এ কথা আর লোক সমাজে ব'ল না।

সরোজ। আমি ভাই কখন মদ স্পর্শ পর্য্যন্ত করি নাই। আমাকে এ বিষয়টা মাপ কর। অন্য যা বল্‌বে তাই কচ্ছি।

সকলে। তাও কি হয় মশায়? আমরা সকলে আমোদ কর্ব্বো আর আপনি নিরামিষ বসে থাক্‌বেন।

১ম বন্ধু। তুমি কি মজা দেখতে চাও নাকি? আমরা মদ খেয়ে নাচানাচি কর্ব্বো, আর তুমি তাই দেখবে, আর হাস্‌বে? সে হচ্চে না।

২য় বন্ধু। আচ্ছা, আচ্ছা তুমি একটু বিয়ার খাও; এতে তো তোমার আপত্তি করা উচিত নয়। বিয়ারে যে নেশা হয় না, তাতো তুমি জান।

কানাই। বিয়ার তো কেবল চেরতার জল।

সকলে। মশায়, এতে যদি আপনি আপত্তি করেন, তা হ'লে স্পষ্ট বলুন না কেন যে, আপনি আমাদের ইন্‌সাল্‌ট কর্ত্তে চান!

সরোজ। আচ্ছা আপনারা যদি তাতেই সন্তুষ্ট হন তো আমি একটু বিয়ার খাচ্ছি।

বন্ধু। That is like a good boy (এই তো সৎ ছেলের মত)।

কানাই। আচ্ছা, আমি এখনি এনে দিচ্ছি। তুমি বেশী খেয়ো না, কেবল লোক দেখান একটু খাও,—এঁরা সকলেই দুঃখিত হচ্ছেন।

সরোজ। আচ্ছা ভাই তাই। তৎপরে মনে মনে সরোজ বাবু বলিলেন, "আমার এখানে না আসাই উচিত ছিল। যা হোক আর কখনও আসবনা,—এই শেষ।"

এই সময় কানাই বাবু বিয়ার আনিয়া বলিলেন, "এই নাও। একটু খানি খাও। বেশী খেয়ে কাজ নেই।"

সরোজ। দাও ভাই, আমি কখনও খাই নি।

কানাই। সকলেই কি পেট থেকে পড়ে খায়?

সকলে। মশায়, আমরা আপনার হেল্‌থ ড্রিঙ্ক করলেম।

সরোজ মদ্য পান করিয়া বলিলেন, "এখন বোধ হয় আপ-নারা সন্তুষ্ট হলেন।"

সকলে। of course, of course. (নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই)

হরেন্দ্র। এখন একটু গান বাজনা হোক।

বন্ধু। আচ্ছা, বাজাও আমি গাই। এই বলিয়া তিনি গান ধরিলেন, "আমি নিতি নিতি রাজবাড়ী ফুল যোগাই লো সই।"

২য় বন্ধু। গাধা—চোপ রও, আমি গাই। "নাত্‌নি তোর নাত জামাই আর আসবে কবে?"

৩য় বন্ধু। বিদ্যে সুন্দর ঢের শোনা গেছে। একটা খাঁটি খেউড় শোন—"আমার——"

৪র্থ বন্ধু। চোপ রও। ভদ্রলোকের বাড়ী তা জ্ঞান আছে!

১ম বন্ধু। সরোজ আর একটু খাও। তুমি এখনও ভারি dull রয়েছ।

সরোজ। মাপ কর,—আর কেন? এতেই আমার মাথা ঝিম ঝিম্‌ কচ্ছে।

১ বন্ধু। ননসেন্স! বিয়ারে কোন কালেও নেশা হয় না —খাও।

সরোজ পুনর্ব্বার মদ্য পান করিয়া বলিলেন, "দেখ ভাই, এই আমার প্রথম। আমার বোধ হচ্ছে যেন আমার নেশা হয়েছে।"

কানাই। তুমি পাগল।

১ম বন্ধু। আর একবার ফিরিয়ে দাও বাবা, যত বেরসিক এসে এক জায়গায় জমাট হয়েছে।

সরোজ। হরেন্দ্র, ভাই আমাকে সত্যি কথা বল্‌বে? কানাই তো বিয়ারের সঙ্গে হুইস্কি মিশিয়ে দিচ্ছে না? সত্যি আমার মাথা ঘুর্‌ছে।

১ম বন্ধু। Stupid! একটা গান কর দেখি, সব সেরে যাবে।

সরোজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তবে গাই?

২য় বন্ধু। গাবে না?

সরোজ। তবে গাই—শোন শোন—You block heads, silence there.

সকলে। বহুত আচ্ছা বাবা, চলুক।

১ম বন্ধু। আর একবার হোক।

সকলে। বেশ কথা আর একবার ফিরিয়ে দাও।

সরোজ মদ্য পান করিয়া বলিলেন, "কানাই, একি বিয়ার?"

কানাই। বিয়ার নয় তো কি?

সরোজ। বিয়ার হোক, আর হুইস্কি হোক, আমি খেলাম, আমি আর ভাবতে পারি না।

কানাই। Three cheers.

সকলে। Hip, Hip, Hurrah!

সরোজ। Now Let us have a song. আমি গাই তোমরা শোন।

"বিরহ বরং ভাল, ও বিরহ বরং ভাল,
এক রকমে কেটে যায়।"

সকলে। বেশ, বেশ, এন্‌কোর।

সরোজ। Gentlemen, আপনারা আমাকে মাতাল ভাব্‌বেন না—আমি ঠিক আছি।

১ম বন্ধু। চল, এ আমোদের শেষ চূড়ান্ত করা যাক।

২য় বন্ধু। বেরোও, বেরোও, আর দেরী নয়।

সকলে। আবার দেরী! ভেসে পড় বাবা, ভেসে পড়।

সরোজ। কোথা—হরেন্দ্র কোথা? আমার বড় অসুখ বোধ হচ্ছে, আমাকে—আমাকে তোমরা বাড়ী রেখে এস।

কানাই। চল, একটু বেড়াতে বেরুন যাক।

সরোজ। কোথা?

কানাই। গোলাপের বাড়ী।

সরোজ। বেশ্যা—বেশ্যা—সুশীলে,—সুশীলে—আমায় বাঁচাও। এই বলিয়া সরোজ বাবু ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

১ম বন্ধু। দেখ সরোজ মাতলামি কর না।

সকলে। চল ওকে ধরে নিয়ে যাই।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

হরেন্দ্র বাবুর বৈটক খানায় গজানন বাবুকে না দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু গজানন বাবু আর সে গজানন নাই। পড়োবাড়ীর ঘটনা হইতে তাঁহার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি হরেন্দ্র বাবুর বৈটক খানা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছেন, এমন কি তিনি আর বাটার বাহির হন না। কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন না। কেহ দেখা করিতে আসিলে কালঝি চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠে "বাবু বাঁড়ী নাঁই গোঁ, বাবু বাড়ী নেঁই।" পিতাম্বর থাকিলে বলে, "বা—বা—বা—বু—দে—দে—দে—শে—গে—গে—ছেন।" গজাননের ব্যাপারে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার দেখা পাইবার উপায় নাই; সুতরাং গজানন বাবুকে সকলেই ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এরূপ ভাবে আর কয়েক-দিন থাকিলে গজানন বাবু বলিয়া জগতে যে কেহ আছে, তাহা কেহই জানিবে না।

গজানন বাবু ইহাতে দুঃখিত নহেন, তিনি ইহাই চাহেন। ক্রমে যখন তাঁহার বাড়ী আর কেহ তাঁহার তল্লাসে আসে না দেখিলেন, তখন তিনি একদিন প্রাণ ভরিয়া নিজ মনে একাকী হাসিয়া লইলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হা, হা, হা, ? হা, হা, হা! বাবা—এই তো এয়ারকি,—এই তো দোস্তির শেষ চেহারা। হা, হা, হা, শালারা সব আমায় ভুলে গেছে,—বেশ্—বেশ্ বহুত আচ্ছা ? বেঁচেছি বাবা, বেঁচেছি, হা, হা, হা,।" প্রকৃত কথা বলিতে কি মজলিস তাঁহার বাড়ী আসা পর্য্যন্তই তাঁহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এতদিন ভাল বাসা কি গজানন বাবু তাহা জানিতেন না। পুত্র কন্যা না থাকা যে কি দুঃখ, আর থাকা যে কি সুখ, তাহা তাঁহার জ্ঞান ছিল না। মজলিস্‌কে পাইয়া, মজলিস্‌কে ভাল বাসিয়া তিনি বুঝিলেন, স্নেহ অপেক্ষা সুখের দ্রব্য আর জগতে কিছুই নাই। তাঁহার অন্ধকার হৃদয়ে মজলিস্ যেন কি এক অমীয়ময় আলো জ্বালিয়া দিল। তাঁহার শূন্য প্রাণ যেন তাহাকে পাইয়া বিমল আনন্দে পূর্ণ হইল। তিনি কন্যা নির্ব্বিশেষে তাহাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। গজানন বাবু মূর্খ ছিলেন না, গান বাজনায় তিনি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন,—এই জন্যই এত বড় বড় লোকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ।

একদিন গজানন বাবু মজলিসের পাশে বসিয়া কালঝিকে ও পিতাম্বরকে ডাকলেন। তাহারা আসিলে বলিলেন, "পিতাম্বর যা বলি ভাল করে শোন—কালঝি এই দিকে সরে এসে দাঁড়াও।"

গজানন বাবুকে এত গম্ভীর তাহারা কখনও দেখে নাই,

উভয়ে কম্পিত কলেবরে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। পিতাম্বর বলিল, "আ—আ—আ—জ্ঞে—ক—ক—ক—রুন।

গজানন। বেটা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক্।

পিতাম্বর। আ—আ—আ—জ্ঞে—আ—আ—অ—ছি।

গজানন বাবু বলিলেন, "আমার এক মেয়ে ছিল।"

পিতাম্বর। আ—আ—আ—জ্ঞে।

কাঁলঝি। ওঁমা—সেঁ কিঁ গোঁ?

গজানন। চোপ্, সেই মেয়ের এক মেয়ে হয়।

পিতাম্বর। আ—আ—আ—জ্ঞে।

গজানন। ফের কথা ক'স্ বেটা।

পিতাম্বর। আ—আ—আ—জ্ঞে।

গজানন। এবার কথা কইলেই এমনই এক থাবড়া দেব—সেই মেয়ের এক—

পিতাম্বর। আ—আ——

গজানন। ফের বেটা।

কালঝি। ওঁর ঐঁ কেঁমন বঁদ অঁভ্যেস।

গজানন। সেই মেয়ের এক মেয়ে হয়।

কালঝি। সেঁ কিঁ গোঁ?

গজানন। হাঁ গো, সেই মেয়ে হলেই সে মরে যায়।

কালঝি। বাঁছা আঁমার গোঁ——ওঁমা আঁমার কাঁন্না পাঁচ্ছে।

গজানন। তখন সেই মেয়েকে আমি এক মাগী দাইকে মানুষ কর্ত্তে দি। সে সেই মেয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।

কালঝি। মাঁগী কিঁ বাঁজ্জাৎ গোঁ।

গজানন। হাঁগো। তারপর এতদিনে সেই মেয়ে আমি

পেয়েছি। এই সেই মেয়ে: এই বলিয়া তিনি সলীলাকে আদর করিয়া নিকটে আনিলেন।

কালঝি। তাঁই তোঁ গোঁ।

গজানন। হাঁ—সলীলা আমার নিজের নাত্‌নী, আমার মেয়ের মেয়ে,—বুঝ্‌লি পিতাম্বর। কি বুঝ্‌লি বল বেটা।

পিতাম্বর। আ—আ—আ—আ—আ——

গজানন। শীগ্‌গির বল বেটা।

পিতাম্বর। আ—আ—আ—মা—মা—মা—দে—দে—দের—দি—দি—দি—দি —

গজানন। হয়েছে বেটা। দিদিমণী, আমার নিজের নাতনী। বুঝ্‌লে বাপু কালঝি?

কালঝি। কিঁ আঁমাদের সৌঁভাগ্‌গি।

গজানন। সৌভাগ্‌গি টৌভাগ্‌গি নয়। সত্যি কথা—আর দিদি তোর বুড় দাদাকে চুমো খা।

মজলিস্ তাহার জীবনের কোন কথাই জানিত না। গজাননকে সে ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাঁহার কথা বিশ্বাস করিল। নিকটে আসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া সে আদরে তাঁহার কপালে চুম্বন করিল।

তখন গজানন বাবু বলিলেন, "যে জিজ্ঞাসা কর্ব্বে, তাকেই এই কথা বল্‌বি।"

পিতাম্বর। আ—আ—আ—জ্ঞে।

"মনে থাকে যেন" এই বলিয়া গজানন বাবু বাহির হইয়া গেলেন।
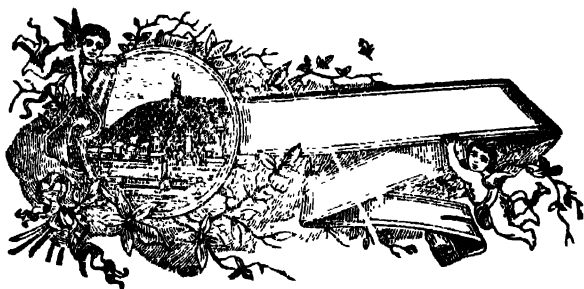
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

মজলিসের আর কোন কষ্ট নাই। গজানন বাবু তাহাকে বড় যত্নে রাখিয়াছেন। সন্ন্যাসীর টাকার অভাব নাই, অনেক চেলা। সন্ন্যাসী তাহার খরচের জন্য গজানন বাবুকে মাসে মাসে ১৫৲ টাকা করিয়া দিতেছেন। মজলিসের আর কোন কষ্ট নাই,—কোন অভাব নাই, কিন্তু সে সুখী নহে। কেন, তাহা সে নিজেই ভাল বুঝিতে পারে না। নিশীথ রাত্রে যে যুবক তাহাকে আদর করিয়াছিলেন—তাহাকে সে ভুলে নাই,—ভুলিতে পারে নাই। তাঁহার ছবি তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের অন্তস্তম স্থলে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। সে দিন রাত্রি তাঁহারই কথা ভাবিত। ভাবিতে—ভাবিতে অন্যমনস্ক হইত,—কিছুতেই সুখী হইতে পারিত না। কি এক বিষাদের ছায়া তাহার মুখে ভাসিয়া বেড়াইত।

গজানন বাবু ইহা লক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি শত প্রকারে তাঁহার সলীলাকে সুখী করিবার চেষ্টা করিয়াও পারিলেন না ভাবিয়া প্রাণে বড় কষ্ট পাইতেন। তাহার মনের ভাব জানিবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মজলিস্ তাঁহাকে সকল কথা বলিয়াছিল, কেবল বিজন বাবুর সহিত তাহার যে দেখা হইয়াছিল তাহা বলে নাই।

এক দিন গজানন বাবু মজলিসকে আদর করিয়া নিকটে বসাইয়া বলিলেন, "দিদি! তুই আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক। দিদি—তোর মুখে হাসি নেই কেন?

মজ্‌লিস্ গজানন বাবুর গলা জড়াইয়া বলিল, "কেন দাদা বাবু,—আমিতো সুখে আছি।"

গজানন। না দিদি, তোর মুখ দেখলে আমার মনে হয় যেন তোর মনে কি কষ্ট আছে,—আমায় বলবে না দিদি!

মজলিসের বিশাল চক্ষুদ্বয় জলে পূর্ণ হইয়া আসিল,—সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কেন দাদা বাবু—তুমি আমায় এত ভাল বাস,—তবে আবার আমার কষ্ট কি?"

গজানন। না, আর কিছু আছে।

মজলিস্ অনেকক্ষণ নীরবে রহিল, তৎপরে বলিল, "আমার একজনকে বড় দেখ্‌তে ইচ্ছা করে।

গজানন। সে কে আমায় বলবে না দিদি!

মজলিস্। তোমাকে তো বলেছি, যে আমায় মানুষ করেছিল, সে আমায় বড় মার্ত্তো আমি বড় কষ্টে ছিলাম। এক দিন রাত্রে আমার জ্বর হয়েছিল। আমাকে সে বড় মেরেছিল,—সেই দিন একটী বাবু আমায় বড় যত্ন করেছিলেন,—হয়তো সে

দিন তিনি না এলে আমি আর বাঁচতেম না। তাঁকে বড় দেখতে ইচ্ছে করে।

গজানন। তাঁর নাম কি?

মজলিস্। তার নাম জানিনে!

গজানন। জিজ্ঞাসা কর নাই।

মজলিস্। না।

গজানন বাবু পূর্ব্ব স্বভাবানুযায়ী এমনই ভাবে "এ্যাঁ" বলিয়া উঠিলেন যে মজলিস্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। গজানন বাবু কিয়ৎক্ষণ বিস্ফারিত নয়নে মজলিসের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "বুঝেছি— তারপর?" মজলিস্ কি উত্তর দিবে কিছু স্থির করিতে পারিল না কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, "তাঁকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে।"

গজানন বাবু বলিলেন, "দিদি যাতে তার সঙ্গে তোমার দেখা হয় তা আমি কর্ব্বো।" মজলিস্ গজাননের গলা ধরিয়া বলিল, "দাদা বাবু, তুমি তাকে কেমন করে চিন্‌বে?"

"ছাবি দেখবি," বলিয়া গজানন বাবু উঠিলেন।

মজলিসের হৃদয়ে আশা দেখা দিল, তাহার মুখ হইতে বিষাদের মেঘ কিয়ৎক্ষণের জন্য দূর হইল,—সে সেদিন বড় আহ্লাদে কাটাইল, তাহার ভাব দেখিয়া কালঝি বলিল, "ওমা তুই কি পাগল হলি।" পিতাম্বর বলিল, "তু—তু—তুমি—কি—কি—কি—ছুঁ—ছু—ব—ব—ব—ল—না। হ—হ—হ—হক।

কয়েকদিন পরে একটী ছোট বিজ্ঞাপন সমস্ত খবরের কাগজে প্রকাশিত হইল। সেটী এই—

"গত বৎসর মাঘ মাসের একদিন শনিবার রাত্রি ১২টা ১টার

সময় যিনি একটী দুঃখিনী বালিকাকে যত্ন করিয়াছিলেন,—তিনি যদি ঐ বালিকার সহিত দেখা করিতে চান, তবে কলিকাতা সিমলায় গঙ্গানেনর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।”

এই বিজ্ঞাপন বাহির হইবার প্রায় ছয় মাস পরে, ইহা মসৌরী সহরে বিজন বাবুর হস্তে পড়িল। তিনি কাশ্মীর অঞ্চলে ছিলেন, সংবাদ পত্রের সহিত বহুদিন তাঁহার সম্বন্ধ ছিল না। সেই জন্য এ বিজ্ঞাপন দেখেন নাই। বিজ্ঞাপনটী সহসা তাঁহার চক্ষে পড়ায় তিনি তখন বুঝিলেন যে এত দিন যে মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয় হইতে দূর করিবার জন্য তিনি জঙ্গলে জঙ্গলে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিতেছিলেন, তাহাকে তিনি ভোলেন নাই; ভুলিতে পারেন নাই।
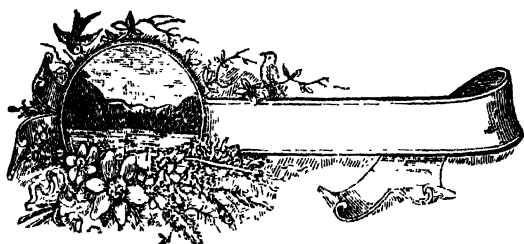
অষ্টদশ পরিচ্ছেদ

গজানন বাবু মজলিস্‌কে এত ভাল বাসিয়াছিলেন যে তিনি এক্ষণে দিন রাত্রি সন্ন্যাসীর ভয়ে ভীত হইতেন। "কবে শালা আসিয়া তাহার মজলিস্‌কে চায়" এই কথা সততই তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে মজলিস্‌কে শীঘ্র বিবাহ দিয়া সন্ন্যাসীর হস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিবেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি পাত্রেরও সন্ধানে ছিলেন,—কিন্তু মজলিসের মনোভাব জানিয়া তিনি ইহা বিশেষ বুঝিয়াছিলেন যে, মজলিস্ বিজনবাবুকে ভাল বাসিয়াছে,—অন্য বিবাহে তাহার ইচ্ছা নাই,—দিলে তাহাকে চিরদুঃখিনী করা হইবে মাত্র। গজানন বাবু প্রাণ থাকিতে তাহা কখনও করিতে পারিবেন না। সুতরাং তাঁহাকে মজলিসের বিবাহ স্থগিত রাখিতে হইল। তবে সন্ন্যাসী সম্বন্ধে কি করা যায়। "বেটাকে কলিকাতা থেকে তাড়াইতে হইবে" এইরূপ স্থির করিয়া গজানন বাবু হরেন্দ্র বাবুর সহিত

সাক্ষাৎ করা স্থির করিলেন। বহুকাল তিনি তাঁহার সহিত দেখা করেন নাই।

গজানন বাবু জানিতেন দুইপ্রহরে হরেন্দ্র বাবুর বৈটকখানায় কেহ থাকে না,—হরেন্দ্র বাবু বৈটকখানায়ই শয়ন করিয়া থাকেন। সেই জন্য তিনি ধীরে ধীরে তথায় চলিলেন,—গজানন বাবু চিরকালই ধীরে ধীরে যাইতে বাধ্য ছিলেন।

হরেন্দ্র বাবু তাঁহাকে বহুকাল পরে দেখিয়া খুসি হইলেন,—তাঁহার হাত ধরিয়া বসাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "নাতনী পেয়ে বাবা একেবারে পুরনো ইয়ারদের সব ভুলে গেলে।

গজানন। তোকে কে বল্লে?

হরেন্দ্র। কিছু কি গোপন থাকে বাপু।

গজানন। সেই নাতনীর জন্যই তোর কাছে এসেছি।

হরেন্দ্র। বলে যাও—সব শুনি।

গজানন। বলি বাবাজীর ওপর বিশ্বাস কেমন?

হরেন্দ্র। আমি কানাই নই।

গজানন। তা জানি।

হরেন্দ্র। শালা পরম ভণ্ড। সোণা যদি তৈয়েরি হতো তবে দুঃখ ছিল না।

গজানন। বহুত আচ্ছা।

হরেন্দ্র। কানাই গাড়োল তাই বিশ্বাস করে।

গজানন। তবে বাবাজীকে এত তোয়াজ কেন?

হরেন্দ্র। জানই তো।

গজানন। জানি তুমি কাকেও "না" বলতে পার না।"

হরেন্দ্র। করি কি?

গজানন। তাই এত দেনা ?

হরেন্দ্র। কপালং কপালং—

গজানন। আমার দরকার শালাকে কলিকাতা থেকে তাড়ান।

হরেন্দ্র। কেন ?

গজানন। আছে, পরে বলবো।

হরেন্দ্র। আমার স্কন্ধ থেকে নাবলে আমার আপত্তি নেই।

গজানন। উপায় ?

হরেন্দ্র। উপায়—কালঝি।

গজানন। খুলে বল বাপু।

হরেন্দ্র। যে অবস্থা তোমার।

গজানন। সে কথায় কাজ নেই।

হরেন্দ্র। আছে। শালার সরোজের স্ত্রীকে না পেলে সোণা তৈয়েরি হবে না। কালঝি সেই স্থান অধিকার কর্ব্বে।

গজানন। কেমন ?

হরেন্দ্র। আমি বলবো সরোজের স্ত্রী রাজি হয়েছে,—কিন্তু অন্ধকার ভিন্ন তার লজ্জা কর্ব্বে। আমাদের পরম গুণবতী কালঝি সরোজের স্ত্রী হবে—

গজানন। নাকে কথা যে।

হরেন্দ্র। আমরা বলবো, সে তার নিজের গলায় কথা কইলে পাছে কেউ জানতে পারে, তাই সে নাকি সুরে কথা কবে। শালা শাক্ত,—পেত্নীর মত কথা কইলে খুব খুসী হবে। বাবা, আমার তন্ত্র পড়া আছে।

গজানন। বহুত আচ্ছা বাবা। বুদ্ধি আছে।

হরেন্দ্র। একটু আছে।

গজানন। সরোজ আসে টাসে?

হরেন্দ্র। না। কানাই তাকে হাত কর্ব্বার চেষ্টায় ছিল। শুনিতেছি নাকি গোলাপ তাকে হাত করেছে, আমি খুব খুসী আছি।

গজানন। মোটেই আসে না?

হরেন্দ্র। না। চব্বিস প্রহর সেই খানেই আছে। বাড়ীতে যায় না। তবে ব্যাপার বোঝা গেছে।

গজানন। কি রকম?

হরেন্দ্র। বিস্তর খরচ কচ্চে। টাকার দরকার। আগে বাবাজীর সোণা তৈয়েরি হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল। এখন শুনছি নাকি বাবাজীর সন্ধান কচ্চে। বোধ হয় ভায়া তাহার ব্যাঙ্কের সর্ব্বনাশ করেছেন।

গজানন। কবে বাবাজীর শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা?

হরেন্দ্র। যে দিন কাল্‌ঝিকে ঠিক।

গজানন। কালই ঠিক কর্ব্বো।

হরেন্দ্র। বাবাজীর পরশু অন্তর্দ্ধান—এখন বায়রাখানা কি খুলে বল দেখি বাপু?

গজানন। না বল্লে হয় না।

হরেন্দ্র। বল্লেই বা।

গজানন। আমার এক মেয়ে ছিল।

হরেন্দ্র। তোমার আবার মেয়ে? সাত পুরুষে নয়।

গজানন। ছিল।

হরেন্দ্র। আচ্ছা বল।

গজানন। সেই মেয়ের একটা মেয়ে হ'তে সে ম'রে যায়।

হরেন্দ্র। বটে ?

গজানন। আমি মেয়েটাকে একটা দাইকে মানুষ কর্ত্তে দেই। সে মেয়েটাকে নিয়ে পালায়। অনেক দিন পরে এই শালা সন্ন্যাসী তাকে খুঁজে পেয়ে আমার কাছে আনে। এখন শালা সেই মেয়ে ফেরত চায়। শালাকে কালকাতা ছাড়া করাই চাই।

হরেন্দ্র। তা করে দিচ্ছি, ভয় নেই।

গজানন। তা তুই পারিস।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

অমাবস্যার রাত্রি, ঘোর অন্ধকার।···কালিঘাটের দক্ষিণস্থ কেওড়া তলার শ্মশানে, অন্ধকারে কানাই বাবু কাহাকে অনুসন্ধান করিতেছিলেন। বলিলেন, "শালা ভণ্ড নয় তো? শালা মিছি মিছি আমায় ভোগা দিয়ে থাকেন তো টের পাবেন কানাই কি চিজ্। একবার বাবা মোণ দশেক সোণা তয়ের ক'রে নিতে পাল্লে তারপর বোঝা যাবে। সরোজের স্ত্রীর তো জোগাড় হয়েছে,—হরেন না হলে এ কাজ হোত না। কেমন করে জোগাড় কল্লে সেই জানে। আমি সরোজটাকে জোগাড় কর্ত্তে গেলেম,—ছোঁড়া একটা প্রকাণ্ড গাড়োল,—কোথায় ২।৪শ মোণ সোণা করে নে,—না একটা মাগীর পাল্লায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। শীগ্গির টের পাবেন— যখন চৈতন্য হবে, তার আগেই কিস্তি মাত হয়ে যাবে। হরেন কিছুতেই বল্লে না যে সে কি রকমে সরোজের স্ত্রীটাকে জোগাড় কল্লে—চুলোয় যাগ্গে, কাজ নিয়ে কথা। কি ভয়ানক শ্মশান—কামড়াবে না তো। শালার

জন্য শেষ কোন দিন বেঘোরে প্রাণটা না যায়,—সোণা যদি সহজে মিল্‌তো,- তবে আর দুঃখ ছিল না। শালা গেল কোথায়?

কিয়ৎদূর গিয়া কানাই বাবু অন্ধকারে দেখিলেন যে কে একজন বসিয়া আছে, নিকটে গিয়া বুঝিলেন সন্ন্যাসীই বটে, বলিলেন, "বাবা—তোমায় খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছি।"

সন্ন্যাসী বলিলেন "তোমার ভক্তিতে প্রীত হলেম। এত রাত্রে এখানে কি মনে করে?"

কানাই। বাবাকে খুজে পাওয়া যায় কই।

সন্ন্যাসী। তবে সংবাদ?

কানাই। সংবাদ, সেটা জোগাড় হয়েছে।

সন্ন্যাসী। কি?

কানাই। সরোজের স্ত্রী রাজী হয়েছে।

সন্ন্যাসী। খুব ভাল।

কানাই। কবে পূজা হবে?

সন্ন্যাসী: আজ অমাবস্যা,—পরের অমাবস্যায়।

কানাই। কিন্তু একটা কথা আছে।

সন্ন্যাসী। বল।

কানাই। সে বড় লাজুক।

সন্ন্যাসী। ভদ্রলোকের স্ত্রীর হওয়াই উচিত!

কানাই। সে অন্ধকার ভিন্ন আলোকে আপনার সম্মুখে আসতে পার্ব্বে না।

সন্ন্যাসী। আমাদের পূজা অন্ধকারেই হয়।

কানাই। তবে সব ঠিক। আগের দিন খবর দিবেন।

সন্ন্যাসী। দিব।

কানাই বাবু যাইতে উদ্দ্যত হইয়া বলিলেন, "সত্যি সোণা তয়েরি হবে তো?"

সন্ন্যাসী একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "বিশ্বাস না হয় এ ইচ্ছা ত্যাগ কর।" "তাই বলচি, রাগ করবেন না" বলিয়া কানাই বাবু অন্ধকারে অন্তর্হিত হইলেন।

তাঁহার গমনের কিয়ৎক্ষণ পরে আর এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি কে?"

তিনি বলিলেন, "আমি সরোজ। অনেক অনুসন্ধান করে আপনার তল্লাসে এসেছি।"

সন্ন্যাসী। সংবাদ কি?

সরোজ। আমি একটু বিপদে পড়েছি। শীঘ্র আমার কিছু টাকার দরকার। তাই জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এল্যাম—সত্য সত্যই কি সোণা তৈয়েরি করা যায়!

সন্ন্যাসী। নিশ্চয় যায়।

সরোজ। আমার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার কর্ব্বেন?

সন্ন্যাসী। তোমাকে আমি বড় ভাল বাসি। নিশ্চয়ই কর্ব্বো। তবে যা প্রয়োজন তাতো তোমায় অগ্রেই বলেছি।

সরোজ। আমি তাকে রাজী কর্ব্বো,—তাকে কি কর্ত্তে হবে?

সন্ন্যাসী। আগামী অমাবস্যার দিন তাকে এই শ্মশানে বা যে স্থান স্থির কর্ব্বো সেইস্থানে আসতে হবে। সোণা প্রস্তুতের পূর্ব্বে তাহাকে পূজা করা প্রয়োজন।

সরোজ। আমি সঙ্গে করে আনবো।

সন্ন্যাসী। আর যা যা তাকে কর্ত্তে হবে, তা আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলে দিব। তাঁর সঙ্গে আমার একবার দেখা হওয়া আবশ্যক।

সরোজ। কবে দেখা কর্ব্বেন?

সন্ন্যাসী। যে দিন তুমি বলবে সেই দিন তোমাদের বাড়ী যাইব।

সরোজ। তবে আমি সমস্ত স্থির করে আপনাকে খবর দিব। এখন যেতে পারি?

সন্ন্যাসী। আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘজীবী হও।

সরোজ বাবু চলিয়া গেলে সন্ন্যাসী বলিলেন, "শাস্ত্র কখনও মিথ্যা হয় না। এই তের বৎসর পূর্ণ সিদ্ধির জন্য ঘুরিতেছি। যাহা প্রয়োজন তাহা পাইয়াও পাইতেছি না। আগামী অমাবস্যায় সাধনার পূর্ণ যোগ। বোধ হয় এতদিনে, এই ঘোর সাধনার জন্য যে দুইটী বালিকার প্রয়োজন তাহা হস্তগত হইল। তের বৎসর পূর্ব্বে এই বালিকা দুইটীকে পূর্ণ লক্ষণা দেখিয়াছিলাম। একটী সেই পর্য্যন্ত নজরে নজরে রাখিয়াছি। আর একটীকে হস্তগত করিয়াও হারাইয়াছিলাম। আবার সৌভাগ্যক্রমে হস্তগত করিয়াছি। আর আমার পূর্ণ সিদ্ধিলাভে ব্যাঘাত দেয় কে? একবার সাধনা উৎযাপন করিতে পারিলে জগতে আমার সমকক্ষ আর কেহই থাকিবে না, আমি সর্ব্বশক্তিমান হইব। আর কাহারও সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। যে যে লক্ষণাক্রান্ত দুইটী বালিকার প্রয়োজন, তাহা আমিই পাইয়াছি—আর কাহারও পাইবার সম্ভাবনা নাই—তবে শাস্ত্র কখনও মিথ্যা হয় না।"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কানাই বাবু ও সরোজ বাবু উভয়ই সোণা প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যগ্র, তবে উভয়ের উদ্দেশ্য সমান নহে। কানাই বাবু রাশি রাশি সোণা প্রস্তুত করিয়া বড়লোক হইতে চাহেন। সরোজ বাবু গোপনে সোণা প্রস্তুত করিয়া কোন গুপ্ত বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে ব্যগ্র। হরেন বাবু বড় লোকের ছেলে, মিতব্যয়ী না হইলেও মূর্খ বা কুলোক নহেন। তিনি এই দুই মূর্খের সহিত সন্ন্যাসী মূর্খকে জড়াইয়া একটু মজা করিতে চাহেন এই মাত্র। তিনি কোনরূপ মজা করিয়া জীবন কাটাইয়া দিতে পারিলেই সুখী।

কিন্তু সোণা প্রস্তুতের প্রধান উপকরণ সুশীলা,—সরলা, পতিব্রতা, প্রেমপরায়ণ বালিকা সুশীলা। সুশীলাকে, সন্ন্যাসীর প্রয়োজন,—সিদ্ধির জন্য; কানাই বাবু ও সরোজের প্রয়োজন,—সোণার জন্য। সুশীলাকে পাইবার জন্য কানাই বাবু হরেন বাবুকে খোসামদ করেন। হরেন বাবুর সাহায্য ব্যতীত সুশীলা লাভের আশা নাই। হরেন বাবুও কানাই বাবুকে অভয় দিয়া বলিয়াছেন "তোমার কোন ভাবনা নেই, নিশ্চিন্ত থাক। যে দিন

সন্ন্যাসী সুশীলাকে চাইবে, সেই দিনই তাহাকে আনাইয়া দিব। এর জন্য তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তবে এও তোমায় বলি, যদি তুমি নিজে বা অন্য কাহারও সাহায্যে সুশীলাকে হাত করবার চেষ্টা কর, তা হলে যাতে তোমার কাজ কিছুতেই না হয় তার চেষ্টায় আমি থাক্‌ব।" কানাই বাবু জানিতেন, হরেন বাবু বিমুখ হইলে কার্য্য উদ্ধারের আর কোনই আশা নাই; তাই তিনি হরেন বাবুর কথায় নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। সন্ন্যাসীকে বলিলেন, "সুশীলাকে যে দিন দরকার সেই দিনই পৌছাইয়া দিব।"

সরোজ আর সে সরোজ নাই। যেন কি এক ভয়াবহ ভয়ে তিনি সততই শঙ্কিত। আগে রাত্রে প্রায়ই বাটী আসিতেন না। ন মাসে ছ মাসে স্ত্রীর সহিত দেখা করিতেন। এক্ষণে মধ্যে মধ্যে বাটী আসেন; এক এক দিন রাত্রেও থাকেন, ইহাতেই সুশীলার পরম আনন্দ। সে স্বামীকে কিছু বলে নাই—কখন কিছু বলে না। একদিন সুশীলাকে সরোজ বলিলেন, "সুশীলা আমার সঙ্গে এক বড় সন্ন্যাসীর আলাপ হয়েছে। লোকটী যথার্থ সাধু, আমি এর কাছে মন্ত্র নেব স্থির করেছি, তোমাকেও নিতে হবে।" সুশীলা বলিল, "তুমি বল্লে অবশ্যই নেব।"

একদিন সরোজ সন্ন্যাসীকে নিজ বাটীতে লইয়া আসিলেন, সুশীলার সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। সুশীলা সসম্ভ্রমে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল। সেই পর্য্যন্ত সন্ন্যাসী তাঁহাদের বাটীর একজন হইয়া পড়িলেন। তিনি সুশীলাকে নানা ধর্ম্মের কথা, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্যের কথা, স্বামীর মঙ্গলের জন্য স্ত্রীর জীবন দান করা একান্তই কর্ত্তব্য প্রভৃতি নানা উপদেশ দিতে লাগিলেন। সুশীলাকে এ সব উপদেশ দিবার প্রয়োজন

ছিল না। সে ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা হইলেও সে এ কথা হৃদয়ের সহিত জানিত। সে তাহার স্বামীর শত দোষ সত্ত্বেও তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মানিত, স্বামীর মঙ্গলের জন্য সে অনায়াসেই প্রাণ দিতে পারিত। সে কতবার মনে মনে বলিত, আমি মরিলে যদি স্বামী গৃহে থাকেন, তবে আমি মরি না কেন?

সহসা সরোজ একদিন নিরুদ্দেশ হইলেন। আজ কাল তিনি মধ্যে মধ্যে গৃহে আসিতেন, কিন্তু এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল তবুও তিনি একবারও গৃহে আসিলেন না। সুশীলা ক্রমেই অস্থির হইতে লাগিল। সে কত কাঁদিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া কত রাত্রি কাটাইল, কিন্তু সরোজ আসিলেন না।

এইরূপে দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল। একদিন, তিনি যে আফিসে কাজ করিতেন, সেই আফিসের বড় সাহেব তাঁহার সন্ধান করিতে আসিলেন। তখন সুশীলা জানিল, তিনি যথার্থই নিরুদ্দেশ হইয়াছেন,—তিনি কলিকাতায় নাই। তিনি বাটী আসিতেন না বটে কিন্তু রোজ আফিসে যাইতেন। এখন প্রায় দুই সপ্তাহ আর আফিসেও যান নাই। তবে তিনি কোথায় নিরুদ্দেশ হইলেন? সুশীলা উন্মাদিনী প্রায় হইল। সে কাহার নিকট যাইবে, কাহাকে প্রাণের যাতনা বলিবে? তাহার একমাত্র বল ভরসা, তাহার দাদা বিজনকুমার। তিনি প্রায় দুই বৎসর বিদেশে, পশ্চিমে তিনি এক্ষণে কোথায় আছেন সুশীলা তাহা জানে না, তিনি প্রায়ই এক স্থানে দুই দিন থাকেন না। সে তাঁহার ঠিকানা জানে না, যে আসিতে পত্র লিখিবে। সে বাণ বিদ্ধা হরিণীর ন্যায় নীরবে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। এক মাস কাটিয়া গেল তবুও সরোজ আসিলেন না।

মঞ্জলিস।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রায় দুই বৎসর পরে বিজনকুমার দেশে ফিরিয়াছেন। যদি বিজ্ঞাপনটী তাঁহার চক্ষে না পড়িত, তাহা হইলে হয় তো তিনি এত শীঘ্র দেশে ফিরিতেন না। একি প্রেম, না স্বার্থ?

দেশে ফিরিলে তাঁহার দাস দাসী সকলেই প্রীত হইল; বিজনকে সকলেই ভাল বাসিত, যে শুনিল বিজন দেশে ফিরিয়াছেন, সেই সন্তুষ্ট হইল। সকলেই মনে মনে ভাবিল এখন বিজনের যত শীঘ্র বিবাহ হয় ততই ভাল। কিন্তু বিজনের হৃদয়ে বিবাহ ইচ্ছা একেবারেই ছিল না। যে দিন কলিকাতার রাজপথে সেই অভাগিনী দুঃখিনী দশম বর্ষীয়া মজ্‌লিসকে দেখিয়া ছিলেন সেই দিন হইতেই, কেন তিনি জানেন না— তাঁহার বিবাহ ইচ্ছা একেবারেই তিরোহিত হইয়াছে।

যাহা হউক তিনি দেশে ফিরিয়া প্রথমে প্রাণের ভগিনীকে দেখিতে গেলেন, গিয়া কিন্তু সুখী হইলেন না, তিনি কখনও

যাহা জীবনে ভাবেন নাই, তাহাই শুনিলেন। শুনিলেন সরোজ, আর সে সরোজ নাই।

ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সরোজ কোথায় ?" সুশীলা নীরবে সজল নয়নে দাদার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। বিজন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সরোজ কোথায় ?"

সুশীলা এবার কথা বলিল, "তা জানিনে তো দাদা !"

"জানিনে ! সে কি !" বলিয়া বিজন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভগিনীর দিকে চাইলেন। বলিলেন, "জানিনে, সে কি ! বাড়ীতে থাকে না ? তুই কি তার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস্ ?"

এ কথা সুশীলার প্রাণে সহিল না, সে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিবে ? সে কাঁদিয়া ফেলিল, বিজন আদর করিয়া ভগ্নীকে পার্শ্বে বসাইলেন, চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "কাঁদতে আছে ! কি হয়েছে আমায় বল্, আমি এখনি তাহাকে ধরে আন্‌চি।" সুশীলা সজল নয়নে রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "দাদা আমি তো জানিনে। তুমি চলে যাবার পর থেকেই তিনি আর বাড়ী আসেন না। দিন কত আগে এসেছিলেন,—তারপর একমাস থেকে তার আর কোন খবর নেই। আফিসেও যান না।"

বিজন। কে বল্লে ?

সুশীলা। সাহেব তাঁকে খুঁজতে এসেছিলেন।

বিজন। তার খোঁজ কেউ করেছে ?

সুশীলা। হাঁ গুরুজী অনেক খোঁজ করেছেন।

বিজন। গুরুজী কে ?

সুশীলা। সন্ন্যাসী।

বিজন। সন্ন্যাসী কে ?

সুশীলা। তিনিই তাঁকে এনেছিলেন। তাঁর কাছে মন্ত্র নিয়েছেন। আমিও নিয়েছি।

বিজন চিন্তিত হইলেন, তারপর বলিলেন, "আগে কোথায় থাক্‌তো ? বাড়ী আস্‌তো না, থাক্‌তো কোথায় ?

সুশীলা। তা জানিনে ?

বিজন। আমি কি কর্ব্বো ?

বিজন বিরক্ত হইয়া সরোজের চাকরকে ডাকিলেন, সে আসিলে বিজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু বাড়ী আস্‌তেন না, থাক্‌তেন কোথায়, কিছু খবর রাখ ? সে বিজনের ভাবে ভীত হইয়া বলিল, "বাবু বলব কি ?"

বিজন। বলবি না তো জিজ্ঞাসা কচ্ছি কেন ?

চাকর। হরি বলে একটা মেয়েমানুষের বাড়ী।

বিজন। মদটদ খায় ?

চাকর। খুব মাতাল।

সুশীলা। দাদা—না—না— মিথ্যে কথা,—তিনি কখনও এমন হতে পারেন না।

বিজন। বুঝেছি। আমি এখনই তার খবর নিয়ে, তাকে ধরে আন্‌চি। তুই কাঁদিসনে।

সুশীলা। দাদা তুমি ছাড়া আর আমার কে আছে !

বিজনের চক্ষে জল আসিল। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন, তৎপরে তিনি সুশীলাকে সান্ত্বনা করিয়া সত্বর সে বাটী ত্যাগ করিলেন।

তিনি হৃদয়ে বড়ই বেদনা পাইলেন, ভাবিলেন, আমি

কি স্বার্থপর। নিজের স্বার্থের জন্যে--নিজের সুখের জন্য, দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর সুশীলার এই অবস্থা। আমি দেশে থাক্‌লে সরোজ কখনই এমন হতো না। আমার মত নরাধম সংসারে আর কে আছে? একটা বেশ্যার মেয়ের জন্যে আমি পাগল। আমার মরণ হওয়া ভাল। বিজ্ঞাপনটা না দেখলে তো আমি দেশে ফির্‌তেম না, তা হলে সুশীলার কি হ'ত! সুশীলাকে আমি যে প্রাণের চেয়ে ভাল বাসি, তবুও-সরে একটা রাস্তার মেয়ের মুখ ভুলতে পাল্লেম না, তার জন্যে পাগল হয়ে ঘুরছি, আর আমার প্রাণের বোন, কেঁদে কেঁদে সারা হচ্চে। আমার মত নরাধম কে? আমার মরণ হওয়াই ভাল।'

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বিজনকুমার সহসা চমকিত হইয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন তিনি গজানন বাবুর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়াছেন। কি সর্ব্বনাশ আবার সেই? তিনি জানেন না, কেন, কেমন করিয়া তিনি এই বাটীর সম্মুখে আসিলেন। তিনি বহুক্ষণ ইতঃস্তত করিলেন, ভাবিলেন, না—কাজ নাই—কেন আর খোঁজ করি? আমার অনেক কাজ আছে, সরোজকে খুঁজে বার কর্ত্তে হবে,- কে জানে আবার তার সঙ্গে দেখা হলে, হয়তো সব ভুলে যাব;—না দেখা কর্ব্বো না। এখানে তাঁর বেশীক্ষণ থাকা উচিত নহে। এই ভাবিয়া বিজনকুমার সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়াছেন—এমন সময় পশ্চাতে এক অত্যদ্ভুত "বা" শব্দ শুনিয়া তিনি চমকিত হইয়া ফিরিলেন, দেখিলেন দ্বারে গজানন বাবু।
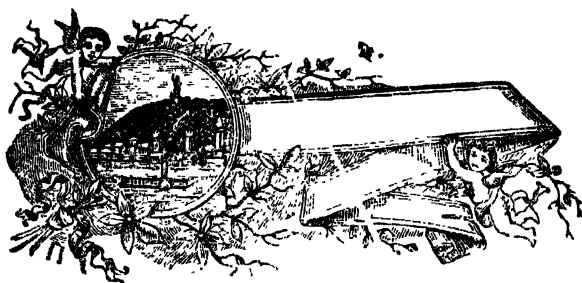
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তখন প্রায় ৫টা বাজে। গজানন বাবু চির প্রথানুসারে নিজ বৃহৎ গড়গড়া লইয়া দ্বারপার্শ্বস্থ রোয়াকে বসিতে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ তাঁহার বৃহৎ কলিকায় উৎকৃষ্ট গয়ার তামাকু তাওয়া দিয়া সাজিয়া বৈকালে এই সময় রোয়াকে বসিতেন। আফিসের ফেরত পরিচিত লোক দেখিলেই বলিতেন,—"আসুন, একবার তামাক খেয়ে জান।" ভদ্রলোকগণ অনুরোধে এক দুই টান দিয়া তামাকের কোন সম্পর্ক না পাইয়া চলিয়া যাইতেন। এইরূপ টানের পর টান পড়িয়া ক্রমে তামাকু ধরিয়া উঠিত। যেমন তামাকটী ধরিত, অমনি গজানন বাবু গড়গড়া লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেন আজও সেই কার্য্যে বাহির হইয়াছিলেন।

বিজনকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বিজন বাবু যে। বহু-

কাল পরে দেখা। শুনেছিলেম নাকি পশ্চিম যাওয়া হয়েছিল। আসুন বসুন,—দুটো পশ্চিমের গল্প শুনি।”

বিজন বাবু বসিলেন, কিন্তু নীরব। গজানন বাবু বলিলেন, “বলুন, পশ্চিমের দুটো গল্প শুনি। সেখানকার লোক কেমন? আমার মত দেহ দুটো একটা চক্ষে পড়েছিল কি ?”

বিজন বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন “নূতন আর কি, সব দেশের লোকই সমান।

গজানন। বলি আমার মত আছে কি না ?

বিজন। মথুরার চোবেদের কাছে আপনি দাড়াইতেও পারেন না।

গজানন। বাপ,—তাদের বেলে নেয়। খায় কত ?

বিজন। দশসেরী, আদমণী, একমণ পর্য্যন্ত আছে। যাত্রীরা তাদের খাওয়ায়।

গজানন। বাহ্যে করে কত ?

বিজন বাবু আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। গজানন বাবু নিজ সুললিত স্বরে ডাকিলেন, পিতাম্বর, ভিতর হইতে উত্তর হইল। “আ—আ—আ—আ” “গজানন বাবু বলিলেন,—“শীগ্‌গীর এদিকে আয় শালা।”

পিতাম্বর আসিয়া সম্মুখে দাড়াইল। গজানন বাবু বলিলেন, যে এক মণ খায় সে বাহ্যে করে কত ? সে গামলা কত বড় ?

পিতাম্বর। আ—আ—আ—জ্ঞে—তা—তা—তা—কে—কে—কে—মন—ক—ক—ক—রে—ব—ব—ব—ব—

গজানন। দূর বেটা বেয়াকুব।

পিতাম্বর পালাইল, বিজনকুমার বহু কষ্টে হাস্য সম্বরণ

করিয়া অন্য কথা তুলিবার জন্য, তাঁহার অনিচ্ছা সত্বেও বলিয়া উঠিলেন,—"গজানন বাবু আপনার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ কাজ আছে।" "কাজ" বলিয়া গজানন বাবু বিস্ফারিত নয়নে প্রায় ৫ মিনিট বিজন বাবুর দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। বিজন লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করিলেন তৎপরে ধীরে ধীরে পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, "এই বিজ্ঞাপনটী কি আপনি দিয়াছিলেন।"

গজানন বাবু লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন, "বটে!" তাঁহার স্বরে পথিপার্শ্বস্থ দুই একজন তাঁহার দিকে চাহিল। বিজন বাবু কি বলিবেন, হাসিবেন কি রাগ করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। নীরবে বসিয়া রহিলেন। গজানন বাবু সেই রূপ ভাবে তাঁহার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তৎপরে বলিয়া উঠিলেন, "পিতাম্বর খুব ভাল।" সে ভিতর হইতে বলিল "আ—আ—আ—জ্ঞে।"

গজানন বাবু বসিলেন, বলিলেন, তার পর।

বিজন। এই বিজ্ঞাপনটী কি আপনি দিয়াছিলেন।

গজানন। তার পর।

বিজন। আমারই সঙ্গে প্রায় ৩ বৎসর আগে এই মেয়েটীর দেখা হয়েছিল।

গজানন। তার পর।

বিজন। আমি তার সঙ্গে পর দিনই দেখা কর্ব্বো বলিয়াছিলাম, কিন্তু বোনের ব্যামো হওয়ায় দেখা কর্ত্তে পারিনি। তিন মাস পরে দেশে ফিরে তাকে দেখতে যাই। সে আর সে বাড়ীতে ছিল না। অনেক খুঁজিয়াও তার আর কোন সন্ধান পাইনি।

গজানন। তার পর।

বিজন। তার পর—আপনি কি তার ঠিকানা জানেন?

গজানন বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন প্রেম—প্রণয়—ভালবাসা। তৎপরে শীস্ দিতে লাগিলেন।

বিজনকুমার বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দাড়াইলেন,—বলিলেন, "আপনি কি আমাকে উপহাস করিবার জন্য এই বিজ্ঞাপনটী দিয়াছিলেন?"

গজানন বাবু বিজন বাবুর হাত ধরিয়া বসাইলেন, বলিলেন, "সেও তোমার জন্যে পাগল?"

বিজনকুমারের হৃদয় স্পন্দিত হইল। তিনি বলিলেন, "তার কি আমার কথা মনে আছে?

গজানন। দেখা হলেই মালুম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিজন বাবু দেখিলেন একটী পরম লাবণ্যময়ী বালিকা গৃহ-মধ্যস্থ খট্টাঙ্গে বসিয়া নিজ মনে একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছে,—তাঁহার মুখ হইতে, তাঁহার অজ্ঞাতসারে হঠাৎ বাহির হইল, "সুশীলা ?"

তাঁহার স্বরে চমকিত হইয়া বালিকা তাঁহার দিকে চাহিল,—বিজনকুমার তাঁহার ভ্রম বুঝিয়া নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। তখন তিনি দেখিলেন দুই বৎসর পূর্ব্বে এক দিন রাত্রে তিনি যে অনাথিনী বালিকাকে দেখিয়াছিলেন,—এই সেই বালিকা,—এই তাঁহার সেই মজলিস্।

মজলিস্ তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিল। বিজনকুমারের মূর্ত্তি তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল,—সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশে সেই মূর্ত্তি পূজা করিতেছিল। সে তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিবে না তো, চিনিবে কে ?

সে কিয়ৎক্ষণ বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল,—তৎপরে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। বোধ হয় তাহার মস্তক বিঘুর্ণিত হইল,—সে খাট ধরিল,—কেবল মাত্র বলিল, "কাল আসিবেন বলিয়াছিলেন, আইসেন নাই কেন?"

দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার নিকট সে 'কাল', কালই রহিয়াছে। বিজনকুমার স্পন্দিত হৃদয়ে কম্পিত পদে তাহার নিকটস্থ হইলেন,—বলিলেন, "তুমি আমাকে ভুল নাই, আমি মনে করিয়াছিলাম আমার কথা তোমার মনে নাই।"

মজলিসের চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। সে আবার অর্দ্ধ-স্ফুট স্বরে বলিল, "আসিবেন বলিয়াছিলেন——"

বিজন বলিলেন, "আমার ভগ্নীর হঠাৎ সেই রাত্রে অসুখ হওয়ায়, আমি তাকে নিয়ে বেড়াইতে পশ্চিমে গিয়াছিলাম। ফিরে এসে তোমায় অনেক খুঁজেছিলাম,—তারপর এই দুই বৎসর এদেশে ছিলাম না।"

বিজন খাটে বসিলেন,—বলিলেন, "বসো—এখন ভাল আছ তো—এখন কোন কষ্ট নাই?" মজলিস ঘাড় নাড়িয়া হাঁ বলিল। বিজন হাত ধরিয়া তাহাকে পার্শ্বে বসাইলেন,—তাহার হাত বরফ হইতেও শীতল,—তাহার আপদ মস্তক কম্পিত হইতেছিল। বিজনকুমার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার কি অসুখ করিতেছে?" মজলিস মস্তক অবনত করিয়া বলিল, "না।"

তখন বিজনকুমার একে একে তাহার সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে মজলিস তাহার সকল বৃত্তান্তই বলিল,—বিজনও এই দুই বৎসর কি কি করিয়াছিলেন, সকলই

তাহাকে বলিলেন। ক্রমে উভয়েই জগতের সকল কথাই ভুলিয়া গেলেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে, একদিন রাত্রে বিজনকুমার যেরূপ আদরে মজলিসের মস্তক তাঁহার বুকের উপর রাখিয়া, তাহার কথা শুনিয়াছিলেন,—আজও তিনি সাদরে ও সস্নেহে তাহার মস্তক নিজ হৃদয়ে স্থাপিত করিলেন। সে তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া তাহার কষ্টের কথা, সুখের কথা সকলই বলিতেছিল। কতক্ষণ তাঁহারা এইরূপ কথা বলিতেছিলেন, তাহা উভয়ের কাহারই মনে ছিল না। সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে গৃহ আবরিত করিতেছিল।

সহসা এক অত্যদ্ভুত "বা!" শব্দে উভয়েই চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। দেখিলেন দ্বারে গজানন বাবু নিজ বিশাল হস্তদ্বয় বিস্তৃত করিয়া মুখব্যাদন করিয়া বিস্ফারিত নয়নে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।—কিয়ৎক্ষণ এইরূপ থাকিয়া তিনি আবার নিজ সুললিত স্বরে "বা!" বলিয়া উঠিলেন।

আজ মজলিসের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ ছিল। সে গজানন বাবুর ভাবে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। হাসিয়া উঠিল।—বিজনকুমার প্রথমে লজ্জিত হইয়াছিলেন,—কিন্তু শেষে তিনিও হাসিয়া ফেলিলেন।

তখন গজানন বাবু নিকটস্থ হইয়া দুই হস্তে দুই জনের হাত ধরিলেন। গজানন বাবুর উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া উভয়েই নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন গজানন বাবু ডাকিলেন, "পিতাম্বর—কাল ঝি।" নেপথ্য হইতে উত্তর হইল "আ—আ—আ—জ্ঞে।" গজানন বাবু চিৎকার করিয়া বলিলেন, "আয় বেটা শীগ্‌গির এই দিকে।"

পিতাম্বর ও কাল ঝি উভয়ে আসিয়া দাঁড়াইল।—তখন গজানন বাবু বলিলেন, "এই মেয়েটী আমার কে হয়?"

পিতাম্বর। আ—আ—আ—আ —

গজানন। বেটা শীগ্‌গির বল্‌—কাল ঝি——

কাল ঝি। ওঁমা বঁল কিঁ—তাঁ কেঁ নাঁ জাঁনে।

গজানন। পিতাম্বর——

পিতাম্বর। আ—আ—আ——

গজানন। শালা——

পিতাম্বর। আ—আপনার—না—না—না—না—তনী।

গজানন। কাল ঝি———

কাল ঝি। বাঁছা—তোঁমার বাছার মেঁয়ে।

গজানন। ঠিক,—শুন্‌লে বিজন বাবু।—আমার জামাই বড় কুলিন,—জাত্যংশে খুব ভাল,—কাজেই কোন আপত্তি হতে পারে না।

এই বলিয়া গজানন বাবু, বিজন ও মজলিসের দুই হস্ত এক করিয়া দিয়া,—পিতাম্বরের দিকে ফিরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "শালা, শাঁক বাজা।"

পিতাম্বর। আ—আ—আ জ্ঞে।

গজানন। কাল ঝি——

কাল ঝি। বঁলো।

গজানন। উলু দেও।

কাল ঝি। "উঁলু উঁলু" ধ্বনি করিয়া উঠিল। মজলিস নিজ হাত ছাড়াইয়া লইয়া হাসি গোপন করিবার জন্য বিছানায়

মুখ লুকাইল। বিজন বাবু কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

গজানন বাবু নিজ অদ্ভুত ভাবে চোক টিপিয়া তথা হইতে অন্তর্ধ্যান হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাল ঝি ও পিতাম্বরেরও তিরোধান হইল। তখন মজলিস হাসিতে হাসিতে উঠিয়া বলিল, "বসুন,—দাদা বাবু ঐ এক রকম।"

বিজনকুমার বসিলেন,—কিন্তু মজলিস যত আনন্দিত, প্রফুল্লিত, —তিনি তত নহেন। প্রকৃত পক্ষে মজলিসকে বিবাহ করিবার কথা তাঁহার মনে কখনও উদিত হয় নাই। অর্দ্ধ উন্মাদ গজানন বাবুর কার্য্যে আজ তাঁহার মনে একথা উদিত হইল। তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইল,—নানা ভাবে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল,—তিনি অন্যমনস্ক হইলেন।

তিনি তখনই গজানন বাবুর বাটী পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন,—কিন্তু মজলিস তাঁহাকে যাইতে দিল না। সে হাসিতে হাসিতে, তাহার দাদা বাবু, পিতাম্বর ও কাল ঝির বিষয় বর্ণনা করিতে লাগিল। বিজন বাবু তাহার সরলতাময় বাক্য,—তাহার হাস্যজনক বর্ণনায় আবার সকল ভুলিয়া গেলেন।—আবার দুইজনে নানা কথা কহিতে লাগিলেন।—সে সকল কথার অনেক কথারই কোন অর্থ নাই!

রাত্রি প্রায় ১০টার সময় তিনি গজানন বাবুর বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। "কাল সকালেই আবার আসিব" বলিয়া তিনি নিজ গৃহাভিমুখে চলিলেন।
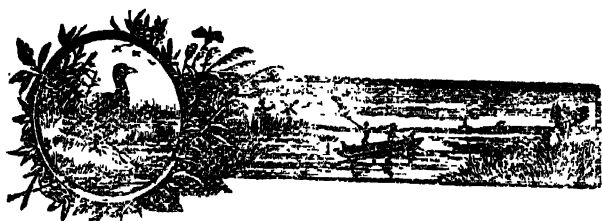
চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গৃহে ফিরিয়া বিজনকুমার নাম মাত্র আহার করিলেন। তৎপরে নিজ শয়ন গৃহে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন, কিন্তু তিনি শয়ন করিলেন না। চিন্তিত মনে গৃহ মধ্যে পদচারণ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার হৃদয়ের অবস্থা বর্ণনাতীত।—নানা ভাবে, নানা চিন্তায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি যে দিন প্রথম মজলিসকে দেখিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে তাহার মুখ ভুলিতে পারেন নাই, সেই দিন হইতেই তাঁহার জীবনের এক ঘোর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।—তিনি গৃহে তিষ্ঠিতে পারেন নাই, অস্থির চিত্তে শান্তি লাভের প্রত্যাশায় পশ্চিমে, চলিয়া গিয়াছিলেন।—দুই বৎসর দেশে দেশে ঘুরিয়াছিলেন!

এ কি ভালবাসা? তিনি যে মজলিসকে ভাল বাসিয়াছেন? তাঁহার হৃদয় প্রাণ মন যে মজলিসে মগ্ন হইয়াছে,—তাহা

তিনি এত দিন ভাল বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু আজ গজানন বাবুর কার্য্যে সহসা যেন তাঁহার হৃদয় হইতে কি আবরণ অপসারিত হইয়াছে,—আজ তিনি স্পষ্টই বুঝিয়াছেন যে মজলিসই তাঁহার হৃদয়ের মূল গ্রন্থি হইয়া গিয়াছে, তাঁহার জীবনের সুখ দুঃখ তাহারই সহিত জড়িত হইয়া গিয়াছে,—তাহাকে না পাইলে তিনি আজীবন দারুণ জ্বালায় জ্বলিবেন,—তাঁহার হৃদয় ভগ্ন হইয়া যাইবে।

তিনি অনায়াসেই মজলিসকে লাভ করিয়া পরম সুখে সুখী হইতে পারেন,—তিনি ইচ্ছা করিলেই তাহাকে বিবাহ করিতে পারেন,—গজানন তাহাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিবার জন্য একান্তই ব্যগ্র।

তবে তিনি তাহাকে বিবাহ করিবেন না কেন? অন্য কেহ মজলিসকে লইবে,—ইহা তাঁহার প্রাণে সহিবে না,—হয়তো তাহা হইলে তিনি উন্মত্ত হইবেন,—তবে তিনি তাহাকে বিবাহ করিবেন না কেন?

যে বাল্যকালে বারবণিতালয়ে লালিত হইয়াছে, ইহা তিনি ব্যতীত আর কেহ জানে না, জানিবার সম্ভাবনা নাই। তবে কি আপত্তি হইতে পারে?

সে সদ্বংশজাত, গজাননের দৌহিত্রী। গজানন ধনী বা সম্ভ্রান্ত না হইলেও তাহার বংশ ভাল,—তিনি অনায়াসেই তাহার দৌহিত্রীকে বিবাহ করিতে পারেন। তাহাতে তাঁহার বংশমর্য্যাদায় কোন হানি হইবে না। তবে লোকে বলিবে দরিদ্রের গৃহে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার অর্থের অভাব নাই,—ধনীর গৃহে বিবাহ করিয়া তাঁহার লাভ কি। তিনি শত দরিদ্রের

কন্যাকে অনায়াসে বিবাহ করিতে পারেন,—তিনি তাহাই করিবেন,—তিনি মজলিস্‌কেই বিবাহ করিবেন ?

সহসা দুইটী মুখ বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইল,—সঙ্গে সঙ্গে তাহার বোধ হইল যেন কে তাঁহার হৃদয়ে দারুণ আঘাত করিল।

সহসা তাঁহার পিতার উইলের কথা তাঁহার মনে পড়িল। "তাহাকে দেখিলেই চিনিতে পারিবে।" পিতা তাঁহার অপহৃত ভগ্নী সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন।—"তাহাকে দেখিলেই চিনিতে পারিবে।" কি রূপে তিনি তাহাকে চিনিবেন ? নিশ্চয়ই তাহা হইলে তাঁহার অপহৃত ভগ্নীর চেহারা সম্পূর্ণ সমান না হউক কতকটা সুশীলার ন্যায়।

মজলিস ও সুশীলার চেহারা প্রায় একরূপ। সহসা দেখিলে উভয়কে যমজ ভগ্নী বলিয়া বোধ হয়। সহসা দেখিলে মজ-লিস্‌কে সুশীলা বলিয়া মনে হয়। আজ গজাননের বাটীতে তাঁহারই এ ভুল হইয়াছিল। তবে কি মজলিস তাঁহারই সেই অপহৃত ভগ্নী ?

তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল,—তিনি নিকটস্থ এক খানি কৌচে বসিয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আবার ধীরে ধীরে উঠিয়া পদচারণ করিতে লাগিলেন।

মনে মনে বলিলেন, "না, তাহা কখন হইতে পারে না। গজানন অনর্থক আমাকে মিথ্যা কথা বলিবে কেন ? মজলিস্ নিশ্চয়ই তাহার দৌহিত্রী,—তাহার মেয়ের মেয়ে।—যে ঝি তাহাকে মানুষ করিয়াছে,—সে পর্য্যন্ত বলিল।—সুতরাং মজলিস্

যে, কোন প্রকারেই আমার ভগ্নী নহে তাহা নিশ্চয়। এক রকম চেহারার লোক অনেক আছে,—এমনই এক চেহারার লোক আছে যে তাহাদিগকে যমজ বলিয়া বোধ হয়!—এরূপ ভাবে এরূপ মিথ্যা কথা গজাননের বলিবার কোনই আবশ্যকতা নাই,—সে কেন অনর্থক মিছা কথা কহিবে।—মজলিস তাহারই দৌহিত্রী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

তিনি আবার বহুক্ষণ পদচারণ করিলেন,—সহসা তাঁহার প্রাণের ভিতর কে যেন চুপি চুপি বলিল, "অতি সহজেই অতুল সম্পত্তির অধিপতি হইতে পার।—তোমার অপহৃত ভগ্নীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেই তোমার পিতার ও পিতার বন্ধুর সঞ্চিত সমস্ত ধনই লাভ করিতে পার।—মজলিস্ তোমার সেই ভগ্নী হউক, আর নাই হউক,—তাহাকে সুশীলার পার্শ্বে দাড় করাইয়া দিলে অন্য আর কোন প্রমাণই প্রয়োজন হইবে না। জজ উভয়কে এক সঙ্গে দেখিলেই উভয়কে যমজ ভগ্নী বলিয়া স্পষ্টই বুঝিবেন। গজানন সহস্র বলিলেও তাহার কথা টিকিবে না।—কেন মূর্খের মত এত ধন, সম্পত্তি ইচ্ছা করিয়া হারাইতেছ?"

বিজন কুমারের হৃদয়ে এক গুরুতর বর্ণনাতীত আলোড়ন উপস্থিত হইল। তিনি মজলিস্‌কে বিবাহ করিয়া চির সুখী হইতে পারেন,—তিনি অনায়াসেই তাহাকে লাভ করিতে পারেন,—গজানন অতি আনন্দ সহকারে তাঁহার সহিত মজ-লিসের বিবাহ দিবে,—তিনি ভগ্নী বলিয়া তাহাকে পরিচয় দিলে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতে পারেন!

তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইতেছিল,—তাঁহার হৃদয় সবলে

স্পন্দিত হইতেছিল।—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছিল।—তিনি গৃহ মধ্যে স্তম্ভীত হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন।

সেই স্বর আবার তাঁহার হৃদয়ে চুপে চুপে বলিল, "তুমি প্রেমের দায়ে, তোমার অর্থ না লইতে পার,—সে তোমার ইচ্ছা,—কিন্তু তুমি কোন্ ধর্ম্মে সুশীলার অংশ হইতে তাহাকে বঞ্চিত কর। তোমার সেই ভগ্নীকে পাওয়া গেলেই সুশীলাও অতুল ধনশালিনী হইবে,—তুমি কোন ধর্ম্মে তাহাকে তাহার প্রাপ্য ধন না দাও? এই কি ধর্ম্ম,—এই কি ন্যায়, এই কি কর্ত্তব্য? নিজের স্বার্থের জন্য,—নিজের সুখের জন্য,—প্রেমের দায়ে তুমি এই অপকর্ম্ম করিতেছ,—তুমি কি পাষণ্ড নও?"

বিজন কুমার কৌচে বসিয়া পড়িয়া চক্ষু মুদিত করিলেন। কতক্ষণ তিনি এই ভাবে বসিয়াছিলেন, তাহা তিনি জানেন না, —সহসা বাহিরের দ্বারে সবলে কে কড়া নাড়া দিল, তিনি চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তিনি, সত্বর পদে জানালায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?"

নিচে হইতে এক জন বলিল, "বাবু,—সর্ব্বনাশ হয়েছে। শীঘ্র আসুন।"

বিজন দেখিলেন, সে তাঁহার ভগিনীর বাটীর চাকর। তিনি সত্বর বাহিরের দিকে ছুটিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যখন নিরঞ্জন কুমার নিজ শয়ন গৃহে পদচারণ করিতেছিলেন,—নানা চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই রাত্রে সেই সময়ে অভাগিনী সুশীলা নিজ বিছানায় পড়িয়া চক্ষের জলে বালিস সিক্ত করিতেছিল। নিরঞ্জন অনেক দিন হইতে বাড়ী আইসেন না। দুঃখিনী বালিকা তাঁহার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া, তিল তিল করিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছিল।

সে ভাবিতেছিল "এখন তিনি কি কচ্চেন! আমি কি অপরাধ করেছি, যে তিনি আমাকে একেবারে ভুলে গেছেন! লোকে কত কথা বলচে! কেউ বলে তিনি মদ খেয়ে মাতাল হয়েছেন,—কেউ বলে—না না—মিথ্যা কথা। আমার বুক যে ফেটে যায়?"

দুঃখিনী বালিকা মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া হৃদয়ের যাতনা উপশমিত করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, বোধ

হয় শীগ্‌গির ভোর হবে? আর যে আমার সয় না? কেন, তুমি আমাকে এমন করে ভুলে গেলে,—আমি যে তোমায়, প্রাণের ভিতর দিন রাত পূজা করি,—আমি যে তোমার দাসীরও দাসী,—তবে কেন এমন করে আমায় ভুলে গেলে? কে আমার এমন সর্ব্বনাশ কল্লে.—আমি তো কখনও কারও কোন অনিষ্ট করি নি!"

এই সময়ে এই গৃহের জানালার নীচে একটা শব্দ হইল. সুশীলা সভয়ে চমকিত হইয়া উঠিল,—ভয়ে চক্ষু মুদিত করিল,—ভাবিল হয়তো চোর আসিয়াছে।

কিন্তু এবার যেন শুনিল কে যেন তাহাকে সন্তর্পণে ডাকিল, "সুশীলা—সুশীলা!" সে গলা তাহার হৃদয়ে হৃদয়ে মিশ্রিত,—সে লম্ফ দিয়া উঠিয়া বসিল.—ছুটিয়া জানালার নিকট গেল—দেখিল জানালার নিকট অন্ধকারে কে দাঁড়াইয়া আছে।—শত অন্ধকার হইলেও সরোজকুমারকে চিনিতে তাহার বিলম্ব হইল না।

সে ব্যাকুল হইয়া বলিল, "তুমি!—দাঁড়াও এখনই দরজা খুলে দিচ্চি।"

সরোজ নিম্ন হইতে ভীত কণ্ঠে বলিলেন, "চুপ্‌ চুপ্‌—"

সুশীলা বলিল, "ওকি,—আমার যে ভয় করে। অমন করে এসেছ কেন? এ দিকে এস,—এখনই দরজা খুলে দিচ্চি।

সরোজ। চুপ—সুশীলা—চুপ!

সুশীলা। বাহিরে গিয়ে আমি এখনই দরজা খুলে দিচ্চি। ঘরে এস, ঘরে এলে তুমি এখনই ভাল হবে। তোমার অসুখ করেছে।

সরোজ। অসুখ নয়, সুশীলা, অসুখ নয়। আমি সর্ব্বনাশ করেছি। আমি আমার সর্ব্বনাশ করেছি আমি তোমার সর্ব্বনাশ করেছি। চুপ্—কে আস্‌বে।

সুশীলা। ঘরে এস,—তোমার পায়ে ধরি ঘরে এস।

সরোজ। দাঁড়াও,—এই জানালা দিয়ে উঠি!

সুশীলা। না—না,—পড়ে যাবে! আমি ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিচ্চি!

সরোজ। আর দরজা খুলে দেবে! আমি চোর,—সদর দরজা আমার চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে,—চুপ,—কে আস্‌চে?

সুশীলা। কেউ নয়,—ও বাতাসের শব্দ। তুমি অমন করে জানালার কাছে থেকো না,—আমি এখনই দরজা খুলে দিচ্চি।

সরোজ। না—না।

সুশীলা। তবে জানালা দিয়েই এস। তোমার পায় ধরি, এস।

সরোজ। দাড়াও উঠ্‌ছি।

এই বলিয়া সরোজ প্রাচার ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিলেন,—কিন্তু তাহার হস্ত পদ কম্পিত হইতেছিল। তিনি উঠিতে পারিলেন না। হতাশ হৃদয়ে বলিলেন, "না, হলো না,—বেঁচে থাকি ত দেখা হবে!"

সুশীলা ব্যাকুল ভাবে ক্রন্দন করিয়া কহিল। "তোমার পায় ধরি, আমার মাথা খাও যেও না। যদি কখন আমাকে একটুকু ভাল বেসে থাক, তবে যেও না। কি হয়েছে সব আমাকে বলে তারপর তোমার যা ইচ্ছা হয় করো,—তারপর যেও,—তোমার পায় পড়ি যেও না।

সরোজকুমারও অতি কাতরে বলিলেন, "মনে করেছিলাম তোমাকে একবার শেষ আদর কর্ব্বো—তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি,—তোমার কাছে ক্ষমা চাইব—তোমাকে একবার শেষ দেখা দেখবো,—কিন্তু হলো না—চুপ, কে আসবে! আমি আর দেরি কর্ত্তে পারি নে।

এই বলিয়া সরোজকুমার গমনে উদ্যত হইলেন। "দাঁড়াও —আমি সঙ্গে যাব" বলিয়া সুশীলা উন্মাদিনী প্রায় জানালা হইতে লম্ফ প্রদানের জন্য অগ্রসর হইল

"কি কর, কি কর, কি সর্ব্বনাশ,—স্থির হও,—যাচ্ছি, "বলিয়া সরোজকুমার ফিরিলেন। বলিলেন, "অনেক পাপ করেছি, আবার স্ত্রীহত্যা কর্ব্বো না।"

সুশীলা বলিল, "তবে এস। দরজা দিয়ে না এস জানালা দিয়েই এস, আমি কাপড় ঝুলিয়ে দিচ্ছি।"

সুশীলা সত্বর দুই তিনখানা কাপড় আনিয়া তাহার একদিক জানালায় বাঁধিয়া অপর দিক ঝুলাইয়া দিল। সরোজকুমার সত্বর সেই কাপড় ধরিয়া উপরে আসিলেন।

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তবে তোমার সঙ্গে দেখা হলো! মনে করেছিলেম আর দেখা হলো না।

সুশীলা তাঁহার হাত ধরিয়া বিছানায় আনিয়া বসাইল,—বলিল, "তোমার অসুখ করেছে,—একটু শোও,—এখনই সব সেরে যাবে।"

সরোজকুমার শয়ন করিলেন না,—তিনি সুশীলার দুই হস্ত নিজ হস্ত মধ্যে লইয়া বলিলেন, "সুশীলা,—তুমি আমায় ক্ষমা কর্ব্বে?"

সুশীলা আজ স্বামী পাইয়াছে,— উৎফুল্ল হৃদয়ে বলিল, "ক্ষমা কিসের ? তুমি একটু স্থির হও দেখি !"

সরোজ কাতর স্বরে বলিলেন, "ক্ষমা কিসের ? ক্ষমা অনেক বিষয়ের জন্যে। আমি মাতাল হয়েছি,—তাই ক্ষমা। আমি চোর হয়েছি,—তাই ক্ষমা। আমি তহবিল তচরূপ করেছি,—তাই ক্ষমা, আমি তোমায় ভুলেছি,—পশু হয়েছি, তাই ক্ষমা। ক্ষমা কিসের !

সুশীলা। তুমি স্থির হও দেখি। শোও,—তোমার অসুখ করেছে।

এই সময়ে বাহির হইতে কে বলিল, "সরোজ বাবু, বেরিয়ে আসুন। আপনার স্ত্রীর সম্মুখে আর যাব না।"

সরোজকুমার উন্মত্তের ন্যায় লম্ফ দিয়া দাঁড়াইলেন,— জানালা দিয়া লম্ফ দিয়া পলাইবার উদ্যম করিলেন। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই বহুসংখ্যক পুলিশ গৃহ মধ্যে আসিয়া তাঁহাকে ধৃত করিল।

উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া গিয়া সুশীলা তাহাকে জড়াইয়া ধরিল,—কাতরে আর্ত্তনাদ স্বরে কহিল, "এ কি !" সরোজকুমার অট্টহাস্য করিলেন, বলিলেন, "এ পুলিশ ! আমি চুরি করেছি,—আমার বিচার হবে।—আমি জেলে যাব—এই—আর অধিক কি ?"

বিকট চিৎকার করিয়া সুশীলা মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমে পতিতা হইল।
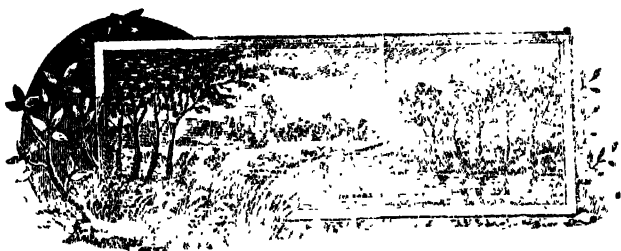
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বাড়ীতে এইরূপ পুলিশ হাঙ্গামা দেখিয়া সুশীলার বিশ্বস্ত চাকর, বিজন বাবুকে ডাকিবার জন্য উদ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছিল তাহারই চিৎকারে বিজনকুমার ছুটিয়া নীচে আসিয়াছিলেন।

কিন্তু তিনি চাকরের নিকট বিশেষ কিছুই জানিতে পারিলেন না। প্রথমতঃ সে এত ছুটিয়া আসিয়াছিল যে তাহার একরূপ দম বন্ধ হইয়া গিয়াছিল—তাহার কণ্ঠ হইতে কোন স্বর নির্গত হইতেছিল না। দ্বিতীয়তঃ বাড়ীতে কি ঘটিয়াছে তাহা না জানিয়াই সে বিজন বাবুকে ডাকিতে ছুটিয়াছিল।

বিজন বাবু তাহাকে নানা প্রশ্ন করিয়া ইহাই জানিলেন যে পুলিশ আসিয়া সরোজ বাবুকে ধরিয়াছে, আর সুশীলা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। তিনি ক্ষণবিলম্ব না করিয়া সুশীলার বাড়ীর দিকে ছুটিলেন।

দেখিলেন তখন সুশীলার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয় নাই। ‍ একজন

ধরাধরি করিয়া তুলিয়া তাহাকে শয্যায় শুয়াইয়া দিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকিবার জন্য একজন লোক পাঠাইলেন।

তৎপরে জানিলেন যে পুলিশ সরোজকে ধরিয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে. বলিয়াছে যে সরোজ বাবু আফিসের টাকা ভাঙ্গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামে ওয়ারেণ্ট ছিল.

প্রথমে সুশীলাকে দেখাই তিনি প্রথম কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। তিনি তাহার চোকে মুখে জলের ঝাপটা দিয়া তাহার মূর্চ্ছা অপনোদনের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।—অনেক যত্নে সে গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল,—তৎপরে চক্ষু মেলিল। ব্যাকুল ভাবে চারিদিকে চাহিল,—বোধ হয়, সে, কি হইয়াছে কিছুই স্মরণ করিতে পারিতেছিল না.

সহসা তাহার স্মরণ হইল। সে তীরবেগে উঠিয়া বসিল,—ব্যাকুল ভাবে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "কই—তিনি কোথা!"

বিজনকুমারের দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। তিনি আদরে সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "সুশীলা,—তোমার অসুখ করেছে,—তুমি শোও।

সুশীলা উন্মাদিনীর ন্যায় আবার চারিদিকে চাহিল. তৎপরে ধীরে ধীরে বলিল "না,—আমার স্বপ্ন নয়—আমি জানি তিনি এসেছিলেন,—হাঁ, তিনি এসেছিলেন,—তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে,—ওঃ বুক গেল ?"

এই বলিয়া দুঃখিনী বালিকা দুই হস্তে বুক চাপিয়া ধরিল,—তৎপরে বিকট চিৎকার করিয়া আবার মূর্চ্ছিতা হইল। বিজন

কুমার চক্ষু-জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কি করিবেন, কি হইবে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এই সময়ে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘটিকা পরে সুশীলার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলেন। ঔষধের গুণে সে একরূপ তেজহীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। উঠিবার চেষ্টা করিয়াও উঠিতে পারিল না। তাহার হৃদয় মন দুই-ই একরূপ উন্মাদ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সে এবার বিজন বাবুকে চিনিল। অতি বিষাদ স্বরে ধীরে ধীরে বলিল, "দাদা,—এসেছ,—আমার বড় অসুখ করেছে।"

বিজনকুমার রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "ভয় কি,—সুশীলা,—ডাক্তার বাবু ওষুধ দিয়েছেন,—তুমি এখনই ভাল হবে।"

সুশীলা কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া আবার ধীরে ধীরে বলিল, "তবে আমার অসুখ করেছে। তিনি আসেন নি।" তাহার হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে দীর্ঘ নিশ্বাস নির্গত হইল। বিজন কুমারের বোধ হইল যেন তাঁহার হৃদয় কাটিয়া যায়,—তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন।

ডাক্তার বাবু সুশীলাকে আবার ঔষধ দিলেন। পাঁচ মিনিট যাইতে না যাইতে সুশীলা নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

ডাক্তার বাবু বলিলেন "দেখিবেন যেন ইনি কোনরূপে বিরক্ত না হয়েন। —এ ঘরে কেবল দুইজন ঝি থাকুক,—চলুন আমরা বাহিরে যাই। বাড়ীতে যেন কোন গোলযোগ না হয়। যতক্ষণ না এঁর আপনা আপনি ঘুম ভাঙ্গে ততক্ষণ যেন কোন রকমে কেহ এঁকে না জাগায়।"

বিজনকুমার ডাক্তারের সঙ্গে বাহিরে আসিলেন। সকল বন্দোবস্ত করিয়া ডাক্তার বাবুকে বাড়ীতে রাখিয়া, গাড়ী করিয়া রমণীরঞ্জন বাবুর বাড়ীর দিকে ধাবিত হইলেন।

তখন প্রায় ভোর হইয়াছে তিনি অনেক ঠেলাঠেলি করিয়া তাঁহার বাড়ীর দরজা খোলাইলেন। সম্বাদ পাইয়া রমণী-রঞ্জন বাবু সত্বর উঠিয়া আসিলেন। অসময়ে তাঁহাকে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি ?"

বিজনকুমার সংক্ষেপে সকল কথা তাঁহাকে বলিলেন,—শুনিয়া তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "কত টাকা ?"

বিজন কিছুই জানি না।

রমণী কি করিবে ভাবিতেছ ?

বিজন। কিছুই জানি না আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন, করুন।

রমণীরঞ্জন বাবু কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "মিছা-মিছি বিদেশে বিদেশে না ঘুরিয়া যদি, সেই বোনটার সন্ধান করিতে, তাহা হইলে আজ সুশীলার টাকার অভাব কি ?—সমস্ত টাকা ফেলিয়া দিয়া, সরোজকে খালাস করা যাইত।"

বিদ্যুতের ন্যায় মজলিসের মুখ বিজনকুমারের হৃদয়ে প্রতি-ফলিত হইল।- কে যেন তাঁহার হৃদয়ে সবলে দারুণ আঘাত করিল,—তিনি কোন কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইল

রমণীরঞ্জন বাবু বলিলেন, "সুশীলা কিরূপ আছে ?" বিজন বলিলেন, "ডাক্তার বাবু বলিলেন কোন ভয় নাই।"

রমণী। তবে চল,—প্রথমে সরোজকে জামিনে খালাস করিবার চেষ্টা দেখা যাক্,—পরে যাহা হয় করা যাইবে।

বিজন। জামিন কি হইবে?

রমণী। হওয়াতো উচিত

রমণীরঞ্জন বাবু বেশ-বিন্যাস করিতে গেলেন। বিজনকুমার সেই গৃহ মধ্যে পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় পদচারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনের সে সময়ের অবস্থা কে বুঝিবে?

শীঘ্রই রমণীরঞ্জন বাবু বাহির হইয়া আসিলেন। তখন উভয়ে গাড়ী করিয়া পুলিশ আফিসের দিকে রওনা হইলেন।
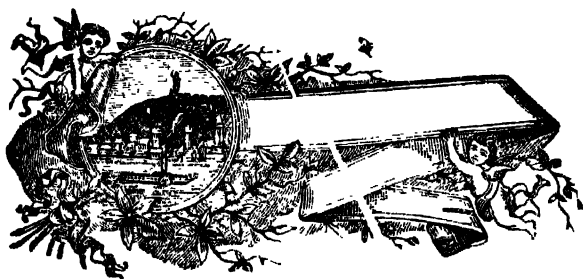
সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রমণীরঞ্জন বাবু সম্ভ্রান্ত এটর্ণি। সর্ব্বত্রই তাঁহার বিশেষ সম্মান ছিল,—পুলিশ কমিশনার সাহেবের নিকট কার্ড পাঠাইবামাত্র তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

তাঁহাকে সমাদরে চেয়ারে বসাইয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত প্রাতেই কি মনে করে?"

রমণী। আপনার নিকট সামান্য একটু কাজ আছে। বিরক্ত করিলাম, ক্ষমা করিবেন।

সাহেব। না,—না,—বলুন।

রমণী। আমার একটী ক্লায়েণ্ট কাল রাত্রে ওয়ারেণ্টে ধৃত হইয়াছে,—তাহাকে জামিনে খালাস দিবার প্রার্থনা করিবার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি।

সাহেব। কোন কেস?

রমণী। ডনকানের বাটীর কেসিয়ার,—তহবিল তছরূপ।

সাহেব। তিনি কি ধৃত হইয়াছেন?

রমণী। হাঁ,—কাল রাত্রে ধৃত হইয়াছেন।

সাহেব। কত টাকা?

রমণী। ঠিক বলিতে পারি না,—ওয়ারেণ্টে—থাকিতে পারে।

সাহেব ঘণ্টা বাজাইলেন। চাপরাসী আসিয়া সেলাম দিল। সাহেব বলিলেন, "সুপারিণ্টেণ্ড সাহেবকে বোলাও।"

তখনই সুপারিণ্টেণ্ড সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—সাহেব বলিলেন,—"ডনকানের বাটীর কেসিয়ারের কেসের সমস্ত কাগজ পত্র লইয়া আইস

সুপারিণ্টেণ্ড সাহেব চলিয়া গেলে কমিশনার সাহেব বলিলেন; "এ সকল গুরুতর কেসে জামিনের দরখাস্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট করাই নিয়ম,—তবে আমিও জামিন দিতে পারি।"

রমণী। আমার ক্লায়েণ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; নিশ্চয়ই এ মোকদ্দমা আদালত পর্য্যন্ত যাইবে না,—মিটিয়া যাইবে। আপনি চিরকালই আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন বলিয়াই আসিয়াছি।

এই সময়ে সুপারিণ্টেণ্ড সাহেব কাগজপত্র লইয়া আসিলেন। সাহেব কাগজ পত্র দেখিয়া বলিলেন, "অনেক টাকা,—চল্লিশ হাজারের উপর।"

রমণী। যত টাকাই হউক, আমি আপনাকে নিশ্চিতই বলিতেছি,—মোকদ্দমা মিটিয়া যাইবে, আদালত পর্য্যন্ত যাইবে না।

সাহেব কলম মুখে দিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "কেবল আপনার অনুরোধেই এই আসামীকে জামিন দিতেছি।"

রমণীরঞ্জন বাবু উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিলেন,—"আপনি তো আমাকে সর্ব্বদাই বিশেষ অনুগ্রহ করেন।"

সাহেব। তবে দুই জন জামিনদার চাই,—৫০০০৲ টাকা করিয়া দশ হাজার—আর আসামীকে ১০০০০৲ টাকার মুছলেখা দিতে হইবে।

রমণী। আপনি যেরূপ হুকুম করিবেন,—সেই রূপই করিব।

সাহেব। কে জামিন হইবেন,—

রমণী। আমি নিজেই এক জন হইব —বিজন কুমার বাবুকে সঙ্গে আনিয়াছি, তিনি অপর জামিন হইবেন,—তাঁহার যথেষ্ট সম্পত্তি আছে।

সাহেব। বেশ তাঁহাকে ডাকুন।

বিজন কুমার বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সম্বাদ পাইয়া সত্বর সাহেবের প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সাহেব তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি জামিন হইবেন?" বিজনকুমার সাহেবকে সেলাম দিয়া বলিলেন, "হাঁ—মহাশয়।"

সাহেব সুপারিণ্টেণ্ড সাহেবের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আসামীকে লইয়া আইস।"

বিজনকুমারের হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল। সাহেব ও রমণীরঞ্জন বাবু উভয়ে নানা সদালাপ করিতে লাগিলেন।

প্রায় ১৫ মিনিট পরে কনেষ্টবলে পরিবেষ্টিত হইয়া সরোজ কুমার সাহেবের সম্মুখে নীত হইলেন। এক রাত্রে তাঁহার ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাঁহাকে দেখিলে সহসা চিনিতে পারা যায় না। তিনি লজ্জায় অপমানে মস্তক অবনত করিয়া-

ছিলেন। গৃহ মধ্যে আসিয়া একবার মাত্র মস্তক তুলিয়াছিলেন,—রমণীরঞ্জন বাবু ও বিজনকুমারকে দেখিয়া তাহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল তিনি মস্তক অবনত করিলেন।

জামিনের কাগজ পত্র নীরবে সই হইল। গৃহ এরূপ নির্জ্জন, যে বোধ হয় সুচি পতনের শব্দ শ্রুত হয়। কাগজ পত্র দস্তখত শেষ হ[illegible], [illegible] বলিলেন, "ছোড় দেও!"

সাহেবের গলার শব্দে বিজনকুমার চমকিত হইয়া মস্তক তুলিলেন,—দেখিলেন কনেষ্টবল সরোজের নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তিনি কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

রমণীরঞ্জন বাবু উঠিলেন,—সাহেবের সহিত সেকেণ্ড করিয়া বাহিরের দিকে যাইতে যাইতে সরোজের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এস।"

সরোজ বাবু—পাহারাওয়ালা দিগের প্রতি চাহিলেন। রমণী রঞ্জন বাবু আবার বলিলেন, "এস!" তখন বিজনকুমার সরোজের হাত ধরিয়া বাহিরে আসিলেন। সকলে আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

সহসা সরোজকুমার নিজমুখ দুই হস্তে চাপিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

রমণীরঞ্জন বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "ভয় নাই, মোকদ্দমা মিটিয়া যাইবে। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার উপায় নাই। ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হও। সুশীলা পীড়িতা,—বাড়ীতে কোন কথা বলিও না,—সে কিছুই জানে না,—তাহার বিশ্বাস যে সে স্বপ্ন দেখিয়াছে। সাবধান, তাহার অসুখ না বাড়ে।"

সরোজ কোন কথা কহিলেন না,—মুখ চাপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বিজনকুমারের চক্ষু দিয়াও টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছিল।

বাটীর দ্বারে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল; রমণীবাবু বলিলেন, "প্রকৃতিস্থ হও,—স্ত্রীলোকের ন্যায় কাঁদিও না,—সাবধান—যেন কোন রূপে সুশীলা না জানিতে পারে যে কি ঘটিয়াছে।"

রমণীরঞ্জন বাবুর কঠোর ভাবে ভীত হইয়া সরোজকুমার ভীত হইয়া সত্বর চক্ষের জল মুছিলেন। বলিলেন, "আমাকে একটু স্থির হইতে দিন। রমণীরঞ্জন বাবু সেই রূপ ভাবে বলিলেন, "হাঁ, তা পারো।

তিন জনেই গাড়ীতে বহুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। শেষে সরোজ বলিলেন, "চলুন,—আমি স্থির হইয়াছি।"

তিন জনে গাড়ী হইতে নামিয়া গৃহপ্রবিষ্ট হইলেন,—তখনও সুশীলা নিদ্রা যাইতেছিল।
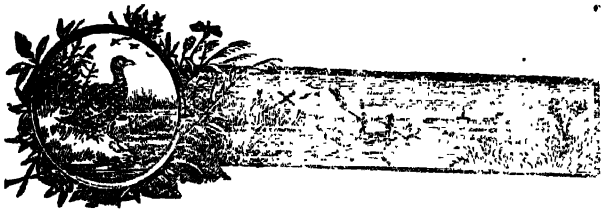
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যে রাত্রে সুশীলার বাড়ী এই সকল ব্যাপার ঘটিতেছিল,—সেই রাত্রে গজানন বাবুর বড়ীও এক মহা যুদ্ধ হইয়াছিল।

রাত্রি প্রায় ১০টার সময় সন্ন্যাসী আসিয়া গজানন বাবুর দরজা ঠেলাঠেলি করিতেছিলেন। আজকাল সন্ধ্যার পরই—গজানন বাবুর বাড়ীর দরজা বন্ধ হইত,—রাত্রে গজানন বাবু কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন না,—তিনি মজলিসের সহিত সময়াতিপাত করিতেন। কেহ তাঁহার সন্ধানে আসিলে পিতাম্বর বলিত,—"বা—বা—বা—বু—বা—বা—বা—"

পিতাম্বর এই পর্য্যন্ত বলিতে না বলিতেই সকলে অন্তর্ধান হইতেন,—বিশেষতঃ এইরূপ ব্যাপারে এক্ষণে কেহই বড় তাহার সন্ধানে আসিত না।

বহুকাল পরে আজ সন্ন্যাসী তাহার বাড়ী দেখা দিয়াছেন; কিন্তু তিনি প্রায় ১৫ মিনিট দারজা টেলাঠেলি করিতেছেন, অথচ কেহই সাড়াশব্দ দিতেছে না।

সন্ন্যাসী ক্রমেই ক্রুদ্ধ হইতেছিলেন। ক্রোধে গোজ গোজ করিয়া বলিতেছেন, "বেটারা সব ঘুমিয়েছে—না,—মরেছে।"

প্রকৃত পক্ষে কেহই ঘুমায় নাই। গজানন বাবু চুপি চুপি পিতাম্বরকে বলিলেন, "দরজা খুলিস নে,—বেটা ঠেলাঠেলি করে চলে যাবে।"

কিন্তু সন্ন্যাসী সহজে চলিয়া যাইবার লোক নহেন। তিনি ক্রমে ক্রুদ্ধ হইয়া দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উদ্যম করিলেন। তখন নিরুপায় দেখিয়া গজানন বাবু ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হওয়াই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন।

তিনি কতক বুঝিয়াছিলেন যে সন্ন্যাসী কেন আসিয়াছেন। তিনি পিতাম্বরকে বলিলেন, "তোর বড় সোঁটা ঠিক করে রাখ্,—চোক টিপ্‌লেই গো-বেড়েন কর্ব্বি।"

পিতাম্বর। আ—আ—আ—জ্ঞে,—ত—ত- ত—ত—ত।

গজানন। তবে টবে নেই,—গো বেড়েন, মনে থাকে যেন।

পিতাম্বর। গু—গু—গু—গু—রু।

গজানন। রেখে দে তোর গুরু—গো বেড়েন,—মনে থাকে যেন।

পিতাম্বর। আ—আ—আ—আ—জ্ঞে।

গজানন কালঝিকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুই দিদিমণিকে নিয়ে পায়খানায় লুকিয়ে থাক্।

সে বলিল,—"সেঁ কিঁ গোঁ?"

গজানন ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "যা বলি তাই কর গে,—আমায় বাগাস নে!"

মজ্‌লিস গজাননের গলা জড়াইয়া বলিল,—"দাদাবাবু,—সন্ন্যাসীকে মার্ব্বে কেন? সে কি কর্ব্বে?"

গজানন তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"আমার দিদিমণিকে আমার কাছে থেকে কেড়ে নিয়ে যেতে এসেছে।"

মজলিস্‌ ব্যাকুল স্বরে বলিল, "আমি যাব না,—আমি লুকিয়ে থাকি।"

"হাঁ", বলিয়া গজানন কাল ঝির সঙ্গে মজলিস্‌কে পাঠাইয়া দিয়া, পিতাম্বরকে বলিলেন, "শালা দরজা ভেঙ্গে ফেল্লে—যা খুলে দে। তার পর বল্‌বি বাবু ঘুমুচ্ছে।"

পিতাম্বর "আ—আ—আ—আ" করিতে করিতে দরজা খুলিবার জন্য প্রস্থান করিল। গজানন চাদর মুড়ি দিয়া শয়ন করিলেন,—তৎপরে তাঁহার বিকট নাসিকা-গর্জ্জন শ্রুত হইল।

পিতাম্বর দরজা খুলিয়া দিলে সন্ন্যাসী ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "বেটারা সব মরেছিলে?—আমি আদঘণ্টা ধরে দরজা ঠেলাঠেলি কচ্চি।"

পিতাম্বর। বা—বা—বা—বু—স—স—সকালে স—স—সকালে ঘু—ঘু—মিয়ে প—প—প—

সন্ন্যাসী। তোমাদের কি হ'য়েছিল,—মরেছিলে?

পিতাম্বর। আ—আ—আ—জ্ঞে।

সন্ন্যাসী তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া একেবারে গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া গজাননের শয়নগৃহের দিকে চলিলেন। তাঁহার পদশব্দ পাইয়া গজানন আরও ভয়াবহ নাক ডাকাইতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী রাগত হইয়াছিলেন,—সজোরে গজাননকে

ঠেলিলেন,—গজানন বিকট-মুখব্যাদন করিয়া হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিলেন, তৎপরে বলিলেন, গুরুজী যে,—এত রাত্রে কি অনুগ্রহ কর্ত্তে ?"

সন্ন্যাসী রাগতস্বরে বলিলেন, "সেই মেয়েটিকে নিতে এসেছি,—সে কোথায় এখনই ডেকে দেও।"

গজানন হো হো শব্দে এরূপ ভয়াবহ হাস্য করিয়া উঠিলেন সে সন্ন্যাসী কয়েক পদ সরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু গজাননের সে হাসি কিছুতেই থামে না। পথে লোক থাকিলে নিশ্চয়ই তাঁহার বাটীর সম্মুখে অনেক লোক জমিয়া যাইত।

সন্ন্যাসী আবার বলিলেন, "সেই মেয়েকে আমি এখনই নিয়ে যাব।" গজানন সেইরূপ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "পিতাম্বর গুরুজীকে বল, ওর মেয়ে একমাস হ'ল চম্পট দিয়েছে।"

সন্ন্যাসী আরও ক্রুদ্ধ হইলেন,—বলিলেন, "বটে আমার সঙ্গে উপহাস,—ভস্ম করে ফেল্‌বো জানিস।" গজানন আবার উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন,—বলিলেন "অনেক মণ কাঠের দরকার।"

সন্ন্যাসী ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা আমি নিজেই তাকে নিয়ে যাচ্ছি,—দেখি কে বাধা দেয়।"

গজানন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "পিতাম্বর, সোঁটা!" পিতাম্বর তাহার বৃহৎ লগুড় লইয়া দণ্ডায়মান ছিল,—সন্ন্যাসী অগ্রসর হইলে সে লগুড় উত্তোলিত করিয়া বলিল, "গু—গু—গু—গুরু—হু—হু—হু—"

সন্ন্যাসী সেই উত্তোলিত বৃহৎ যষ্ঠি দেখিয়া লম্ফ দিয়া পশ্চাৎপদ হইলেন। গজানন আবার উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন তখন সন্ন্যাসী রাগতস্বরে বলিলেন, "দেখি তুই কেমন করে আমার মেয়ে রাখিস!"

এই বলিয়া তিনি বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন। গজাননের হাস্য তাঁহার কর্ণে বহু দূরে পর্য্যন্ত পৌঁছিল।

তখন মজলিস্ বাহির হইয়া আসিয়া গজাননের গলা জড়াইয়া বলিল, "দাদাবাবু!" গজানন এখন আর হাসিতেছেন না,—তিনি মজলিসের জন্য সত্য সত্যই ভাবিত হইয়াছেন। তিনি জানিতেন সন্ন্যাসী সহজ লোক নহেন। মজলিসকে আদরে বলিলেন, "আমার প্রাণ থাকৃতে তোমায়, ও নিতে পার্ব্বে না।"
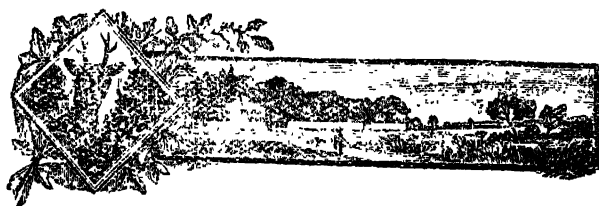
নবম পরিচ্ছেদ।

গজানন বাবু সন্ন্যাসীকে হাসিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন বটে, —কিন্তু তিনি তাঁহার মজলিসের জন্য বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি সন্ন্যাসীকে ভালরূপ জানিতেন,—জানিতেন সে ঘোর মূর্খ,—ঘোর উন্মত্ত,—সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বরিক ক্ষমতা লাভ করিবার জন্য পাগল,—কিন্তু তিনি ইহাও জানিতেন যে সে সহজ লোক নহে,—বা সহজে মজলিসের আশা ছাড়িবে না। তাহাকে লইবার জন্য শতপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিবে।

তিনি ইহাও ভাবিলেন, তাহার লোকবল নাই, অর্থবল নাই,—সন্ন্যাসীর হস্ত হইতে মজলিসকে রক্ষা করা তাহার পক্ষে সহজ হইবে না। তিনি প্রকৃতই নানা চিন্তায় সে রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারিলেন না।

প্রথম ভাবিলেন,—হরেন বাবুর আশ্রয় লইবেন,—তিনি জানিতেন হরেনবাবু উশৃঙ্খল হইলেও,—উদারচেতা,—লোক ভাল,—কিন্তু মজলিসের কথা তাঁহাকে বলিতে তাঁহার সাহস

হইল না। তিনি জানিতেন হরেন বাবু সন্ন্যাসীর চেলা হইয়াছেন।

অনেক চিন্তা করিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তিনি বিজন-কুমারের আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয় মনে করিলেন; ভাবিলেন দুই এক দিনের মধ্যেই মজলিসের, তাঁহার সহিত বিবাহ দিলে তখন সন্ন্যাসী আর কিছুই করিতে পরিবেন না। পর দিবস প্রাতেই বিজন-কুমারের সহিত দেখা করাই স্থির করিলেন।

কিন্তু তাঁহার বাড়ী যাইয়া জানিলেন তিনি বাড়ী নাই, গত রাত্রে ১২ টার সময় ভগ্নীর বাড়ী হইতে লোক ডাকিতে আসায় তথায় গিয়াছেন,—এখনও ফেরেন নাই। তিনি তথা হইতে সরোজের বাড়ী গেলেন,—কিন্তু সেখানেও তাঁহাকে পাইলেন না,—তবে সরোজের বিপদের কথা কতক কতক শুনিলেন, কিন্তু তাহার যে কি হইয়াছে,—তাহা বড় নিশ্চিত জানিতে পারিলেন না।—আবার আহারাদির পর বিজনকুমারের সন্ধানে বাহির হইবেন স্থির করিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

তিনি পিতাম্বরকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়া ছিলেন যে যেন কোন মতে বাড়ীর দরজা না খুলে। যেহ কেন আসুক না, কিছুতেই সে দরজা খুলিবে না।—কাল ঝির উপরও হুকুম হইয়াছিল, সে যেন সর্ব্বদা এক কলসি জল গরম রাখে। —যদি কোন লোক,—সে যেই হউক না কেন,—যদি দরজা হইতে সহজে না যায়,—তাহা হইলে যেন উপর হইতে তাহার মাথায় গরম জল ঢালিয়া দেয়।—

পুনর্ব্বার এ কথা বিশেষরূপে উভয়কে বুঝাইয়া দিয়া, গজানন বাবু বিজনকুমারের অনুসন্ধানে আবার বাহির হইলেন। এবার স্থির করিলেন যতক্ষণ না তিনি বাড়ী ফিরিবেন,—ততক্ষণ তাঁহার জন্য তথায় অপেক্ষা করিবেন।

কিন্তু তাঁহাকে এ কষ্ট পাইতে হইল না। তিনি দেখিলেন বিজন বাবু বাড়ী ফিরিয়াছেন।—সুশীলা একটু প্রকৃতিস্থা হইলেই—বিজন বাবু গৃহে ফিরিয়াছিলেন।

গজানন বাবুকে তাঁহার বাড়ীতে আসিতে দেখিয়া বিজনের হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি কম্পিত পদে তাঁহাকে নিজ বৈঠকখানায় লইয়া বসাইলেন,—তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না।

গজানন বাবু পদব্রজে আসিয়াছিলেন কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম না করিয়া কথা কহিতে পারিলেন না। তিনি পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখের ঘাম মুছিতে লাগিলেন।

তৎপরে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া—নিজ স্বভাবানুযায়ী বহুক্ষণ বিজনকুমারের দিকে চাহিয়া রহিলেন।—বিজন তাঁহার দৃষ্টিতে আরও কুণ্ঠিত হইলেন,—সাহস করিয়া তাঁহার দিকে চাহিতে পারিলেন না।

তিনি কথা কহেন না দেখিয়া গজানন বাবু বলিলেন, "বিজন বাবু,—একটা কথা বল্‌বার জন্য এলেম।" বিজনকুমার অবনত মস্তকেই—বলিলেন, "বলুন।"

গজানন বলিলেন "মজলিস্‌কে নিয়ে আমি বড় বিপদে পড়েছি।" বিজনকুমার মস্তক তুলিয়া তাঁহারদিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি বিপদ ?"

গজানন। সব বল্‌চি।—প্রথম কথা, তার দুই চারি দিনের মধ্যে বে দিতেই হইবে।

বিজন। এত তাড়াতাড়ি কেন?

গজানন। সব বল্‌চি তোমাকে তাকে বে কর্ত্তে হবে,—সে তোমায় ভালবাসে,—আর কাহাকেও সে বে কর্ব্বে না।—কি বল?

বিজন বাবু কোন উত্তর দিলেন না,—তখন গজানন বাবু বলিলেন, "আপত্তি কি?" এবারও বিজন বাবু কথা কহিলেন না,—গজানন বাবু বলিলেন, "বেরও দিন ভাল আছে,—আমি পাঁজি দেখেছি,—এখন আয়োজন কর্ত্তে পারি?"

এবার বিজন বাবু উত্তর না দিয়া পারিলেন না,—বলিলেন, "আপনি বোধ হয় শুনেন নাই যে আমার ভগ্নীর বড় বিপদ,—সে পীড়িতা,—আমার ভগ্নীপতি সরোজ বাবু একটা গুরুতর ফৌজদারী মোকদ্দমায় পড়েছেন।"

গজানন। তা বেটা না হয়, বিনা আড়ম্বরেই হবে। আপনার ভগ্নী ভাল হলে আমোদ আহ্লাদ হতে পারে।

বিজন। আমার বিবাহের কর্ত্তা সম্পূর্ণ আমি নই। রমণীরঞ্জন বাবু আমাদের গার্জ্জিয়ান।

গজানন বাবু গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তবে মজলিসকে রক্ষা করিবার দেখ্‌চি কোন উপায় নাই?"

বিজন কুমার চমকিত হইয়া গজানন বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেন,—কিসের রক্ষা,—তার কি হয়েছে।"

গজানন। তবে সব শোন।

বিজন। বলুন।

গজানন বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ধীরে ধীরে মন্থর গমনে গৃহ মধ্যে নীরবে পদচারণ করিতে লাগিলেন। তিনি বহুক্ষণ কোন কথা কহেন না দেখিয়া বিজনকুমারও নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন,—মজলিসের জন্য বিশেষ ভাবিত হইলেন,—বলিলেন, "আমাকে কি সব কথা বলিতে আপনার আপত্তি আছে?"

গজানন বাবু দাঁড়াইলেন, কিয়ৎক্ষণ তাঁহার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আমি যাই কেন বলি না,—আমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর যে তুমি মজলিসকে বিবাহ করবে। প্রতিজ্ঞা কর,—সব বলছি।"

বিজনকুমারের হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল,—তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল,—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে ঘর্ম্ম ছুটিল,—তিনি বুঝিলেন যে গজানন বাবু তাঁহাকে যাহা বলিবেন, তাহাতে মজলিসকে তিনি আর বিবাহ করিতে পারিবেন না। তিনি চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিলেন,—তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাক্যস্ফূরণ হইল না।

দশম পরিচ্ছেদ।

গজানন বাবু এক দৃষ্টে তাঁহার ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতে ছিলেন। বিজনকুমারের হৃদয়ে কি ভাবের উদয় হইয়াছে,—তাহার তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই।

সহসা বিজনকুমার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "আপনি যাহা বলিবেন তাহা আমি জানি। সে তা জানে না,—আমি আজই তাহাকে নিজে সে কথা বলিব।"

গজানন বাবু বিজনকুমারের কথার কোন ভাব অর্থ বুঝিতে না পারিয়া মুখ ব্যাদন করিয়া বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "তুমি কি মনে কচ্চো তা তুমিই জান।—তা নয়,—ব্যাপারটা শোন।"

বিজনকুমার ধীরে ধীরে চেয়ারে বসিলেন। তখন গজানন বাবু বলিলেন, "ব্যাপারটা এই,—সত্য কথা বল্‌তে কি মজলিস আমার নাতনী নয়,—কোন জন্মে আমার কোন মেয়ে ছিল না। এক শালা সন্ন্যাসী কোথা থেকে তাকে নিয়ে এসে আমার কাছে

রেখে যায়,—তারপর থেকে, তাকে আমার সত্যিকার নাতনীর চেয়েও ভাল বেসেছি,—সেও আমাকেই তার যথার্থ দাদা বাবু বলে জেনেছে,—এখন কাল সেই শালা সন্ন্যাসী মজলিসকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে এসেছিল,—কাল তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি,—কিন্তু সে সহজ লোক নয়,—তার অনেক বড় বড় চেলা আছে। তুমি আমার সহায় না হলে,আমি তাকে কিছুতেই রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বো না।"

বিজনকুমার বলিলেন, "সে তাকে কোথায় নিয়ে যেতে চায় ?"

গজানন বলিলেন, "বেটা ঘোর ভণ্ড,—বেটার বিশ্বাস যে সে এই মেয়েকে বলি দিয়ে পূজা কল্লে, বেটা সিদ্ধ হয়ে যাবে।"

বিজন। বলেন কি,—বলি দেবে,!

গজানন। হাঁ—বেটা ডান।

বিজন। পুলিশে এখনই খবর দিন।—

গজানন বাবু বিষাদ হাসি হাসিয়া বলিলেন, পুলিশ কি কর্ব্বে ? কোন প্রমাণ নেই,—বরং আমাদের পাগল ঠাওরাবে।"

বিজনকুমার নিতান্তই ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, "তবে কি কর্ত্তে বলেন ?" গজানন বাবুও বিষণ্ণ চিত্তে বলিলেন, "সেই জন্যই তো তোমার কাছে এলেম।"

বিজনকুমার বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "বলুন আমি কি কর্ব্বো। আমি প্রাণ দিয়েও তাকে রক্ষা কর্ত্তে প্রস্তুত আছি।"

গজানন বাবু বলিলেন, "সহজ উপায় তো পড়ে আছে,—তাকে পরশু বে কর।"

বিজনকুমার বহুক্ষণ নীরবে পদচারণ করিলেন। গজানন বাবু কোন কথা কহিলেন না, -তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সহসা বিজনকুমার গজানন বাবুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, —বলিলেন, "আপনি কেন আমাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন ?"

বিজনকুমার এরূপ বিষণ্ণ ভাবে এই কয়টি কথা বলিলেন যে তাঁহার স্বরে চমকিত হইয়া গজানন বাবু তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। বলিলেন, "কোন ক্ষতি হয় নাই তো,——মজলিসকে বড় ভাল বাসি,—তাই বলিয়াছিলাম,—রাগ করিও না।"

বিজনকুমার অতি বিষাদ স্বরে বলিলেন, "আপনি কিরূপে জানিলেন,—যে কোন ক্ষতি হয় নাই।"

গজানন বাবু বলিলেন, "ও সব কথা এখন থাক। এখন মজলিসকে যাতে রক্ষা কর্ত্তে পারা যায় তাই করা যাক।"

বিজনকুমার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, —"আপনি কি জানেন, মজ্‌লিসের মা বাপ কে ?"

গজানন। আর মিথ্যা কথা বলিব না, আমি কিছুই জানি না। সন্ন্যাসী বেটা তাকে আমার কাছে রেখে গিয়েছিল,— হয় তো সে বেটা জানে।

বিজন। সে সন্ন্যাসী কোথা থাকে ?

গজানন। ঠিক জানি না,—তবে এইখানেই আছে,— সন্ধান কল্লেই তাকে পাওয়া যাবে। বেটা আবার নিশ্চয়ই আমার কাছে আসবে।

বিজনকুমার কোন উত্তর না দিয়া নীরবে আবার পদচারণ করিতে লাগিলেন। গজানন ভাবিলেন মজলিস অজ্ঞাত কুল-

শালা বলিয়া বিজনকুমার ইতস্ততঃ করিতেছেন, তাহাই তিনি বলিলেন, "মজলিস যে খুব ভদ্রবংশ জাত সে বিষয়ে আমি শপথ করিতে পারি।"

বিজনকুমার কোন উত্তর না দিয়া বহুক্ষণ নীরবে পদচারণ করিলেন,—তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনি এখন গৃহে যান,—নানা কারণে এক্ষণে আমার মাথার ঠিক নাই,—বিশেষতঃ আমি, আমার ভগ্নী ও ভগ্নীপতির জন্য বিশেষ চিন্তিত আছি। আমি সন্ধ্যার সময় আপনার সঙ্গে দেখা করিব। এ সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য তাহাও স্থির করিব।"

গজানন বাবু উঠিলেন,—বলিলেন, "তুমি না হলে মজলিসের রক্ষা পাবার উপায় নেই।"

বিজনকুমার কথা কহিলেন না,—অগত্যা ধীরে ধীরে গজানন বাবু প্রস্থান করিলেন।

তিনি চলিয়া গেলে বিজনকুমার বলিলেন, "বোধ হয় আমি পাগল হব, আমার মাথা হতে আগুন ছুট্‌চে,—কি কর্ব্বো কিছুই স্থির কর্ত্তে পাচ্চি না। আমি ঘোর পাষণ্ড, ঘোর স্বার্থপর,—আমি জেনে শুনে সুশীলার সর্ব্বনাশ কচ্চি। এখন তো নিশ্চয়ই জেনেছি যে মজলিস আমারই ভগ্নী,—আমার সেই অপহৃত ভগ্নী,—এ কথা প্রকাশ করিলে সুশীলা অতুল ধনের অধিকারিণী হইবে,—সে অনায়াসেই সরোজের দরুন সমস্ত টাকা ফেলিয়া দিতে পারিবে। আমি কি পাষণ্ড যে আমি এখনও ইতস্ততঃ করিতেছি!"

বিজনকুমার আবার বহুক্ষণ নীরবে পদচারণ করিতে লাগিলেন,—তৎপরে বলিলেন, "সে আমাকে ভাল বাসে,—হয়তো

এ কথা শুনিলে তাহার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিবে,—না, হয় তো সে আমার ভগ্নী জানিলে আরও সন্তুষ্ট হইবে।—আমার প্রাণে এমন কষ্ট হইতেছে কেন ? ভগবান হৃদয়ে বল দেও,—বল দেও।"

বিজনকুমার বহুক্ষণ পদচারণ করিলেন,—তৎপরে বলিলেন, "না, আজই আমি তাহাকে একথা বলিব।"

পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায়, জালে বদ্ধ হরিণের ন্যায় বিজন কুমার সমস্ত দিনে গৃহ মধ্যে ছটফট করিতে লাগিলেন। এ সংসারে তাঁহার মনের অবস্থা কয় জন বুঝিবে ? কয় জনের তাঁহার মত অবস্থা হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা আছে ? তিনি অতুল ধনের অধিপতি হইবেন,—তবে তিনি চির জীবনের জন্য দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইতেছেন কেন ?

তাঁহার প্রাণের ভিতর কে যেন বলিতেছিল, "পাগল, মজলিস তোমার ভগ্নী নহে।—রক্তের টান অন্য প্রকার,—তোমার এ ভালবাসা, তাহা হইলে, তাহার উপর জন্মিত না।"

বিজনকুমার বলিলেন, "সুশীলা ও মজলিস যমজ বোন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

তাঁহার হৃদয়ের ভিতর সেই স্বর বলিল, "সুশীলা যে তোমার ভগ্নী তাহাই বা কে বলিল ?"

বিজনকুমার উন্মত্তের ন্যায় গৃহ মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার প্রাককালে বিজনকুমার বাড়ী হইতে বহির্গত হই-লেন। বাহিরের হাওয়া মস্তকে লাগায় তিনি কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন ধীরে ধীরে ভগ্নীর বাড়ীর দিকে চলিলেন।

সুশীলার আর কোন অসুখ নাই!—সে স্বামী লাভ করিয়া বিপুল আনন্দ লাভ করিয়াছে। সরোজের কি ঘটিয়াছে, তাহা কেহ তাহাকে বলে নাই,—সরোজও বলিয়াছেন যে তিনি রাত্রে তাহার সহিত দেখা করিতে আইসেন নাই,—নিশ্চয়ই সুশীলা স্বপ্ন দেখিয়াছে। সে প্রত্যহই স্বামীকে স্বপ্ন দেখিত,—তাহার বিশ্বাস হইয়াছে যে, সে রাত্রের ঘটনা সত্য সত্যই স্বপ্ন,—সে স্বপ্ন দেখিয়াছিল।

সে স্বামী লাভ করিয়াই আনন্দে বিভোরা,—কেন সহসা স্বামীর এরূপ পরিবর্ত্তন হইল তাহা তাহার মনে একবারও

উদিত হয় নাই। এ সকল ভাবিবার স্থান তাহার হৃদয়ে একেবারেই ছিল না।

সরোজকুমারের ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়াছে,—তিনি হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাইয়াছেন,—তাহার চক্ষু খুলিয়াছে,—তিনি যে নরপিশাচ হইয়াছিলেন, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন,—অনুতাপাগ্নিতে তাঁহার হৃদয় হু হু করিয়া জ্বলিতেছে!

তাহার উপর তাঁহার চক্ষের উপর তেল জ্বলিতেছে,—মান সম্ভ্রম সকলই গেল,—তাহার বাঁচিবার যে কোনই আশা নাই, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি আর এক মুহূর্ত্তের জন্য বাড়ীর বাহির হন না,—লোকালয়ে মুখ দেখাইতে তাঁহার আর সাহস নাই।

ভগ্নী ভাল আছে দেখিয়া বিজনকুমার গজাননের বাড়ীর দিকে যাইবার ইচ্ছা করিলেন,—তাঁহাকে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া সরোজ আসিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন,—বলিলেন, "ভাই, আমার বিষয় কি করিলে?"

মুহূর্ত্তের জন্য মজ্‌লিসের মুখ বিজনকুমারের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইল। কোথা হইতে যেন কি এক তীক্ষ্ণ তার তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্থলে বিদ্ধ হইল,—তিনি অতি কষ্টে দীর্ঘ নিশ্বাস উপসমিত করিয়া বলিলেন, "ভয় নেই, মোকর্দ্দমা হবে না। রমণীরঞ্জন বাবু সমস্ত বন্দোবস্ত কচ্চেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

"তুমি বলিলেই আমি নিশ্চিন্ত থাকি," এই বলিয়া সরোজ বিজনকুমারের হস্ত ছাড়িয়া দিলেন। বিজনও সত্বর রাজপথে আসিলেন।

"আমি কি পাষণ্ড," বলিয়া তিনি তীরবেগে গজানন বাবুর বাড়ীর দিকে চলিলেন।

গজানন বাবু বাড়ী ছিলেন। তিনি বিজন বাবুকে দেখিয়া সোৎসাহে বলিলেন, "এসেছ,—আমি তোমার অপেক্ষা কচ্ছিলাম, —"বসো।"

বিজন বাবু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "আমি মজলিসের সঙ্গে দেখা করিব।"

গজানন বাবু বলিলেন, "এস।"

এই বলিয়া তিনি উঠিলেন, কিন্তু বিজন বাবু বলিলেন, "আমি তাকে একলা দুই একটা কথা বলিতে চাই।" গজানন বাবু বসিলেন,—বলিলেন, "সে উপরের ঘরে আছে,— যাও।"

বিজনকুমার ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিলেন। আর এক দিন তিনি এইরূপে উপরে উঠিয়াছিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় আজও মজলিস সেইরূপ পালঙ্কে বসিয়া বই পড়িতেছিল।

বিজনকুমার দ্বারে দাঁড়াইলেন। অমনই মজলিস মাথা তুলিল,—বিজন কোন শব্দ করিলেন না,—তবুও মজলিসের প্রাণে যেন কে তাঁহার আগমন বার্ত্তা বলিয়া দিল। বিজনকে দেখিয়া তাহার মুখে যেন আনন্দের বিভা ছড়াইয়া পড়িল,—সে সত্বর বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাড়াইল। বিজনকুমার ধীরে ধীরে তাহার নিকটস্থ হইলেন। সে বলিল, "আমি মনে করেছিলেম আজ আপনি আর এলেন না।"

বিজনকুমারের হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতেছিল। তিনি ভাবিলেন আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিলে তিনি যাহা বলিতে

আসিয়াছেন, তাহা আর বলিতে পারিবেন না। তিনি বলিলেন, "মজলিস, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে।"

তাহার স্বরে চমকিত হইয়া মজলিস তাঁহার দিকে চাহিল,—তাঁহার ভাব দেখিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার মুখ হইতে প্রফুল্লতা দূর হইল,—বিষাদের ছায়া পড়িল,—আপনা আপনি,কেন সে জানে না, তাহার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল। সে প্রায় অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিল, "বলুন।"

বিজনকুমার বলিলেন, "জান তুমি আমার কে?" মজলিস্ মস্তক অবনত করিয়া সেইরূপ অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "কে?"

বিজন সবেগে বলিলেন, "তুমি আমার বোন,—সহদরা ভগ্নী।" মজলিস সত্বর মস্তক তুলিয়া ব্যাকুল ভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। বিজন বলিলেন, "হাঁ—তুমি আমার নিজের বোন।"

মজলিস কথা কহিল না। বিজন বলিলেন, "এ কথা শুনে তুমি কি সন্তুষ্ট হলে না?" প্রায় অর্দ্ধস্ফুট স্বরে মজলিস বলিল, "হাঁ।" তাহার পর সে ধীরে ধীরে পালঙ্কে বসিল;—সে চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছিল,—তাহার বোধ হইল যেন সমস্ত পৃথিবী তাহার পদনিম্ন হইতে কোথায় চলিয়া যাইতেছে। সে চক্ষু মুদিত করিল।

বিজনকুমার সাহস করিয়া তাহার দিকে চাহেন নাই ভাবিয়াছিলেন তাহার দিকে একবার চাহিলে তাঁহার আর কোন কথা বলা হইবে না। তিনি বলিলেন, "তোমার আর এখানে থাকা ভাল দেখায় না। এখন আমার বাড়ীতেই থাক্‌বে। কি বল?"

মজলিস নীরব। বিজনকুমার আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল?" অতি কষ্টে এবার সে কথা কহিল, বলিল, "যা বল্‌বেন, তাই কর্ব্বো।"

বিজন বলিলেন, "গজানন বাবুকে আমি এখনও সব কথা বলি নি,—এখন তাকে সব বল্‌বো। এখন আমি যাই।" মজলিস কথা কহিল না,—বিজনকুমারও আর কথা কহিতে সাহস করিলেন না,—তিনি মজলিসের দিকে চাহিতেও সাহস করিলেন না। সত্বর পদে সে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

মজলিস দুই হস্তে কিয়ৎক্ষণ নিজ বুক চাপিয়া ধরিল। তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে দীর্ঘ নিশ্বাস নির্গত হইল,—তাহার বোধ হইল যেন কে তাহার বুক ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে।

কতক্ষণ সে এইরূপ ভাবে বসিয়াছিল তাহা সে জানে না। সহসা গজানন বাবুর বিকট ধ্বনিতে তাহার চৈতন্য হইল,—সে চমকিত হইয়া উঠিয়া দাড়াইল,—হৃদয়ে বল বাধিল, তৎপরে ধীরে ধীরে গিয়া সিঁড়ীর নিকট দাড়াইল

বিজনকুমার তাহার বিষয় কি বলিতেছেন, জানিবার জন্য তাহার কৌতূহল জন্মিল,—সে তাঁহাদের কথা শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইল। সিঁড়ির নিকট দাঁড়াইয়া সকল কথা শুনিল।

বিজনকুমার প্রস্থান করিলে সে বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার প্রাণের ভিতর কি হইতেছিল সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। সে চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছিল হতাশের মেঘে তাহার হৃদয় সম্পূর্ণ আবরিত হইয়া গেল। কিন্তু সে আবার তখনই উঠিল।
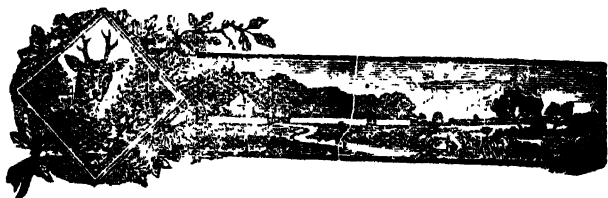
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বিজনকুমার সত্বর পদে নিম্নে নামিয়া আসিলেন। গজানন বাবু তাঁহার ভাব দেখিয়া বিস্মিত ভাবে তাঁহার দিকে চাহিলেন।

বিজনকুমার তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। বলিলেন, "আপনি জানেন না আমার বাবা এক খানা উইল করিয়া গিয়াছেন।" গজানন বাবু সর্ব্বদাই বিস্ময়ের ভাব দেখাইতেন, কিন্তু প্রায়ই বিস্মিত হইতেন না, কিন্তু আজ বিজনকুমারের ভাব দেখিয়া যথার্থই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মুখ-ব্যাদন করিয়া বলিলেন, "না, কেমন করিয়া জানিব।"

বিজন বলিলেন, "তবে শুনুন।—তিনি অনেক টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন,—কিন্তু আমাকে ও আমার ভগ্নীকে সে সম্পত্তি দিয়া যান নাই। আমার আর এক ভগ্নী ছিল, সে ভগ্নী ছেলে বেলায় হারাইয়া যায়, তাহাকে আর পাওয়া যায় নাই। তিনি উইলে লিখিয়া গিয়াছেন, যদি আমি কখনও তাহাকে খুজিয়া

পাই তবেই বিষয় আমি আর আমার সেই ভগ্নী সমান ভাগে পাইব,—এত দিনে আমি সেই ভগ্নী পেয়েছি।"

গজানন বাবু, মনে মনে ব্যাপার কি কতক কতক বুঝিতে পারিতেছিলেন,—তিনি কেবল মাত্র বলিলেন, "কোথায় ?"

বিজনকুমার রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "মজ্‌লিসই আমার সেই বোন।"

গজানন বাবু লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; মুখ আকর্ণ বিস্তৃত করিয়া বিজন কুমারের দিকে বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন। বিজনও অবনত মস্তকে নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে গজানন বলিলেন, "কেমন করিয়া জানিলে ?"

বিজন বলিলেন, "আমার ভগ্নী সুশীলা ও মজ্‌লিস দুজনে যমজ বোন,—যে দেখিবে সেই বলিবে ?"

গজানন বাবু আজ জীবনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন,—কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, "তবে উপায় ?"

বিজনকুমার ধীরে ধীরে বলিলেন, "আর আপনাকে সন্ন্যাসীর ভয় কর্ত্তে হবে না। মজ্‌লিস অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী হবে, সে আমার ভগ্নী, তাহাকে কে লইয়া যাইতে সাহস করিবে ?"

গজানন গদগদ স্বরে বলিলেন, "আমার উপায় ?"

বিজন উত্তর করিলেন "কেন, আপনার ভয় কি ?"

গজানন। আমি মজ্‌লিসকে ছেড়ে কেমন করে থাক্‌ব ?

বিজন। আপনি তার কাছেই থাক্‌বেন,—আপনি আমাদের বাড়ীতেই থাক্‌বেন ?

গজানন। কিন্তু সে,সে তোমায়——তার বের কি হবে!

বিজনকুমার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "আমি, আমাদের এটর্ণি ও গার্জিয়ান রমণীরঞ্জন বাবুর কাছে যাইতেছি, তাঁহাকে ও আমার ভগ্নীকে এখনই এখানে আনিতেছি। আর মজ্‌লিসের এখানে থাকা উচিত নহে, নিরাপদও নয়।"

এই বলিয়া বিজনকুমার তীর বেগে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।—গজানন বাবু কোন কথা কহিতে পারিলেন না,—তিনি স্তম্ভিত ও নিষ্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিলেন, তাঁহার বোধ হইল কে যেন তাঁহার মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত করিয়াছে। গজানন বাবুর প্রাণ সর্ব্বদাই স্ফূর্ত্তি পূর্ণ ছিল, আজ তাঁহার এ ভাব কেন হইল তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

কতক্ষণ তিনি এইরূপ ভাবে বসিয়াছিলেন, তাহা তিনি জানেন না। সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া মজ্‌লিস সকল শুনিয়াছিল, সে নিশব্দে নামিয়া আসিল, ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার গলা দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "দাদা বাবু।"

তাহার গলার শব্দে চমকিত হইয়া তিনি তাহার মুখের দিকে চাহিলেন,—তাহার এক দিনে যেন কি এক ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহার মুখে অনির্ব্বচনীয় বিষাদের ছায়া দেখিয়া গজানন বাবুর হৃদয়ে যেন তীক্ষ্ণ তীর বিদ্ধ হইল, তিনি ব্যাকুল ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মজ্‌লিস তাঁহার হৃদয়ে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল,—ফুপিয়া ফুপিয়া কাঁদিতে লাগিল।—জীবনে কখনও বোধ হয় গজানন বাবুর চক্ষে জল পড়ে নাই, তিনিও দুই হস্তে মজ্‌লিসের গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

বিজনকুমার পথে আসিয়া এক খানি গাড়িতে উঠিলেন। রমণীরঞ্জন বাবুর ঠিকানা বলিয়া বলিলেন, "জলদি যাও।" গাড়ী তীর বেগে ছুটিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি রমণীরঞ্জন বাবুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার ভাব দেখিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি? সুশীলা ভাল আছে তো?"

বিজন বলিলেন, "হাঁ,—আমি আমার সেই বোনকে পাইয়াছি।"

রমণী। কি?

বিজন। আমি সেই বোনকে পাইয়াছি। রমণীরঞ্জন বাবু তাঁহার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "সব আমাকে খুলিয়া বল।"

বিজনকুমার সংক্ষেপে তাঁহাকে মজ্‌লিসের কথা বলিলেন,—আরও বলিলেন, "তাকে আর এক মিনিট সেখানে রাখা উচিৎ নয়,—এখনই চলুন।"

রমণীরঞ্জন বাবু বলিলেন, "ব্যস্ত হইও না, কেমন করিয়া জানিলে সেই তোমার বোন।"

বিজন। আপনি দেখ্‌লেই বুঝবেন,—সুশীলা আর সে যমজ।

রমণী। আজই তাকে আনবার জন্যে ব্যস্ত হচ্চ কেন?

বিজন বাবু সন্ন্যাসীর বৃত্তান্ত বলিলেন। তখন রমণীরঞ্জন বাবু উঠিলেন, বলিলেন, "আমি কালই তোমার বাবার পত্র হাইকোর্ট থেকে নেবার দরখাস্ত কর্‌বো। সরোজের বিষয় আমরা অনেক নিশ্চিন্ত হলেম। আর তোমাদের কারই টাকার ভাবনা নাই।

উভয়ে গাড়িতে আসিয়া উঠিলেন।—গাড়ী সুশীলার বাড়ীর দিকে চলিল।

সেখানে সরোজবাবু ও সুশীলাকে সকল কথা বলা হইল। সকলেই আনন্দিত, সুশীলা তখনই ভগ্নী আনিবার জন্য কাপড় পড়িতে ছুটিল,—তাহার আর আনন্দ ধরে না। আর বিজন,—তাহার হৃদয়ের ভাব কেহ বুঝিবে না।

অর্দ্ধ ঘণ্টা যাইতে না যাইতে বিজনবাবু, রমণীরঞ্জন বাবু, সরোজবাবু ও সুশীলা, বহুকাল অপহৃতা ভগ্নীকে আনিবার জন্য গজাননবাবুর বাড়ীর দিকে চলিলেন।

———

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিজনকুমারের গলার শব্দ পাইয়া গজানন বাবু পিতাম্বরকে দরজা খুলিয়া দিতে বলিলেন। তখনও গজানন ও মজলিস নীচের ঘরেই নীরবে বসিয়াছিলেন।

সহসা গৃহ মধ্যে অনেক লোক দেখিয়া মজলিস উঠিয়া দাঁড়াইল,—গজাননও উঠিবার প্রয়াস, পাইলেন,—কিন্তু রমণী-রঞ্জন বাবু বলিলেন, "বসুন,—বসুন,—আমাদের জন্য কষ্ট পেতে হবে না।"

গজানন বাবুর মুখে সর্ব্বদাই খই ফুটিত। আজ তিনি নির্ব্বাক নিস্পন্দ।

সুশীলা ধীরে ধীরে মজলিসের নিকটস্থ হইল,—উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে চাহিল। সুশীলা বলিয়া উঠিল, "তুমি?" তিন বৎসর পূর্ব্বে স্কুলে সে "আর একজন আমি" দেখিয়াছিল, —সে "আমি" কে সে ভুলে নাই,—দেখিয়াই চিনিল।

মজলিসও তাহাকে চিনিয়াছিল,—ধীরে ধীরে প্রায় অস্ফুট শব্দে বলিল, "হাঁ, আমিই সেই ভিখিরী মেয়ে,—আপনি যাকে দয়া করে আদর করেছিলেন,—আপনারা সে দিন থেতে না দিলে হয়তো আমি মরে যেতাম।

সুশীলা আদরে মজলিসের হাত ধরিয়া তাহাকে বুকের দিকে টানিয়া লইল,—বলিল, "তুমি আমার বোন,—আমার সেই দিনই মনে হইয়াছিল।—"

মজলিস তাহার বুকে মুখ লুকাইল,—সুশীলার বুকের কাপড় তাহার চক্ষুর জলে ভিজিয়া গেল। মজলিস কাঁদিতেছে কেন সে বুঝিল না,—তবে তাহার মুখ তুলিতে তাহার সাহস হইল না।

রমণীরঞ্জনবাবু এই দৃশ্য বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলেন। সরোজকুমারও বিশেষ আশ্চর্য্যের সহিত উভয়ের দিকে চাহিয়াছিলেন। কেবল বিজনকুমার দেখিতেছিলেন না। তিনি অন্যমনস্ক ভাবে অন্য দিকে চাহিয়াছিলেন।

অবশেষে রমণীরঞ্জন বাবু কথা কহিলেন। বলিলেন, "বিজন, —এটী যে তোমার ভগ্নী তা প্রমাণ করিবার জন্য আর কোনও সাক্ষীর দরকার হবে না,—হঠাৎ দেখিলে কে কোনটী চিনিবার উপায় নাই। নিশ্চয়ই ইহারা দুটী যমজ বোন। তোমার পিতা ঠাকুরের পত্র হাইকোর্ট থেকে পেলেই সব কথা জানা যাবে।"

বিজনকুমার কথা কহিলেন না। রমণীরঞ্জন বাবু সরোজ কুমারের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "সরোজ বাবু, আপনি কি মনে করেন? এর আর সাক্ষী সাবুত কিছু প্রয়োজন হইবে না।"

সরোজ বাবু অতুল ধনের অধিপতি হইবেন,—তাহার আর কোনই ভয় নাই,—তাঁহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ—তিনি হাসিয়া

বলিলেন, "সত্য সত্যই হঠাৎ দেখিলে কোনটী কে বলা যায় না।"

রমণীরঞ্জন বাবুও হাসিয়া বলিলেন, "দেখিবেন যেন ভুল করিবেন না।"

কিন্তু সহসা উভয়েরই মনে হইল, যাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দিত হওয়া উচিত,—তাহারা কেহই আনন্দিত নহে। গজানন বাবু জড়পিণ্ডের ন্যায় বসিয়া আছেন,—বিজনকুমার ওষ্ঠ দ্বয় পেষিত করিয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান।

আর মজলিস,—সে সুশীলার বুকে মুখ দিয়া কাঁদিতেছে!" সুশীলার সমস্ত আনন্দ তাহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে,—সে একবার তাহার দাদার দিকে চাহিতেছে,—একবার মজলিসের দিকে চাহিতেছে!

কাল ঝি ও পিতাম্বরও আকুল হৃদয়ে দুইজন দুই দরজায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে; কাল ঝি মধ্যে মধ্যে চক্ষে বস্ত্রাঞ্চল দিতেছে। গৃহ নীরব নিস্তব্ধ।

রমণীরঞ্জন বাবু আবার কথা কহিলেন, বলিলেন, "রাত হইতেছে,—আর দেরি করিয়া ফল কি?—এদের এখন নিয়ে যাওয়াই উচিত।"

চমকিত হইয়া গজানন বাবু রজনীরঞ্জন বাবুর দিকে চাহিলেন,—বলিলেন, "এখনই কি নিয়ে যাবেন!"

রমণীরঞ্জন বাবু বলিলেন, "শুন্‌লেম এখানে থাক্‌লে বিপদ হতে পারে।"

গজানন বাবু বলিলেন, "হাঁ,—হাঁ—নিয়ে যান,—তবে ——"

রমণী। আপনি রোজ দেখে আস্‌বেন,—ইচ্ছা করেন সরোজ বাবুর বাড়ীতে আপনিও থাক্‌তে পারেন।

গজানন উঠিলেন,—ডাকিলেন, "দিদিমণি!" চমকিত হইয়া মজলিস মস্তক তুলিল,—সত্বর আসিয়া দুই হস্তে গজানন বাবুর গলা জড়াইয়া ধরিল,—বলিল, "দাদা বাবু!"

গজানন আর চক্ষু জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না,—কাঁদিয়া ফেলিলেন, "আমি রোজ তোমাকে দেখে আস্‌বো! মজলিস কাঁদিতেছিল,—সুশীলাও কাঁদিতেছিল,—এমন কি রমণীরঞ্জন বাবুও পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন।

অবশেষে রমণীরঞ্জন বাবু আর এখানে এরূপ ভাবে থাকা কর্ত্তব্য নহে বিবেচনা করিয়া সুশীলা ও মজলিসের হাত ধরিয়া বলিলেন, "এস"।

কেহ কোন কথা কহিলেন না,—রমণীরঞ্জন বাবু উভয়কে গাড়ীতে তুলিলেন।—পিতাম্বর ও কাল ঝি কাঁদিয়া উঠিল,—গজানন বাবু স্তম্ভিত হইয়া এক দৃষ্টে সুশীলা ও মজ্‌লিসের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

গাড়ীতে উঠিয়া রমণীরঞ্জন বাবু বিজনকুমার ও সরোজকে বলিলেন, "এস"। এতক্ষণ বিজনবাবু একটী কথাও কহেন নাই, এবার বলিলেন, "আমি হেঁটে যাব।" তাহার পর তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া তিনি তীরবেগে ছুটিলেন। রমণীরঞ্জন বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কিন্তু সুশীলা সরোজ বাবুকে বলিল, "দাদার সঙ্গে যাও।"

ক্ষুদ্র বালিকার প্রাণ যাহা বুঝিতে পারে, বৃদ্ধ বিচক্ষণ এটর্ণি রমণীরঞ্জন বাবু তাহা বুঝিতে পারেন না।—

সরোজ বাবু প্রস্থান করিলে রমণীরঞ্জন বাবু গাড়ী হইতে গজানন বাবুকে বলিলেন, "মশায়, চল্লেম,— এঁর যা জিনিস পত্র কাল নিয়ে গেলেই চল্‌বে।"

গজানন বাবু কোন উত্তর করিলেন না,—গাড়ী ছুটিল।— মজ্‌লিস সুশীলার বুকে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল।

বৃদ্ধ গজানন বাবু, পিতাম্বর, কাল ঝি, কাহারই সে রাত্রে আহারাদি হইল না। আজ জীবনে প্রথম দিন, রাত্রে গজানন-বাবুর নাসিকা গর্জ্জন শ্রুত হইল না।—তিনি সমস্ত রাত্রি বসিয়া রহিলেন।—

এক মজ্‌লিস, এক দিনে এক মুহূর্ত্তে কত লোকের জীবনে কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিল।
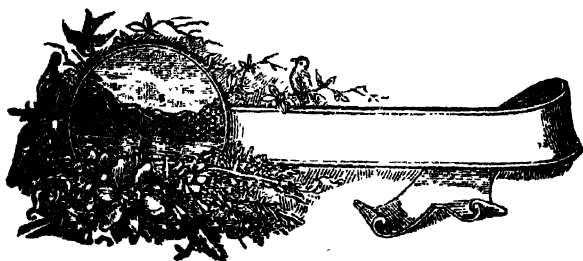
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আজ সন্ন্যাসীর সেই অমাবস্যা।—সন্ন্যাসী উন্মত্ত প্রায়,—এ দিন,—এ শুভ দিন, এরূপ সিদ্ধ হইবার দিন আর তাঁহার জীবনে ঘটিবে না,—তাহাই তিনি আজ মহা পূজা করিবার জন্য উদ্যত।

তিনি অনুসন্ধানে জানিয়াছেন যে মজ্‌লিস আর গজাননের বাড়ী নাই,—সে সরোজ বাবুর বাড়ী আসিয়াছে,—দুই ভগ্নী একত্র আছে।

তিনি গজাননের উপর মহা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন; সিদ্ধ হইলে প্রথমেই তাঁহাকে ভস্ম করিবেন, ইহাতে কেহই তাঁহাকে প্রতিবন্ধক দিতে পারিবে না।

মজ্‌লিস সুশীলার নিকট আছে,—ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট হইলেন না; তাঁহার পূজার জন্য দুই জনকেই প্রয়োজন,—ভাবিয়াছিলেন একজন হাতেই আছে,—অপরকে, সুশীলাকে, পাওয়াই কষ্টকর হইবে, কিন্তু গজাননের বজ্জাতিতে মজ্‌লিসও

হাত ছাড়া হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় গজানন তাহাকে একেবারেই লুকাইয়া ফেলে নাই, সুশীলার নিকট সে আছে, সুতরাং উভয়কেই পাইবার এখনও আশা আছে।

আজই পাওয়া চাই,—আজিকার রাত্রি গত হইয়া গেলে সমস্ত কার্য্য পণ্ড হইবে,—এত দিনের চেষ্টা,যত্ন, পরিশ্রম সকলই বৃথা হইবে। সন্ন্যাসী কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইয়া উন্মত্ত প্রায় এ চেষ্টায় ফিরিতেছিলেন।

তিনি অনেক কষ্টে সুশীলার ঝীর সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিলেন।—ঝীর মত অজ্ঞ স্ত্রীলোকগণ প্রায়ই ফকির সন্ন্যাসীকে বড়ই ভক্তি করে, ভয়ও করে। সুশীলার ঝীও সন্ন্যাসীকে ভয়, ভক্তি করিত। তাহার অনেক ভাল করিবেন প্রভৃতি প্রলোভন দেখাইয়া তিনি তাহাকে হাত করিলেন; তাহারই সাহায্যে সুশীলার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

সুশীলাদের বাড়ীর পশ্চাতে একটী ক্ষুদ্র উদ্যান ছিল,—ঐ উদ্যানের এক পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র অন্ধকার গলিতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য একটা ক্ষুদ্র দ্বারও ছিল। এক দিন এই ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া সরোজকুমার চোরের ন্যায় সুশীলার জানালার নিম্নে আসিয়াছিলেন।

দুই প্রহরের সময় যখন কেহ কোথায়ও নাই, সেই সময়ে সুশীলা ধীরে ধীরে বাড়ীর পশ্চাতস্থ উদ্যানে আসিল। সন্ন্যাসী একটী ঝোপের আড়ালে তাহার অপেক্ষা করিতে ছিলেন।

সুশীলা ভক্তি ভরে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল। তিনি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বৎসে তোমাদের বড় ভাল বাসি,—তাই একটা কথা গোপনে বলিতে আসিয়াছি।"

সুশীলা অবনত মস্তকে বলিল, "বলুন।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "বিশেষ পরিশ্রম করিয়া গুণিয়া দেখিয়াছি যে, আজ মায়ের শোড়ষোপচারে পূজা না করিলে সরোজবাবুর কিছুতেই রক্ষা নাই।"

সুশীলা ব্যগ্রভাবে বলিল, "বলুন, পূজার জন্য কি করিতে হইবে,—এখনই সব আয়োজন করিয়া দিতেছি।"

সন্ন্যাসী।—এ বড় কঠিন পূজা,—তোমার বুকের রক্ত দিয়া মায়ের পূজা করিতে হইবে।

সুশীলা। তাহাই করিব।—

সন্ন্যাসী। আজ অমাবস্যা,—শুভ দিন, নির্জ্জন শ্মশানে একাকী এই পূজা করিতে হইবে,—আর কেহ জানিতে পারিবে না। সম্মত আছ?

সুশীলা নীরবে রহিল,—তখন সন্ন্যাসী বলিলেন, "তোমাদের দুই ভগ্নীর বুকের রক্ত দিয়া নির্জ্জনে কেবল আমার সম্মুখে এই পূজা করিতে হইবে,—দেখ সম্মত আছ?"

এবার সুশীলা কথা কহিল,—বলিল, "তাঁদের জিজ্ঞাসা করিব।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে সমস্ত কাজ পণ্ড হইবে। হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিলেও সরোজ বাবুকে রক্ষা করিতে পারিবে না,—তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইবে।"

সুশীলা কেবল মাত্র বলিল, "কেন?" তখন সেই পাষণ্ড সরলা বালিকাকে সরোজ বাবুর বিবরণ সমস্ত বলিল,—সুশীলার মুখ কালিমাময় হইয়া গেল,—সে কাতরে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল "তবে স্বপ্ন নয়!"

সন্ন্যাসী। না, স্বপ্ন নয়,—এই পূজা না দিলে কিছুতেই সরোজবাবুর রক্ষা নাই। গণনা কখন মিথ্যা হয় না।

সুশীলা ব্যাকুল হইয়া বলিল, "বলুন, কি কর্ত্তে হবে,—কিসে তাঁর কোন বিপদ থাক্‌বে না! শীগ্‌গির বলুন, আমি সব কর্ব্বো।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "বলিলাম তো,—কাহাকেও এ কথা প্রকাশ করিতে পাইবে না। আমি নির্জ্জন স্থানে পূজার সমস্ত আয়োজন করিব, তোমরা সেইখানে দুই বোনে গিয়া বুকের রক্ত দিয়া মায়ের পূজা করিবে,—ইহাতে সরোজ বাবুর সমস্ত বিপদাপদ কাটিয়া যাইবে, তাঁহার আর কোন ভয় থাকিবে না। আমি জানি তুমি পতিব্রতা, স্বামীর জন্য ইহা করিবে।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া সুশীলা বলিল, "আর কোন কি উপায় নাই?"

সন্ন্যাসী অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "না। অনেক গুণিয়া দেখিয়াছি;—এ পূজা ব্যতীত সরোজ বাবুর আর কিছুতেই রক্ষা পাইবার কোন উপায় নাই।"

সুশীলা বলিল, "এ পূজা দিব,—স্বামীর জন্য কোন্ স্ত্রী না প্রাণ দিতে পারে?—বুকের রক্ত দিব, এ আর শক্ত কি? কি করিতে হইবে বলুন।"

সন্ন্যাসী। রাত্রি ঠিক ১১টার সময় বাগানের এই দরজার পেছনে যে গলি আছে, উহার মুখে এক খানা গাড়ী থাকিবে। তোমরা কাহাকে কিছু না বলিয়া—ঐ গাড়ীতে গিয়া বসিবে। গাড়োয়ান তোমাদের পূজার স্থানে লইয়া যাইবে।—আমি সে স্থানে পূজার আয়োজন করিয়া তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিব।

সুশীলা কহিল, "যদি আমার বোন যাইতে না চায়?" সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "সে ভার তোমার থাকিল,—সে না যায়,—পূজাও হইবে না,—সরোজবাবুও রক্ষা পাইবেন না; তাঁহার দ্বীপান্তর হইবে,—যাহা ভাল বিবেচনা, কর করিও।

এই বলিয়া সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলেন। দ্বারের নিকট আসিয়া অতি ভয়াবহ ভাবে বলিলেন, "গণনা কখন মিথ্যা হয় না।"

সুশীলা চারি দিকে অন্ধকার দেখিল, সে পড়িতেছিল,—কিন্তু বৃক্ষান্তরাল হইতে মজ্‌লিস সত্বর পদে আসিয়া তাহাকে ধরিল, নতুবা নিশ্চয়ই সুশীলা ভূপতিতা হইত।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মজ্‌লিস অতি যত্নে সুশীলাকে বৃক্ষচ্ছায়ায় আনিয়া ঘাসের উপর বসাইল,—তৎপরে ছুটিয়া বাড়ী গিয়া এক ঘটি জল লইয়া আসিল। মুখে চোকে মাথায় জল দেওয়ায় তখন সুশীলা প্রকৃতস্থা হইল।

বহুক্ষণ উভয়ে সেই বৃক্ষচ্ছায়ায় নীরবে বসিয়া রহিল; অবশেষে মজ্‌লিস কথা কহিল, বলিল, "দিদি, আমি সব শুনেছি। সুশীলা চমকিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল,—তৎপরে মজ্‌লিসের গলা জড়াইয়া তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল, "তবে সত্যি,—স্বপ্ন নয়?"

মজ্‌লিস। কি সত্যি দিদি?

সুশীলা। এদের সত্যি সত্যিই পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছিল,—জেল—জেল হবে!

সুশীলার সর্ব্বাঙ্গ বংশ পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। মজ্‌লিস আবার তাহার মুখে মাথায় জল দিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে কতক্ষিত প্রকৃতিস্থ হইয়া সুশীলা বলিল সন্ন্যাসী,—গুরুদেব,—যা বল্লেন শুনেছ কি? তাঁর বাঁচবার আর কোন উপায় নেই,—আমাদের বুকের রক্ত দিয়ে আজ মায়ের পূজা দিলে তবে তিনি রক্ষা পাবেন,—তার জন্যে প্রাণ দিব,—এ কোন ছার কথা,—বোন—"

মজ্‌লিস ধীরে ধীরে বলিল, "সন্ন্যাসী কেবল বুকের রক্তের জন্যে আমাদের চায় না,—সে আমাদের বলি দিয়ে পূজা কর্ত্তে চায়।"

সুশীলা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মজ্‌লিসের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল;—মজ্‌লিস বলিল, "এই সন্ন্যাসীই আমাকে রাস্তা হতে নিয়ে দাদা বাবুর কাছে রেখে দেয়,—বলে, যে দিন আমাকে দরকার হবে নিয়ে যাবে।—এই পূজায় বলি দেবার জন্য আমাকে রেখে ছিল।

সুশীলা কোন উত্তর দিল না, বিস্ফারিত নয়নে মজ্‌লিসের দিকে চাহিয়া রহিল।—মজ্‌লিস বলিল,—কদিন হ'ল এ আমাকে নিতে যায়। দাদা বাবু তাড়িয়ে দিয়েছিলেন,—দাদা বাবু বলেন, "এ ভণ্ড।"

সুশীলা ধীরে ধীরে বলিল, "ইনি আমার গুরু,—আমরা এঁর কাছে মন্ত্র নিয়েছি,—আমি এঁর কথা অমান্য কর্ত্তে পারিনে,—আমি এঁর কথা অবিশ্বাস কর্ত্তে পারি না।—যদি তাই হয়,—তাতেই বা কি? স্বামীর জন্য প্রাণ তো অনেক পুণ্যের কথা,—বোন আমি যাব,—যদি না গেলে তাঁর বিপদ ঘটে, তা হলে

আমি বাচব না।—আমি মলে যদি তাঁর বিপদ আপদ কেটে যায়,—তা হলে আমার জীবন সার্থক,—যদি তাঁর বিপদই হলো তবে আমার বেঁচে লাভ কি ?”

মজ্‌লিস কোন কথা কহিল না। তখন সুশীলা আবার ধীরে ধীরে বলিল, “সবই তো শুনেছ! বোন, তুমি কি কর্ব্বে ?”

মজ্‌লিস সাদরে সুশীলার হাত ধরিল,—তার পর অতি বিষাদ স্বরে কহিল, “দিদি, তুমি যা কর্ব্বে, আমিও তাই কর্ব্বো।”

সুশীলা কাতরে বলিল, “তুমি যা বল্লে তাই যদি সত্যি হয় ?”

মজ্‌লিস। হলই বা।

সুশীলা। আমি কোন্ প্রাণে তোমায় বলব।

মজ্‌লিস। দিদি,—আমার জীবনে সুখ দুঃখ কিছুই নাই,—আমার বাঁচিবার ইচ্ছা নাই। তোমাকে সত্য কথা বলিতে কি, তোমরা সকলে একটু সুস্থ হইলে আমি মরিব স্থিরই করিয়াছিলাম,—আমার মরণেই সুখ,—আমি সুখী নই,—তুমি তো বুঝ।

সুশীলা বিস্ফারিত নয়নে মজ্‌লিসের দিকে চাহিয়া রহিল। মজ্‌লিস আবার বলিল, “দিদি তোমাদের জন্য যদি আমি প্রাণ দিতে পারি তবে কি আমার সৌভাগ্য নয় ?

সুশীলা কাতরে বলিয়া উঠিল, “না,—না আমি তোমাকে বলতে পার্ব্বো না,—না—না—না—” সুশীলা মজ্‌লিসের বুকে মুখ লুকাইল। তখন মজ্‌লিস সস্নেহে সাদরে তাহার মাথার কৃষ্ণ কেশরাশি গুছাইয়া দিতে দিতে অতি বিষাদ হাসি হাসিয়া বলিল, “দিদি, শোন নি কি যে যমজের একজন মলে আর

একজন বাঁচে না,—তুমি মলে আমারও মর্ত্তে হবে,—তবে দুজনে এক সঙ্গে মর্ব্বো না কেন?

সুশীলা কোন কথা কহিলনা,—উভয়ে আবার বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। বহুক্ষণে মজ্‌লিস বলিল, "দিদি, —তোমার সঙ্গে আমাকে যেতেই হবে,—সন্ন্যাসী,—আমাদের বলি দেয় ভালই, —আমরা মরিব,—কিন্তু যদি সে কোন বদমাইসি করে, তখে আমি তোমাকে রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বো। আমি ছেলেবেলা থেকে অনেক দুঃখু কষ্ট পেয়েছি। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি, অনেক লোক দেখেছি, তোমার চেয়ে আমার সাহস আছে।"

এবারও সুশীলা কথা কহিল না,—সে কাঁদিতেছিল। সহসা সে মস্তক তুলিয়া বলিল, "না দিদি,—তুমি যাই বল, আমি সন্ন্যাসীকে অবিশ্বাস কর্ত্তে পারি নে,—আমি যাব।"

মজলিসও বলিল, "আমিও যাব।"

সুশীলা অতি ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি যা বল্লে তা ঠিক নয়, সন্ন্যাসী আমাদের বলি দেবে কেন? এখন কি কেউ এ কাজ কর্ত্তে সাহস করে,—তিনি আমার গুরু,—তিনি আমাকে প্রাণে কখনই মারিবেন না।"

মজলিস। ভালই। যাই হউক, আমি তোমার সঙ্গে যাব। —তুমি যা কর্বে, আমিও তাই কর্ব্বো।

সুশীলা। তবে চল,—বাড়ীর ভিতর যাই। কাকেও কিছু বল না।

মজলিস। না।

বাড়ীর ভিতর গিয়া সুশীলা অন্যত্র চলিয়া গেল। মজলিস অনেকক্ষণ এক স্থানে নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিল।—শেষে বলিল,

দাদা বাবুকে খবর দিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু লাভ কি? আমার মরণই ভাল,—আমি তো মরিতামই,—তবে সন্ন্যাসীর হাতে মরি না কেন?"

সে আবার ভাবিল, "আমি তো মরিবই, তবে দিদিকে মরিতে দিব কেন? প্রাণ থাকিতে তাহা কখনই করিতে দিব না। দেখি কি হয়।"
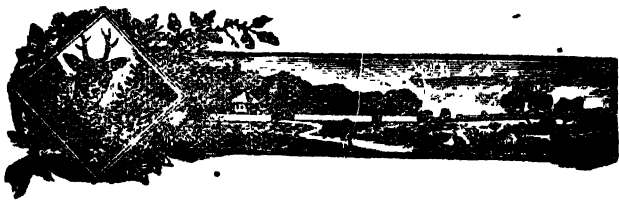
ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী সুশীলার নিকট হইতে আসিয়া ধীরে ধীরে চলিলেন। ভাবিলেন "এরা দুজনে নিশ্চয়ই আসিবে,—বোধ হয় এতদিনে আমার মনবাঞ্ছা পূর্ণ হইল,—বোধ হয় এত দিনে শুভ দিনে শুভ লগ্নে মায়ের পূজা শেষ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব। তখন আমায় পায় কে? তখন আমি সর্ব্বশক্তিমান হইয়া সর্ব্ব-সিদ্ধিলাভ করিয়া জগতের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি হইব। বোধ হয় এতদিনে মনবাঞ্ছা পূণ হইল।"

"কিন্তু এদের নিয়ে যেতে কাকে পাঠাই। আমাকে পূজার সমস্ত—আয়োজন করিতে হইবে। সে সব দ্রব্য ফেলিয়া রাখিয়া আমি আসিতে পারি না,—এ কথা অপর কাকেও বলিতে পারি না,—কোথায় পূজা করিব তাহাও কাহাকে বলা কোন মতেই হইতে পারে না,—ইহাতে বিপদ আছে।"

"অথচ একজন ইহাদের লইয়া যাইবার জন্য পাঠান আবশ্যক,

—গাড়ী লইয়া গলির মুখে কে অপেক্ষা করিবে। এমন লোক কাহাকে পাই,—হাঁ হয়েছে। কানাইটা মূর্খ আছে,—সে এক-বার ইহাদের পৌঁছাইয়া দিলে তখন তাহাকে সেখান হইতে তাড়ান কঠিন হইবে না। সে এ বিষয় কতক কতক জানে,—অপর নূতন লোক কাহাকেও বলিলে, তাহাকে অনেক কথা বলিতে হইবে,—তাহা কখনই হইতে পারে না। এ কাজ কানাইটার দ্বারাই উদ্ধার করিতে হইবে।"

এই ভাবিয়া সন্ন্যাসী কানাইয়ের বাড়ীর দিকে চলিলেন। সৌভাগ্যক্রমে কানাই বাবু বাড়ীতেই ছিলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া শশব্যস্তে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "বাবা চিরজীবি হও। তোমাকে সুসম্বাদ দিতে আসিয়াছি।"

কানাই বাবু ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "বাবা কি, শিগ্‌গির বলুন।"

সন্ন্যাসী কানাই বাবুকে এক কোণে লইয়া গিয়া অতি মৃদু-স্বরে বলিলেন, "আজ সেই দিন—আজ পূজা হবে,—সব জোগাড় ঠিক—তোমরা পাল্লে না,—আমি কর্য়েছি।"

কানাই বাবু সোৎসাহে বলিলেন, "সোণা হবে?"

সন্ন্যাসী। যথেষ্ট হবে।

কানাই। মোন মোন হবে।

সন্ন্যাসী। রাশী রাশী হবে।

কানাই। সরোজের স্ত্রী জোগাড় হয়েছে?

সন্ন্যাসী। দুজনই হয়েছে,—সব ঠিক। রাত্রি ঠিক ১টার সময় পূজা হবে।

কানাই। আমায় কি কর্ত্তে হবে, আজ্ঞা করুন।

সন্ন্যাসী। তোমাকে বড় স্নেহ করি বলে কেবল তোমাকেই এ অনুগ্রহ কচ্ছি,—দেখ যেন ঘুনাক্ষরে কেউ এ কথা জান্তে না পারে।

কানাই। সে বিষয়ে নিশ্চয় থাকুন,—এখন কি কর্ত্তে হবে বলুন।

সন্ন্যাসী। তোমাকে অধিক কিছু কর্ত্তে হবে না,—তুমি এই দুইটী বালিকাকে গাড়ী করে নিয়ে পৌছাইয়া দিবে?

কানাই। কোথায়?

সন্ন্যাসী। দমদমার ষ্টেশনের পেছনে একটা ভাঙ্গা পড়ো বাড়ী আছে,—আমি সেইখানে পূজার আয়োজন করিব,—তুমি রাত্রি ১২ টার সময়, ইহাদের দুই জনকে সেইখানে লইয়া যাইবে।

কানাই। এরা কোথায় আছে?

সন্ন্যাসী। বল্‌চি,—ব্যস্ত হইও না। এরা দুজনেই সরোজের বাড়ী আছে,—আমি এদের সঙ্গে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে এসেছি,—তুমি তাদের বাড়ীর পেছনে গলির মুখে গাড়ী নিয়ে ঠিক রাত্রি ১২টার সময় থাক্‌বে। তারা এসে গাড়ীতে উঠলে খুব জোরে হাঁকিয়ে তাদের দমদমার পড়ো বাড়ীতে নিয়ে যাবে। বুঝলে?

কানাই। হাঁ,—ঠিক তাই কর্ব্বো।

সন্ন্যাসী। দেখো যেন কোন গোল না হয়—আমি তোমাদের অপেক্ষায় সেখানে থাকিব।

এই বলিয়া সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলেন। তখন কানাই বাবু

কি করিবেন, তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, "এ কাজ করা উচিত কিনা। সন্ন্যাসীর কথা শুনে পরের বৌ ঝি বার করে নিয়ে গেলে ধরা পড়লে জেল হবে,—ধরাও নিশ্চিত পড়্‌তে হবে। তারপর বেটা যদি সত্যি সত্যিই মেয়ে দুটোকে বলি দেয়,—তা হলে বেটার তো ফাঁসি হবেই—আমারও সেই সঙ্গে যেতে হবে। কোন শালাই তখন বাঁচাতে পার্ব্বে না। সোণা আমার মাথায় থাক,—প্রাণে বাঁচলে অনেক সোণা হবে। আপনি বাঁচলে তবে বাবার নাম।—"

"তবে ভয়ে কাজটা হাত ছাড়া করাও কিছু নয়। আমি গরিব মানুষ,—ধরা পড়্‌লে বেঘোরে মারা যাব। হরেনটা বড় লোকের ছেলে,—ও এর ভেতর থাক্‌লে তখন বাঁচবার কতক আশা থাক্‌বে। না, বাবা,—আমি ত্তাকে এ ব্যাপারে না জড়িয়ে কোন কাজই কচ্চি নে।"

কানাই বাবু তখনই হরেন বাবুর বাটীর দিকে ছুটিলেন। হরেন বাবু সকল শুনিয়া অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, বাপু হে, এ সঙ্গিন মামলা। সোণা হক না হক, তোমাদের দুজনেরই যে ফাঁসি হবে তার কোন সন্দেহ নেই। আর যদি বেটা খুন নাও করে,—তবে পরের বৌ ঝি বার করে নে যাবার জন্যে তোমার তো দশ বৎসর জেল হচ্চে, তার কোন কথা নেই।"

কানাই বাবু ব্যাকুল স্বরে কহিলেন, "তবে উপায়।"

হরেন। বাপু, যদি আমার কথা শোন, তবে সব কাজই উদ্ধার হতে পারে।—সোণাও পেতে পারো,—কোন বিপদেও পড়ো না।

কানাই। বল,—তুমি যা বল্‌বে,—তাই কর্ব্বো। করে না তোমার কথা শুনেছি।

হরেন। তবে যা বলি তাই কর। যদি কথার একটুও এ দিক ও দিক হয়, জেলে মারা যাবে, তখন কেউ রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বে না।

কানাই। বল তাই কর্ব্বো।

হরেন। বেশ কথা।—এ মেয়ে দুটোকে গাড়ীকরে আমিই নিয়ে যাব,—কোন চিন্তা নাই। আমাকে কেউ ধর্ত্তে পার্ব্বে না।

কানাই। আমায় কি কর্ত্তে বল।

হরেন। তুমি রাত্রি ১২টার সময় দমদমায় পড়োবাড়ীর কাছে লুকিয়ে থাক্‌বে,—আমি তাদের নিয়ে যতক্ষণ না পৌঁছাই, ততক্ষণ যেন সন্ন্যাসী তোমায় না দেখ্‌তে পায়,—সাবধান।

কানাই। তাই কর্ব্বো।

হরেন। হাঁ,—এই কথা ঠিক থাক্‌লো।—সাড়ে বারটা লাগাদ আমি তাদের নিয়ে পৌঁছিব।

কানাই বাবু চলিয়া গেলে হরেন বাবু প্রাণ ভরিয়া একবার হাসিয়া লইলেন। বলিলেন, ভাগ্‌গিস আমাকে বলেছিল,—দু বেটাই পণ্ডিত,—খুব মজা হবে, এবার বেটাকে কলিকাতা ছাড়্‌তে হয়েছে। বেটা আমাদের কি ছাতুখোর মেড়ো ঠাওরিয়েছে।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রায় ১১টা পৃথিবী সুসুপ্তির ক্রোড়ে নিমগ্ন হইয়াছে। সরোজ গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন অনেক দিন পরে তিনি এরূপ নিদ্রা-সুখ উপভোগ করিতে পারিয়াছেন।—ভয়ে, চিন্তায় উদ্বেগে তাঁহার নিকট হইতে নিদ্রাদেবী একেবারেই তিরোহিতা হইয়াছিলেন।

কিন্তু সুশীলা নিদ্রিতা হয় নাই,—সে ছট ফট করিতেছিল, প্রায় ১২টার সময় সে ধীরে ধীরে শয্যায় উঠিয়া বসিল,—পাছে সরোজের নিদ্রা ভঙ্গ হয়, ভয়ে সে নিশ্বাস পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছিল।

সে অতি সন্তর্পণে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে শয্যা হইতে নামিল,—ঘর অন্ধকার,—কোন দিকে কোন শব্দ নাই,—কেবল সরোজ বাবুর শান্তিপূর্ণ নিদ্রার নিশ্বাস শ্রুত হইতেছে।

সুশীলার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতেছিল। তাহার হৃদয়ের

স্পন্দন শব্দ যেন তাহার কর্ণে কামানের মত আওয়াজ করিতে ছিল,—যদি সরোজ জাগ্রত হইয়া পড়েন।

সে নিঃশব্দে দ্বারের নিকট আসিল,—নিঃশব্দে দ্বার খুলিল, কিন্তু বাহির হইতে পরিল না। মনে মনে বলিল,—"প্রাণ যে ছেড়ে যেতে চায় না, যদি আর দেখা না হয়,—একবার ভাল করে প্রাণভরে দেখে যাই। স্বামিন্, ক্ষমা ক'রো। তোমার বিপদের কাছে আমার প্রাণ কি? তোমার বিপদ হলে আমি তো বাঁচবো না,—তবে তোমার ভালর জন্যে আমি মর্ব্বো না কেন?—না- না,—আর দেখ্‌লে আমার যাওয়া হবে না। তোমাকে না বলে কখনও কিছু করিনি,—আজ কচ্চি,—তোমার জন্য কচ্চি,—দাসী বলে ক্ষমা কর্‌ো। আর একবারটা দেখি,—না—আর নয়,—তা হলে আমার যাওয়া হবে না।"

নিঃশব্দে সুশীলা গৃহ হইতে বহির্গত হইল। একবার কাণ পাতিয়া শুনিল,—কোন দিকে কোন শব্দ নাই। সে ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া মজলিসের গৃহের দিকে চলিল।

দেখিল মজলিস পুত্তলিকার ন্যায় দ্বারে দণ্ডায়মানা হইয়া এক দৃষ্টে এক দিকে চাহিয়া আছে,—সে এতই অন্যমনস্ক ছিল যে সুশীলার আগমন শব্দ শুনিতে পায় নাই। সুশীলা তাহার অঙ্গে হস্ত দিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, "বোন।"

মজলিস চমকিত হইয়া ফিরিল। তাহাদের উভয়ের উজ্জল চক্ষুদ্বয় অন্ধকারে উভয়ে মিলিত হইল। মজলিস মৃদুস্বরে বলিল, "দিদি।" উভয়ের কেহই কোন কথা কহিল না।—উভয়ে উভয়ের হাত ধরিয়া নিঃশব্দে নীরবে বাটীর পশ্চাতস্থ উদ্যানে আসিল,—তৎপরে ক্ষুদ্র গলিতে পৌছিল।

সুশীলা বংশ পত্রের ন্যায় কাঁপিতে ছিল,—মজলিস নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় চলিতেছিল। অন্ধকার গলিতে আসিয়া সুশীলা দাঁড়াইল,—বলিল, "বোন।" মজলিস দুই হস্তে তাহার গলা জড়াইয়া বলিল,—"দিদি,—"তুমি চল, ফিরে যাই।"

সুশীলা মজলিসকে চুম্বন করিয়া বলিল, "না—চলো।" উভয়ে চলিল।

গলির মুখে একখানি গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। সুশীলার পা এতই কাঁপিতেছিল যে সহজে গাড়ীতে উঠিতে পারিল না। মজলিস তাহাকে ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া নিজে গাড়ীতে উঠিল এবং দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তখন গাড়ী চলিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘটিকা পরে গাড়ী থামিল। একব্যক্তি অতি কষ্টে গাড়ীর কোচবাক্স হইতে নামিয়া একটা বাড়ীর কড়া সবলে নাড়িতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভিতর হইতে একব্যক্তি দ্বার খুলিল। তখন সেই ব্যক্তি এই ব্যক্তির সহিত কিয়ৎক্ষণ কি কথোপকথন করিয়া ধীরে ধীরে গাড়ীর নিকট আসিয়া গাড়ীর দরজা খুলিল।

তৎপরে গাড়ীর ভিতর মুখ প্রবেশ করাইয়া দিয়া বলিল, "নাবো দিদিমণিরা"

মজলিস আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "কে,—তুমি! দাদা বাবু—আমরা কোথা।"

গজানন বাবু বলিলেন "সবই জান্তে পার্ব্বে এখন নাবো দেখি লক্ষ্মীরা।"

উভয়ে কম্পিত হৃদয়ে স্পন্দিত পদে গাড়ী হইতে নামিল। সুশীলা অস্পষ্টস্বরে কহিল, "বোন।" মজলিস বলিল, "দিদি।"

তৎপরে সুশীলাকে ধরিয়া একরূপ অর্দ্ধ ক্রোড়ে করিয়া চলিল।

পশ্চাতে দ্বাররুদ্ধ হওয়ার শব্দে সুশীলার সংজ্ঞা হইল,--সে ব্যাকুল ভাবে চারিদিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "এতো দাদার বাড়ী।"

গজানন বাবু ফিরিয়া বলিলেন, "হাঁ, দিদিমণি।"

সুশীলা কম্পিতস্বরে বলিল, "দাদা কি বল্‌বেন।"

গজানন বাবু বলিলেন, "দিদিমণি, নিশ্চিন্ত থাক, কেউ কিছু বলবে না। উপস্থিত তিনি বাড়ী নাই—সন্ন্যাসীর ব্যবস্থা কর্ত্তে গেছেন।"

মজলিস বলিল, "দাদা বাবু, সন্ন্যাসীর কি ব্যবস্থা কর্ব্বে? দাদা নাই।"

বহুকাল গজানন বাবু পূর্ব্বরূপ হাস্য করেন নাই আজ সেইরূপ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। তৎপরে বলিলেন, "ভয় কি? সন্ন্যাসীর পূজা আজ ঠিক হবে এখন। হরেন তোমাদের বদলে কাল ঝীকে নিয়ে গেছে।—মাগী কি যেতে রাজি হয়,—শেষ আমরা দুজনেই যখন বল্লেম যে তোমায় সন্ন্যাসী বেটা ধরে নিয়ে আটকে রেখেছে,—সে না গেলে তোমাকে উদ্ধার কর্ব্বার উপায় নেই,—তবে যায়,—মাগী কি কম পাজি। পূজা এতক্ষণ আরম্ভ হয়ে গেছে,—আমি হয়তো ফাঁক পড়লেম!"

এই বলিয়া গজানন আবার নিজ হাস্যে চারিদিক প্রকম্পিত করিয়া তুলিলেন।

মজলিস বলিল, "তবে কি দাদাবাবু,—সন্ন্যাসী যথার্থই ভণ্ড।"

গজানন বাবু হাসিয়া গড়াইতে লাগিলেন, বলিলেন, "আস্ত পেঁড়োর মোস।"

সহসা গজানন বাবু হাসি বন্ধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আর না,- আমি ফাঁকি পড়লেম!" বিজন কুমারের বৃদ্ধ ভৃত্যকে, সুশীলা ও মজলিসকে অতি সাবধানে রাখিতে বলিয়া তাহার পক্ষে যথা সম্ভব সবেগে গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন,—বলিলেন, ১০ মিনিটে দমদমায় যেতে পাল্লে ১০ টাকা বক্‌সিস দিব।"

"হালকা সোওয়ারি হলে হত," বলিয়া কোচম্যান অশ্বযুগলকে কষাঘাত করিল; গাড়ী তীব্র বেগে ছুটিল।

গাড়ীর শব্দ বাতাসে মিশিয়া গেলে সুশীলা বলিল, "দাদা কি বল্‌বে বোন?"

মজলিস বলিল," দুজনকেই পাগল বলবে, আর কি বলবে দাদা।"

তাহার পর উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিল। উভয়ের চক্ষু উভয়ের চক্ষে মিলিল,—উভয়েই হাসিয়া ফেলিল।
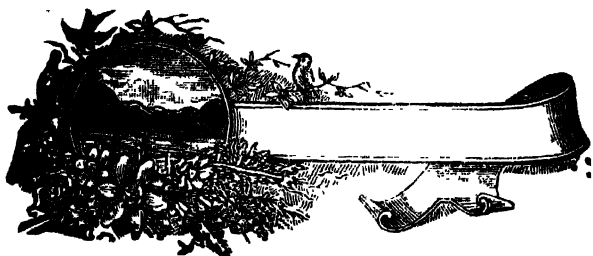
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

গজানন বাবু মিথ্যা বলেন নাই। কাল ঝীকে জোগাড় করিবার জন্য হরেন বাবুকে এবার বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। পূর্ব্ব ঘটনার জন্য তাহার হরেন বাবুর উপর মোটেই বিশ্বাস ছিল না। শেষ গজানন বাবু বলায়, "সন্ন্যাসী বেটা মজ্‌লিসকে চুরি করে নিয়ে গেছে। দমদমায় একটা পড়ো বাড়ীর কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্চে না। সন্ন্যাসী আজ রাত্রে পূজা করে তাকে বলি দিবে। কাল ঝীকে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকতে হবে,—হরেন বাবুরা নিকটেই থাকিবেন,—যেই সন্ন্যাসী মজ্‌লিসকে বাহির করিবে, অমনই কাল ঝি চেঁচাইয়া উঠিবে,—তখনই সকলে গিয়া পড়িবে, এইরূপ নানা কথা বলায়,—বিশেষতঃ কাল ঝী মজ্‌লিসকে বড়ই ভাল বাসিত,—তাহাই সে অবশেষে হরেন বাবুর সহিত যাইতে স্বীকার করিল।

তাহাকে স্থির করিয়া হরেন বাবু বিজনকুমারকে এক বেনাম পত্র লিখিলেন। পত্র এই :---

মহাশয়!

আপনার দুই ভগ্নীকে এক বেটা সন্ন্যাসী ভুলাইয়া দমদমার ষ্টেশনের পেছনে একটা পড়ো বাড়ীতে এই মাত্র লইয়া গিয়াছে। আজ সে উভয়কে বলি দিবে। যদি তাঁহাদের রক্ষা করিতে চাহেন,—তবে এখনই দমদমায় যান।

আপনার জনেক বন্ধু।

পত্র লিখিয়া হরেন বাবু তাঁহার বিশ্বস্ত চাকরকে ডাকিলেন, —বলিলেন, "ঠিক রাত্রি ১০ টার সময় বিজন বাবুকে এই পত্র দেবে,—তারপর তখনই ছুটে গজাননবাবুর বাড়ীতে গিয়ে পিতাম্বরকে বলবি যে সন্ন্যাসী ঠাকুর তার কাল ঝাঁকে নিয়ে গেছে। এক খানা খুব ভাল গাড়ী ঠিক করে রাখবি,—তাকে তখনই দমদমায় নিয়ে যাবে আমি সেখানে থাকব।"

রাত্রি দশটার সময় হরেন বাবু গজাননের বাড়ী আসিয়া মঞ্জুলিনা ও সুশীলার ভার তাহার উপর দিয়া পিতাম্বরের অসাক্ষাতে কালঝাঁকে লইয়া দমদমার দিকে রওনা হইলেন।—

সেখানে কানাই বাবু উন্মত্ত প্রায় হইয়া তাহার অপেক্ষায় ছিলেন হরেন বাবু গাড়ী সহ কালঝাঁকে দূরে রাখিয়াছিলেন। সাড়ে বারটার সময় তিনি অতি নিঃশব্দে গিয়া কানাই বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কানাই বাবু অতি ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারা এসেছে?"

হরেন বাবু বলিলেন, "হাঁ,—সব ঠিক। একটা কাজ কর।

সন্ন্যাসীকে বল যে তারা আমার সম্মুখে আলোতে আসতে চায় না।—অন্ধকার না হলে আস্‌বে না।

কানাই। কেন?

হরেন। যা বলি তাই কর,—রাগাস্ নি। না হলে সব কাজ পণ্ড হবে।

কানাই বাবু দ্বিরুক্তি না করিয়া ধীরে ধীরে সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করিতে চলিলেন। তাহাকে দেখিয়া সন্ন্যাসী অতি উদ্‌গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাদের এনেছ?"

কানাই বাবু বলিলেন, "হাঁ,—কিন্তু তারা আমার সম্মুখে আলোতে কিছুতেই আস্‌তে চায় না। ঘর অন্ধকার না হলে কিছুতেই আস্‌বে না।

সন্ন্যাসী ষোড়শোপচারে পূজার আয়োজন করিয়া বসিয়াছিলেন; ঘরে একটা প্রদীপ মিটি মিটি জ্বলিতেছিল,—তাহাতে ঘর এক রূপ অন্ধকার ছিল—পাছে পড়ো বাড়ীতে বেশী আলো দেখ্‌লে কেহ সন্দেহ করে বলিয়া সন্ন্যাসী ভয়ে অধিক আলোর বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই।

তিনি বলিলেন, "বেশ তাই হবে। আমি ধ্যানে বসিলাম। আমি আলো নিবাইয়া দিতেছি; তাদের এক কোণে বসিতে বাল্‌ও,—যতক্ষণ আমি ধ্যানে থাকিব, তাহারা যেন চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।—পরে যাহা করিবার তাহা আমি করিব। তুমি এখন এ বাড়ীতে আর থাকিও না,—পরে উপযুক্ত সময়ে তোমায় ডাকব।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী আলো নিবাইয়া ধ্যানে বসিলেন,—কানাই বাবু ছুটিয়া হরেন বাবুর নিকট আসিলেন।—তিনি

বলিলেন,—"বাঁচতে চাওতো এই ঝোপের মধ্যে লুকাও, পুলিশ সন্ধান পেয়ে এসেছে ?"

কানাই বাবু ক্রন্দন স্বরে বলিলেন, তবে উপায়, হরেন বাবু বলিলেন, "ভয় নেই,' যা বলি তাই কর। আমি সব বন্দোবস্ত করিব।" কানাই বাবুকে অধিক কথা বলিতে হইল না। তিনি পথি মধ্যস্থ সাঁকোর নিম্নে নিমিষ মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

তখন হরেন বাবু নিঃশব্দে কালঝাঁকে লইয়া আসিলেন,—কাণে কাণে বলিলেন, "ঐ ঘরে বেটা ধ্যানে আছে, তুমি পা টিপে টিপে গিয়ে এক কোণে চুপ করে বসে থাকো। যেমন মজলিসকে আনবে অমনি চেঁচাবে,—তার পর আমরা আছি।"

কাল ঝাঁ তাহাই করিল। কাল ঝাঁর বৃহৎ দেহ অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখিয়া সন্ন্যাসী ভাবিল দুই জনই আসিয়াছে।

পাঁচ মিনিট যাইতে না যাইতে তীর বেগে আর এক খানি গাড়ী তথায় উপস্থিত হইল। লগুড় হস্তে পিতাম্বর গাড়ী হইতে লম্ফ দিয়া নামিল। সঙ্গে হরেন বাবুর ভৃত্য।

তাহার পকেটে বাতি দিয়াসলাই ছিল, সে সন্ন্যাসীর ঘরের দ্বারে আসিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে আলো জ্বালিয়া বলিল, "এই দেখ।"

তাহার গলার শব্দে ও সহসা গৃহ মধ্যে আলো দেখিয়া সন্ন্যাসী লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন,—দেখিলেন এক কোণে কাল ঝাঁ উপবিষ্টা, সম্মুখে ভীমমূর্ত্তি লগুড় হস্তে পীতাম্বর।

পিতাম্বর ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "শা—শা—শা—লা গু—গু—গু—রুজী—তো তো তো তো—মার—এ—এ—এ—ই—আ—আ—আ—আ—কেল।—

পিতাম্বর নির্ম্মম ভাবে লগুড় চালাইতে লাগিল;—সন্ন্যাসী

আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, কাল ঝী বিকট পেত্নীবৎ ধ্বনি করিতে লাগিল।—ঠিক এই সময় "সুশীলা—সুশীলা—বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে বিজনকুমার ও সরোজ তথায় উপস্থিত হইলেন। বিজন হরেন বাবুর পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ সরোজ বাবুর বাড়ী ধাবিত হইয়াছিলেন,—তথায় সুশীলা ও মজ্‌লিস উভয়কে না দেখিয়া গাড়ী করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দমদমার দিকে ছুটিয়াছিলেন।

গৃহ মধ্যে কি ব্যাপার ঘটিতেছে,—না বুঝিতে পারিয়া সরোজ বাবু পা হইতে জুতা খুলিয়া সন্ন্যাসী ও পিতাম্বর উভয়কেই আক্রমণ করিলেন। যখন তথায় এই মহা ব্যাপার ঘটিতেছিল,—সেই সময় তীর বেগে আর এক খানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে গজানন বাবু ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিলেন, আমাকে একবার শালার উপর গড়াতে দেও,—বেটাকে তুলা ধোনা করি। তখন সন্ন্যাসী কাতরে বলিল, "দোহাই তোমাদের, আমাকে ছেড়ে দেও—আর এমন কাজ কর্‌ব্বো না।

হাসিতে হাসিতে হরেন বাবু আসিয়া বলিলেন, "যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। বাপু, এই কিছু টাকা দিচ্চি, এ দেশ থেকে আজ রাত্রেই সরে পড়ো।"

সন্ন্যাসী কাতরে বলিল, "তাই কচ্চি বাবা। তুমি আমার ধর্ম্ম বাবা,—আমাকে রক্ষা কর।"

পর দিবস সন্ন্যাসীকে বাঙ্গালা দেশে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রায় রাত্রি তিনটার সময় সরোজ বাবুর সহিত বিজনকুমার গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। দেখিলেন,—তাঁহার বিছানায় সুশীলা ও মজ্‌লিস উভয়ে উভয়ের গলা জড়াইয়া অকাতরে ঘুমাইতেছে! উভয়েই আজ রাত্রে অতিশয় উদ্বেগ সহ্য করিয়াছে—উভয়েই নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া সর্ব্ব দুঃখহারিণী নিদ্রার ক্রোড়ে নিমগ্না হইয়াছে।—

তাঁহারা পা টিপিয়া টিপিয়া গৃহের বাহির হইয়া গেলেন। বৈঠকখানায় আসিয়া বিজনকুমার বলিলেন, "কাল বিকালে রমণীরঞ্জন বাবু বাবার সেই পত্র কোর্ট হইতে আনিবেন। ওরা কাল পর্য্যন্ত এইখানে থাকুক, তুমিও থাক না কেন?"

সরোজ বাবু বলিলেন। "বাড়ীতে সকলে ব্যস্ত আছে,—আমি কাল সকালে আসিব।"

বিজন। তবে কাল সকালে এইখানেই খেও।

সরোজ। তাই হবে।

সরোজ বাবু গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন,—বিজনকুমার বৈঠকখানায় শুইয়া পড়িলেন ; কিন্তু কিছুতেই নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। বিছানায় পড়িয়া সমস্ত রাত্রি ছটফট করিতে লাগিলেন। কাল তাঁহার জীবনের এক ঘোর সমস্যা,—তাহার পিতা তাঁহাকে কি লিখিয়া গিয়াছেন ?

সমস্ত দিন তিনি নিতান্ত অস্থিরতায় কাটাইলেন,—সরোজ বাবু সকালে আসিলেন,—গজাননও আসিলেন,—তিনি উভয়কেই আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন,—কিন্তু কাহারও সহিত তিনি দুই একটী কথার অধিক কহিতে পারিলেন না, তিনি সমস্তদিন ছটফট করিতে লাগিলেন।

সুশীলা ও মজলিস সুস্থ বা প্রফুল্লিতা নহে. সুশীলা গত কল্যকার ঘটনায় ম্রিয়মাণা,—কাহারও সহিত কথা কহিতে তাহার সাহস হইতেছে না,—আর মজলিস, তাহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন সে এ পৃথিবীতেই নাই,—তাহার দেহ মাত্র পড়িয়া আছে।

বিকালে পাঁচটার সময় শীল মোহর করা বড় একখানা খাম হস্তে রমণীরঞ্জনবাবু আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিজনকুমারের হৃদয় ঘোরতররূপে আলোড়িত হইতে লাগিল

তিনি বসিয়া বলিলেন, "এই খামে তোমার বাবার পত্র আছে ; সুশীলাদের ডাক।"

তখন সকলে সেই গৃহে সমবেত হইলেন। সরোজ ও গজানন এক দিকে বসিলেন। সুশীলা ও মজলিস উভয়ের হস্ত উভয়ে ধরিয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মানা রহিল।

রমণীরঞ্জন বাবু বিজনকুমারের হস্তে খামটী দিয়া বলিলেন, "খুলিয়া দেখ কি আছে।"

কম্পিত হস্তে নিশব্দে বিজনকুমার খামটী খুলিলেন,—কম্পিতস্বরে বলিলেন, "আমি পড়্‌তে পার্ব্বো না,—আপনি পড়ুন।"

রমণীরঞ্জন বাবু কাগজ খানি লইয়া পড়িলেন :—

স্নেহাস্পদ বিজন,

এ পত্র পাছে কোনরূপে খোওয়া যায় বলিয়া রেজিষ্টারি করিয়া হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রারের নিকট রাখিয়া গেলাম। তবে তুমি কখনও এ পত্র দেখিতে পাইবে কি না তাহা ভগবান জানেন

তোমরা সকলেই জান, বিষয় সম্পত্তি কিছুই আমার নহে। সমস্তই বিনয়ভূষণ বাবুর। আমি তাহার চাকর ছিলাম মাত্র,—তবে তিনি অনুগ্রহ করিয়া নিজগুণে আমাকে বন্ধু বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

মৃত্যুকালে তিনি বিষয়সম্পত্তি আমাকে কিছুই দিয়া যান নাই,—কেবল মাত্র রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া গিয়াছিলেন,—ঐ সঙ্গে আর একটা গুরুতর ভারও দিয়া গিয়াছিলেন —আমি তাঁহার মৃত্যু শয্যায় সে কথা উদ্ধার করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, কিন্তু ভগবান আমাকে আমার অঙ্গিকার রক্ষা করিতে দিলেন না,—তাহাই সে ভার তোমাকে দিয়া যাইতেছি।

সুশীলা আমার কন্যা বা তোমার ভগ্নী নহে।

গৃহ মধ্যে শব্দ হওয়ায় রমণীরঞ্জন বাবু পত্র পড়া হইতে নিরস্ত হইয়া সুশীলা ও মজলিসের দিকে চাহিলেন; দেখিলেন তাহারা

উভয়ে উদ্‌গ্রীব ভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে।—তাহারাই একখানা চেয়ার উলটাইয়া ফেলিয়াছে।

রমণীরঞ্জন বাবু আবার মস্তক অবনত করিয়া পড়িতে লাগিলেন।—

সুশীলা বিনয়ভূষণ বাবুর কন্যা। সকল কথা তোমার জানিবার প্রয়োজন নাই। বিনয়ভূষণ বাবু একটু সমাজ বহির্ভূত বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া বিবাহের কথা কখনও প্রকাশ করেন নাই। আমি ব্যতীত সকলেই জানিত যে তিনি কখন বিবাহ করেন নাই।

দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহার স্ত্রী, দুইটী যমজ কন্যা প্রসব করিয়া সেই দিনেই মৃত্যুমুখে পতিতা হয়েন।

একজন দাই কন্যা দুইটীকে লালন পালন করিতে থাকে,—কিন্তু সেই দুষ্টা স্ত্রীলোক এক সন্ন্যাসীর প্রতারণায় ঐ দুইটী কন্যাকেই চুরি করিয়া লইয়া পলাইতে চেষ্টা করে,—কিন্তু দুইটী লইতে না পারিয়া কেবল একটীকেই লইয়াই পালায়—

"দাদা,—ধরো, ধরো" বলিয়া সহসা সুশীলা চিৎকার করিয়া উঠিল,—বিজনকুমার লম্ফ দিয়া উঠিলেন,—দেখিলেন সুশীলা অতি কষ্টে মজলিসকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়াছে, তাহার হাতের উপর মজলিসের মস্তক লুটাইয়া পড়িয়াছে,—মজলিস মূৰ্চ্ছিতা হইয়াছে।

মুহূর্ত্ত মধ্যে বিজনকুমার মজলিসকে ক্রোড়ে তুলিয়া পালঙ্কে শয়ন করাইয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন।—"জল—জল।—

সুশীলা জল আনিতে ছুটিল।—

চোখে মুখে বহুক্ষণ জলের ঝাপটা দেওয়ার পর শেষে মজলিস দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চক্ষু মেলিল।

লজ্জার কথা নিশ্চয়ই,—উন্মত্ত বিজয়কুমার সর্ব্বসমক্ষেই মজলিসকে অজস্র চুম্বন করিলেন। সে বিছানায় মুখ লুকাইল। আর পত্র পড়া হইল না। রমণীরঞ্জন বাবু কাগজ পত্র গুটাইয়া লইলেন,—বলিলেন, "বুঝেছি আর পড়িবার দরকার নেই। তারপর সরোজ বাবুর দিকে ফিরিয়া, হাসিয়া বলিলেন, "সবই বুঝেছি,—'মধুরেন সমাপয়েৎ,—মিষ্টান্ন মিতরে জনা' সরোজ বাবু দিন দেখুন।"

গজানন বাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া আকর্ণ মুখ ব্যাদন করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "দিদিমণি- আমার কথা কল্লো তো।" তৎপরে নিজ বিশাল ভুঁড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "বোধ হয় এতদিনে পেট্‌টা ভরতে পারে।"

* * *

তাহার পর কি হইল, যাহাকে বলিতে হইবে, তাঁহার উপন্যাস পড়িবার প্রয়োজন নাই।

সম্পূর্ণ।